ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
ও
ভজন-রহস্য

ব্রজমণ্ডলের সকল তথ্য, স্থান-মাহাত্ম্য, ভজন-প্রকরণ ও রহস্য, ভক্তিপীঠ, পরিক্রমা-বিধি এবং ভজনোৎকর্ষ সুষ্ঠুভাবে সুবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মহাজনের অনুমোদিত প্রমাণাদিসহ দর্শনীয়-স্থান সকল নির্ণায়ক ও প্রকাশক গ্রন্থ। পূর্ব্ব ও উত্তর বিভাগদ্বয়ে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-পার্ষদপ্রবর রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-ঠাকুরের
পাদপদ্মরেণুধারী—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ

কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৮৫ সালের ৮ই ভাদ্র ইং ২৭শে আগষ্ট ১৯৭৮।
শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথি।

আনুকূল্য-৭.০০ সাত টাকা মাত্র

—বিবরণী—

প্রাপ্তিস্থান ঃ—শ্রীরূপানুগ-ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড, কলিকাতা—৫৩। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা—১২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগ-ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড, কলিকাতা—৫৩, হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমদনমোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক শ্রীদামোদর প্রেস, ৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও ভজন-রহস্য

পরিক্রমাঃ—চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ-সাধনের মধ্যে পরিক্রমা অন্যতম। শ্রীবিগ্রহের, শ্রীমন্দিরের, শ্রীধামের ও শ্রীমণ্ডলের পরিক্রমা উত্তরোত্তর ব্যাপকতা জ্ঞাপন করে। 'পরিক্রমা'—'পাদসেবন' ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত। শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু শ্রীভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে নবধা ভক্তি-লক্ষণের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"অস্য (পাদসেবায়াঃ) শ্রীমূর্ত্তিদর্শন-স্পর্শন-পরিক্রমা-অনুব্রজন-ভগবন্মন্দির-গঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি-তদীয়-তীর্থস্থান-গমনাদয়োঽপ্যন্তর্ভাব্যাঃ। অর্থাৎ—শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা ও অনুগমন এবং ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি তদীয় তীর্থস্থানে গমনাদি ক্রিয়াও পাদসেবনের অন্তর্ভুক্ত"। শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ, শ্রীগোবিন্দ-মন্দির, শ্রীগোবিন্দ-ধাম, মাথুরী, গোষ্ঠবাটী, শ্রীমণ্ডল-পরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য ভগবদ্ভক্তগণ সাধনভক্তির অনুষ্ঠানজ্ঞানে মণ্ডলাদি পরিক্রমা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়-মণ্ডলের অভিন্নজ্ঞানে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা বহুদিন হইতেই অনুষ্ঠিত হইতেছে। সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের ব্যক্তিগণেরই এই পরিক্রমা-নামক-সাধনভক্তিপর্য্যায়ে যোগ্যতা আছে।

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ঔদার্য্যময়ী লীলায় শরৎকালের অবসানে তাঁহারই মাধুর্য্যময়ী লীলার

লুপ্তস্থান-সমূহ পুনঃ প্রকট এবং স্বভজন-লীলা-বিস্তারের জন্য শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশবনভ্রমণ-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণানুশীলন বা কার্ষ্ণানুশীলন—শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বিষ্ণুর অনুশীলন বা নারায়ণের অনুশীলনের কথা না বলিয়া একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনের কথাই বলিয়াছেন। 'ব্রহ্মানুশীলন' বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না, যদি 'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্য অর্থে ভগবদ্‌বস্তু নির্দ্দিষ্ট না হন। পরমাত্মানুশীলন 'কৃষ্ণানুশীলন' নহে; তাহাতে অনুশীলন, অনুশীলনের প্রতিপাদ্য বস্তু এবং অনুশীলনকারীর ধারণার পূর্ণতার অভাব আছে। কৃষ্ণানুশীলন করিতে হইলে কার্ষ্ণানুশীলন আবশ্যক, কার্ষ্ণানুশীলন ব্যতীত কৃষ্ণানুশীলন হয় না। কৃষ্ণানুশীলন বা কার্ষ্ণানুশীলন অনুকূলভাবে হইলেই প্রেমফল প্রসব করে। কার্ষ্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, কার্ষ্ণে মনুষ্যবুদ্ধি, তাঁহাকে প্রাকৃত বিচার—কৃষ্ণের অনুশীলন নহে। শ্রীগুরুদেব নিজে কখনও কৃষ্ণ সাজেন না, তিনি সকলকে কার্ষ্ণসেবায় ও কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব নিজে ভোগ বা ত্যাগ করেন না। গুরু বা কার্ষ্ণের কৃষ্ণেন্দ্রিয়পরায়ণতা ব্যতীত আর কোন চেষ্টা থাকে না।

সদ্‌বৈদ্য বা সদ্‌গুরুর সাধক-শিষ্যকে বিধিমার্গ-উপদেশই গুরুকৃপা; কিন্তু সাধক বা রোগী বৈদ্যকে—সুস্থ চিকিৎসককে রোগীর পথ্য সাগু-বার্লি-প্রভৃতি ব্যবহারের আদর্শ দেখাইবার জন্য যদি অবৈধভাবে আবদার করেন, তাহা হইলে কোন দিনই 'সুস্থের আদর্শ' বলিয়া কোন ব্যাপার জগতে প্রকাশিত থাকিতে পারিবে না। সদ্‌বৈদ্য কোন কোন সময় সাধককে

সাধনে প্ররোচিত করিবার জন্য কৃপা-পূর্ব্বক সাধকোচিত আদর্শ প্রদর্শন করেন বলিয়া সাধক বা শিষ্য যদি শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে ঐরূপ বিচারে রাখিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে শিষ্যের শিষ্যত্ব বা গুরুত্ব—সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতারূপ গুরুত্ব বিনষ্ট হইয়া পড়ে। ঐরূপ বিচার কখনও ভক্তিপথের সদ্‌গুরু বা সচ্ছিষ্যের আদর্শে নাই, উহা অভক্তি-পথের গুরু ও শিষ্যগণের বিড়ম্বনা মাত্র।

বনভ্রমণঃ—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনায়—"ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে-যে স্থানে",—শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি' মানি।" সেই শুদ্ধ মনে স্থায়িভাব রতির সহিত বিভাব, অনুভাব সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর সম্মিলনে রসের উদয় হয়। সেই রস পঞ্চ মুখ্যরস ও তৎপুষ্টিকারক সপ্ত গৌণরসরূপে ভবনার পথ অতিক্রম-পূর্ব্বক চমৎকার-প্রাচুর্য্যের ভূমিকাস্বরূপে সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিয়া থাকে। সেই সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ই 'বন' নামক আধার, তাহা দ্বাদশ রসের আলয়স্বরূপ। যে-যে স্থানে রসক্রীড়া উদিত হয়, সেই সেই স্থান রসে মাখা-জোখা হইয়া প্রেমপ্লাবিত হইয়া পড়ে। যদি এনিকাটের (Annicut) মত রসের প্লাবনে কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ-লেশের রুদ্ধ কপাট ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে আর রসের উৎস সেরূপভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না। অচেতনের আধারে ভাবনাবর্ত্ম মনোধর্ম্মে যে প্রাকৃতরসের উদয় হয়, তাহারই

বিশ্লেষণ ও বিবৃতি ভাবপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ বা ভরতমুনির রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। নৈষধ-চরিত, সাবিত্রী-সত্যবান্, শনির-পাঁচালী, ওথেলো-ডেস্‌ডেমোনা, লয়লা-মজ্‌নু প্রভৃতি প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার চরিত্র-পাঠে হৃদয়ে যে-সকল রসের উদয় হয়, তাহা অস্থায়ী ভাব-ভূমিকার রসোদয় মাত্র। তাহাতে রসের বিষয় অদ্বিতীয় অসমোর্দ্ধ-বস্তু নহে। কিন্তু দ্বাদশবনে যে রস, তাহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি অদ্বয়জ্ঞান—একমাত্র রসের বস্তু। শান্ত. দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরপ্রেম—এই পঞ্চ প্রেমের বিষয় একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ।"

"সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণস্থানে, নিবেদিব চরণে ধরিয়া।"—যাঁহারা ব্রজে বাস করেন, তাঁহারা কৃষ্ণকথা জানেন; কারণ, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ অপ্রতিহত ও অহৈতুক-ভাবে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। গোগণ, গোবৎস-সকল কৃষ্ণের সেবা করেন, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের ক্রীড়ামৃগ হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি বর্দ্ধন করেন, কৃষ্ণের দোহন-ক্রীড়ার ক্রীড়নক হন। নন্দনন্দনের সেই গোসকলের সেবা, নন্দনন্দনের সেবা, নন্দনন্দনের পিতৃমাতৃ-সেবা,—চিত্রক, রক্তক, পত্রক, বকুলাদি ভৃত্যবর্গ করিয়া থাকেন। তাঁহারা দ্রবব্রহ্মগাত্রী কালিন্দীর চিন্ময় সলিলের দ্বারা কৃষ্ণের পাদপদ্ম ধৌত করিয়া দেন। কৃষ্ণ যখন উত্তরগোষ্ঠে ফিরিয়া আসেন, তখন রক্তক-চিত্রক-পত্রকাদি যমুনার জলের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণের গরুগুলি—সাক্ষাৎ মহা মহা ঋষি। যাঁহারা বহুজন্ম তপস্যাদি করিয়া—বেদপাঠ করিয়া ভগবানের সেবা আকাঙ্ক্ষা

করিয়াছিলেন,—তাঁহারাই ব্রজের গোধন হইয়াছেন—তাঁহারা কৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত দুগ্ধ দিতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা তথাকথিত বেদান্তপড়া মুনি-ঋষি নহেন।

প্রত্যেকেরই ব্রজবাসীর আনুগত্যে ব্রজে বাস করা দরকার। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,— "তন্নামরূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য। তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি জনানুগামী কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥"

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে তদনুস্মৃতি-ক্রমে প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ো-বিচারে অভেদ হইয়া, মনঃকল্পিত চেষ্টাকে সংযত করিয়া ব্রজ জনের কোন একের ভাবের অনুগমন করিয়া শ্রীব্রজভূমিতে অবস্থান-পূর্ব্বক অখিলকাল যাপন করাই বিধেয়। ইহাই উপদেশসার।' 'ব্রজবাসী' বলিতে চিন্ময় বিচারসম্পন্ন হরিসেবকগণকেই বুঝায়; হরিজনবিরোধী ইতরবিষয়ভোগীকে লক্ষ্য করে না। যদি চিত্রক, পত্রক, বকুলের আনুগত্য না করি, যদি কৃষ্ণের অনুগামী না হই, যদি চক্ষু-কর্ণাদির বিষয়ের আনুগত্য করিয়া জড়ের ভোক্তা হই, তাহা হইলে ত' ব্রজবাস হইল না, অনুরাগও হইল না। "আমি ভোগ করিতেছি, দৃশ্য আমাকে ভোগ করাইতেছে"—ইহার নাম জড়ভোগ বা কৃষ্ণের সেবা-বৈমুখ্য। দাস্যরসের আশ্রয় চিত্রক-রক্তক-পত্রকাদি, সখ্যরসের আশ্রয় শ্রীদাম-সুদামাদি, বাৎসল্যরসের আশ্রয় নন্দ-যশোদাদি এবং মধুর-রসের আশ্রয় শ্রীরূপ-মঞ্জরী প্রভৃতিতে যদি অনুরাগ-বিশিষ্ট না হই, তাহা হইলে ব্রজবাস কিরূপে হইবে? তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ

ব্রজবাসী। "সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ-স্থানে"—যাঁহার যে-প্রকার রস, তাঁহাকে সেই রসের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আমাদের যদি মধুর রসের জিজ্ঞাসা হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে মধুর-রসের ব্রজবাসীর নিকট যাইতে হইবে। যাঁহাদের ললিতা-বিশাখার সঙ্গে দেখা নাই বা শ্রীরূপমঞ্জরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা হয়ত নল-দময়ন্তীর রস বা রাবণের সীতা-হরণের রসের কথা বলিয়া বসিবেন। গোপীরা বৃন্দাবনের সমস্ত তরুলতার কাছে কৃষ্ণ-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্রজবাসী পাঁচ প্রকার ; গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-যামুনসৈকত—ইহারাও ব্রজবাসী— ইঁহারা শান্তরসের ব্রজবাসী। ব্রজবাসিগণের কৃপা-ব্যতীত আমাদের ব্রজবাস হইতে পারে না। তাঁহারা আমাদের সঙ্গে কথা বলিবেন কেন ? অক্ষজ চক্ষু দিয়া কিরূপে তাঁহাদিগকে দর্শন করিব ? আমরা মদ-মৎসরতায় আচ্ছন্ন হইয়া আছি, তাই ব্রজবাসিগণ আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন না—তদনুরাগী না হওয়ার দরুণ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না। নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট যে-সকল ব্রজবাসী আছেন, তাঁহারা কেন আমাদের সঙ্গে কথা বলিবেন ? তাঁহারা আমাদিগকে বলেন,—'তোমরা বিষয় অন্বেষণ কর ; কৃষ্ণ কি তোমাদের বিষয় হইয়াছেন ?' শ্রীরূপ-মঞ্জরী, শ্রীরতি-মঞ্জরীর আনুগত্য-ব্যতীত ব্রজের কথা জানা যায় না। প্রভু-নিত্যানন্দ যেই দিন কৃপা করিবেন, সেই দিন শ্রীরূপ-মঞ্জরী ও শ্রীরতি-মঞ্জরীর কৃপা বুঝিতে পারিব। অন্যথা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-

বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥"—এই বিচারে ভ্রাম্যমান হইয়া "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোক বুঝিতে পারিব না।

কৃষ্ণসেবাবিমুখতা আসিয়া উপস্থিত হইলেই অসুবিধা হইবে। প্রাক্তনদুষ্কৃতিফলে আমাদের নানাপ্রকার অন্যদেবতার পূজা হইয়া যায়। যাঁহারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিতেছেন, তাঁহাদের চরণ না ধরিলে আমাদের সুবিধা হইবে না। বন-ভ্রমণ করিলাম—যদি বনভ্রমণ করিয়া গাছের ফলটা খাইয়া ফেলিলাম, নাক দিয়া ফুলটী শুঁকিয়া ফেলিলাম,—তাহা হইলে ত' বনভ্রমণ হইল না; বরং বন-ভ্রমণকালে পদদ্বারা ঐসকল স্থান-ভ্রমণে আমাদের অপরাধই উপস্থিত হইল।' "গোবর্দ্ধনে না উঠিও" বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের তনু পদ-দ্বারা স্পর্শ করিতে নাই,—জানা যায়। অপ্রাকৃত সখ্যরস উদিত না হইলে ভগবানের স্কন্ধে চিন্ময়পদ স্থাপন করা চলে না। কপট সখ্যরসের দ্বারা ত' ভগবানের স্কন্ধে আরোহণ করা যায় না। সংসার-ভোগের বুদ্ধি লইয়া 'Lucre-hunter' হইলে আমাদের বনভ্রমণ হইবে না। কয়দিনই বা বাঁচিব? এই কয়টা দিন অন্য কার্য্যে কেন নিযুক্ত থাকিব? ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—"হইয়া মায়ার দাস, করি' নানা অভিলাষ, তোমার স্মরণ গেল দূরে। অর্থ-লাভ—এই আশে, কপট বৈষ্ণব-বেশে, ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে।" কপটতার লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রারম্ভিক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।" [এই

গ্রন্থে নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। উহা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষমাত্র নহে। মঙ্গলপ্রদ বাস্তব বস্তুই জ্ঞেয়; উহা ত্রিতাপ ধ্বংস করে।]

ধর্ম্মার্থকাম ত' পদাঘাত করিবার বিষয়। ভোগিশ্রেণীর লোকেরাই ঐসকল বস্তুর প্রার্থী। এক বেদান্ত-দর্শন-ব্যতীত অপর পঞ্চ দর্শনে ন্যূনাধিক ধর্ম্ম-অর্থ-কামের কথা বলা হইয়াছে। আর কেবলাদ্বৈতবাদী যে বেদান্তদর্শনের স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা করেন, তাহাও ভোগের প্রতিযোগী ভাব মাত্র। চিৎ-সবিশেষবাদ অস্বীকার করিয়া অচিৎসবিশেষবাদ যেরূপ হেয়তাযুক্ত, 'ঘরপোড়া-গরুর সিন্দুরে মেঘ দেখিয়া ভয় পাওয়ার ন্যায় চিৎসবিশেষবাদে অচিৎসবিশেষবাদের হেয়তা আশঙ্কা করাও তাদৃশ বা তদপেক্ষা অধিক অমঙ্গলজনক।

জাগদীশী গাদাধরী তর্কশাস্ত্র, কিম্বা শঙ্কর-মতের আনন্দগিরি, অপ্যয়দীক্ষিতের ন্যায়রক্ষামণি, পরিমল, আনন্দলহরী, শিবার্কমণিদীপিকা, বাচস্পতি মিশ্রের ভামতীর সহিত শঙ্করভাষ্য আলোচনা করিতেছি—এরূপ বিচারে কেহ কখনও নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসিগণের কথা বুঝিতে পারিবেন না। কুকুরের ভজন করিয়া 'ভাঙ্গী', ঘোড়ার ভজন করিয়া 'সহিস', লৌহের ভজন করিয়া 'কর্ম্মকার', স্বর্ণের ভজন করিয়া 'স্বর্ণকার' সাজা যায়। ব্রজবাসী হইতে হইলে নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসি-গণের একান্ত সেবা আবশ্যক।

ভজনের স্থান-নির্ণয়ে—'charity begins at home'. বাউল বলিয়া এক শ্রেণীর লোক আছে,—তাহারা শুক্র-

শোণিত-মল-মূত্র ভোজন করে। তাহারা জ্ঞানমিশ্র-বিচারের গান করে। বার প্রকার অপ্রাকৃত রস বাউলাদি তের প্রকার অপসম্প্রদায়ের লোক বুঝিতে পারে না। বার প্রকার রস যদি একমাত্র কৃষ্ণেই থাকে, তবে কিরূপে তাহারা অন্যত্র সে রসের অনুসন্ধান করে? কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে কার্ষ্ণের অনুসন্ধানের জন্য ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে হইবে। শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করার দরুণই—অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলার দরুণই অসুবিধা হইতেছে। "ঘিনি বাজাইতে বাজাইতে" যদি কাহারও দাঁত-কপাটী লাগিয়া যায়, ঐরূপ ব্যক্তির তাদৃশ কপটতাই কোন কোন অনভিজ্ঞের মতে ভজন-সিদ্ধি বলিয়া নির্ণীত হয়।

ভজনীয় বস্তুকে লাভ করার অর্থ—কৃষ্ণভাবে সম্পূর্ণ বিভাবিত হওয়া। কৃষ্ণ একটী স্থূল পদার্থ নহেন। যে জড়ভোগরত পচা চক্ষু বিল্বমঙ্গল নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই পচা চক্ষু দিয়া কি অধোক্ষজ কৃষ্ণকে দেখিয়া ফেলা যায়? যে বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির যোগানদার, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বস্তুকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া যে দেখাইয়া দেয়, সেই লোক এবং সেই পচা চোখ—যাহাতে কএকদিন পরেই ছানি পড়িয়া যায়,—এই উভয়ই ভজনীয় বস্তু ও ভজনের স্থান-দর্শনের প্রতিবন্ধক। ভজনের রহস্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ দুইটী শ্লোকে বলিয়াছেন,—"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

জাগতিক দৃষ্টিতে আমরা ভোগী বা ত্যাগী, জগৎ আমাদের ভোগ্য বা ত্যাজ্য—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি থাকিলে আমরা ভজনকারীর যোগ্যতা হইতে পত্রপাঠ বিদায় হইয়া যাইব।

মথুরা-প্রসঙ্গ :—ন্যায়শাস্ত্রে "পরিচ্ছিন্ন" বলিয়া একটী কথা আছে। সেই পরিচ্ছিন্ন-শব্দে যাহার চতুঃসীমানা আছে অর্থাৎ যাহাকে মাপিয়া লওয়া যায়, সেইরূপ মায়িক বস্তুকে বুঝায়। "মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" প্রকৃত-প্রস্তাবে মুক্তি লাভ করিতে হইলে চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইবার প্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিতে হইবে। মাপিয়া লওয়ার অর্থ—ভোগ করা। ভোগী দুই প্রকার—(১) সাধারণ উচ্ছৃঙ্খল অনভিজ্ঞ ভোগী এবং (২) দার্শনিক ভোগী। দার্শনিক ভোগীদের আপাত-যুক্তি-তর্ক-বিচার-শাস্ত্র প্রভৃতির নানাপ্রকার ছলনা আছে। তাহাদের ঐ সকল শাস্ত্র ও বিচারের মুল প্রয়োজন—ভোগ। জ্ঞানমিশ্রভক্তিযাজি-সম্প্রদায়, মায়াবাদি-সম্প্রদায় প্রভৃতি দার্শনিক ভোগী।

মথুরা—বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা বড় জায়গা। সাক্ষাৎ ভগবান্ এখানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখানে নির্ব্বিশেষবাদিসম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কংস সেই নির্ব্বিশেষবাদের আদর্শ। কংসের অনুগামী স্মার্ত্তসম্প্রদায়ও এখানে বিনষ্ট হইয়াছিল। রজক সেই কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের প্রতীক। রজকের কার্য্য মলিন বসন পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া এবং নানা প্রকার বর্ণের দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত করা। স্মার্ত্তবাদের প্রভুই নির্ব্বিশেষবাদ—যাহার প্রতীক কংস। স্মার্ত্তবাদ

জগতের প্রাকৃত দুর্নীতির মলিনতা, প্রাকৃত পাপাদির মলিনতা, প্রায়শ্চিত্তাদি জলে ধৌত ও নানাপ্রকার ফলশ্রুতির বর্ণে রঞ্জিত করিয়া উহাকে কৃষ্ণের নিত্যনাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের অস্বীকারকারী কংসস্বভাব নির্ব্বিশেষবাদ-প্রভুর সমীপে উপহার দিবার জন্য গমন করে। বলরাম ও কৃষ্ণই যে স্বয়ংপ্রকাশ ও স্বয়ংরূপতত্ত্বরূপে সমগ্র উপকরণ, এমন কি, কংসেরও মালিক—নির্ব্বিশেষ ধারণা যে কৃষ্ণের অসম্যক প্রতীতি, স্মার্ত্তবাদ ইহা বুঝিতে না পারিয়া পূর্ণচিৎসবিশেষবিগ্রহ কৃষ্ণের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিলে কৃষ্ণ নির্ব্বিশেষবাদের ভৃত্য রজকস্বভাব-স্মার্ত্তবাদকে নিরাস করেন। "স্মার্ত্তবাদের জবাই হ'ল রজকবধে।" পরতন্ত্রতার জন্যই নীতির নিগড়। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তমের জন্য তাঁহার ভৃত্যানুভৃত্যকল্পিত নীতির শৃঙ্খল নহে। তিনি তাঁহারই স্বেচ্ছাক্রমে শ্রীযশোদার প্রীতিরজ্জুতে, গোপীগণের প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হন।

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং"—এই বিচার মথুরায় উপস্থিত হইয়াছিল। মানবজাতি যাহাকে active resistance ও passive resistance বলিতেছেন—উহাদের উভয়ই বহির্ম্মুখতা। কেহ হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির দ্বারা বিপথগামী হইতেছেন, কেহ বা পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে পরিচালনা না করিয়া 'বুঁদ্' হইয়া থাকাকেই 'চরম-সাধন' মনে করিতেছেন। ইহাদের চিন্তাস্রোতের মূলে—"আমরা প্রভুই থাকিব, ভগবদ্দাস

হইব না”—এইরূপ বুদ্ধি ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের ফল্গুবৈরাগ্য ও কৃত্রিম সাধনাদি চেষ্টা বোকা লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। ইহারা কখনও প্রকৃত ভগবদ্ভজনের কথা বুঝিতে পারেন না। যদিও ইহারা কখনও মুখে বলে,—আমরা যাত্রাদলের কৃষ্ণের কথা শুনিয়াছি, ভাগবত পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি; কিন্তু ইহারা বস্তুতঃ কৃষ্ণের কোন কথাই শুনেন নাই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন নাই—ভাগবত পড়েন নাই। যিনি শতকরা শতভাগই হরিভজন করেন—যিনি ২৪ ঘণ্টাই হরিভজন করেন, তাঁর কাছে ছাড়া অপরের নিকট ভাগবত শুনিলে ভাগবতের কথা কিছুই বোঝা যায় না। পূর্ণতম হরিভজনকারী ব্যক্তি ব্যতীত অপরকে কখনও ‘গুরু’ বলা যাইতে পারে না। এইরূপ গুরুপাদপদ্মই একান্তভাবে আশ্রয় করিতে হইবে। শতপরিমাণ শতভাগ অর্থাৎ পরিপূর্ণ হরিভজনকারীর আশ্রয়ে না থাকিলে কখনও হরিভজন হইতে পারে না।

“যস্য দেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥” “নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥” সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য প্রভৃতিকে যাঁহারা অপবর্গ বিচার করিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞানমিশ্র-বিচারে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য প্রভৃতি লাভ করিয়া ‘নারায়ণ’ হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাদের বিচারও আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। যাঁহারা মুক্তিকে

'শুক্তি' বলিয়া পদাঘাত করিত না পারেন, তাঁহারা ভক্তিপদবী লাভ করিতে পারেন না। জ্ঞানবিমুক্ত হইলেই 'শুদ্ধভক্ত'-পদবাচ্য হইতে পারেন। শুদ্ধভক্তিই পরমা ভক্তি। সেই ভক্তিতে চতুর্ব্বিধ কামুকতা নাই। ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষের অভিলাষই কামুকতা। একদিন ছয় গোস্বামী এই ব্রজভূমিতে এইরূপ কামুকতা-গন্ধহীন হরিকথা বলিয়াছিলেন। এখন আমরা 'পয়সা' 'পয়সা' করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এখন কি করিলে পুণ্য করা যায়, কোন্ তীর্থে কতবার আচমন ও সঙ্কল্প করিলে স্বর্গে নানা প্রকার সুখ-সম্পদ অর্জ্জিত হইতে পারে, কোন্ স্থান কতবার ভ্রমণ করিলে চক্ষুর তৃপ্তি অধিক হয়, তাহাতেই আমরা প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছি। ভাগবতের কথা আমাদের কাহারও কাণে যায় নাই। কৃষ্ণের কথা আমরা কেহই জানিতে চাহিতেছি না। কারণ, কৃষ্ণের কথা জানিতে হইলে আমাদিগকে কার্ষ্ণের নিকট যাইতে হইবে। কার্ষ্ণ আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা না বলিয়া কৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা বলিবেন।

বৈকুণ্ঠে ভগবানের কেবল অজত্ব, আর মথুরায় অজের জন্মিত্ব। বৈকুণ্ঠে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু মথুরায় ইতিহাসের কথা থাকিলেও তাহাকে ঐতিহাসিকতার দ্বারা আবৃত করিবার কথা নাই। অপ্রাকৃত ইতিহাসকে প্রাকৃত ঐতিহাসিকতার হেয়তা কখনও গ্রাস করিতে পারে না। ইহা প্রাকৃত ঐতিহাসিকগণের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগোচর। মথুরার চারিধারে রজোরহিত বিরজা আছে। মথুরার চারিপার্শ্বে

বহির্ভাগে আলোকময় মণ্ডলের নাম ব্রহ্মলোক। কালত্রয়ের ভেদ—যাহা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে, বিরজা নদী পার হইলে আর সেইরূপ কালভেদের কথা নাই। সেখানে অখণ্ড কাল। অখণ্ডকালের ইতিহাসও অখণ্ড। সেখানে খণ্ড ঐতিহাসিকতার কোন হেয়তা নাই। 'আল্লা', 'God' প্রভৃতি শব্দ হইতে 'বাসুদেব' শব্দ—ভগদ্-বস্তুর স্বরূপ-বিজ্ঞানের অধিকতর উপযোগী শব্দ। দ্বারকানাথে পূর্ণতা, মথুরানাথে পূর্ণতরতা ও গোকুলনাথে পূর্ণতমতা প্রকাশিত। নির্ব্বিশেষবিচার-পরতার পূর্ব্বাবস্থায় আমরা চতুর্দ্দশ ভুবনের-কথা লইয়াই ব্যস্ত থাকি এবং নির্ব্বিশেষ-বিচারে চতুর্দ্দশভুবনের নাম-রূপ-গুণ-ক্রিয়া ও পরিকরাদির বিলোপের সঙ্গে-সঙ্গে অবৈধ ও অনধিকার-অনুমান-বলে অপ্রাকৃত বস্তুর নাম-রূপ-গুণ লীলাকেও বিলোপ করিবার চেষ্টা করি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায়। একমাত্র গুরুপাদপদ্ম-ব্যতীত কার্য্য করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। কৃষ্ণই প্রয়োজক-কর্ত্তা, আর প্রযোজ্যকর্ত্তৃত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মের। "কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিবৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" এখানে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, লতিকা উৎপন্ন হয়—বীজের দ্বারা। cause and effect theory জগতে খুব প্রবল। পূর্ব্ববঙ্গে খুব "কেন্?" কথা প্রচলিত। তাঁহারা "কারণ" খুবই জিজ্ঞাসা করেন। চিকিৎসক-সম্প্রদায় 'নিদান' বলিয়া একটী কথা খুব ব্যবহার করেন। মাধবকরাদি নিদানকৃদ্‌গণ নিদানের জন্য বড় ব্যস্ত ছিলেন। প্রাগনুসন্ধানে

বীজই মূল। আমাদের সকলের পিতামহ—ব্রহ্মা; ব্রহ্মার পিতা—গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু; 'তিনি কোথা হইতে আসিলেন, তাঁহার মূল কোথায়' অনুসন্ধানে—কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, তাঁহার মূল অনুসন্ধানে—সংকর্ষণ; সংকর্ষণের মূল অনুসন্ধানে—শ্রীবলদেব; শ্রীবলদেব আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ; সুতরাং কৃষ্ণই—সকলের মূল। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধও একই বস্তু চতুর্দ্ধা প্রকাশিত। একটা right angle এর দ্বারা বাদবাকী right angleগুলির মাপ সঙ্গে-সঙ্গেই হইয়া যায়। 'ভজনীয়' বস্তু নিরূপণ করিতে গিয়া 'কারণার্ণবশায়ী ভগবান্' পর্য্যন্ত পেঁাছিলে তাঁহারই Projection efficient বা নিমিত্ত-কারণ এবং material cause বা উপাদান-কারণের অধিষ্ঠাতৃ-বিষ্ণুরূপদ্বয় প্রকাশিত হন। গৌরীপট্ট ও শিবলিঙ্গ প্রভৃতি বিচারে নিমিত্ত-উপাদান-কারণের যে কথা আছে, তাহার পূর্ব্বানুভূতি কৃষ্ণপাদপদ্ম। ইহা ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের পাঠকগণ দেখিতে পাইয়াছেন।

'স্থূলশরীরের দ্বারা ভগবানের সেবা করা যায়'—ইহা যেন কেহ মনে না করেন। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি স্থূলেন্দ্রিয় বা মন প্রভৃতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিভজন হয় না। কিন্তু এই কয়টাই এই জগতের সম্বল। এইজন্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু এই ইন্দ্রিয়-সমূহ কিরূপে অতীন্দ্রিয়রাজ্যে পৌছিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য একটী কৌশল বলিয়াছেন। শ্রীরূপপ্রভু বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় যখন নিজ-চেষ্টায় অতীন্দ্রিয়ে আরোহণ করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহা

অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছিতে পারে না। এজন্য আরোহবাদী অপ্রাকৃতের সন্ধান পায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্রিয়-রাজ্য হইতে অবতীর্ণ সেবোন্মুখতায় আলোকিত হয়, তখনই ইন্দ্রিয়ের অতীন্দ্রিয়-বিষয়-ধারণার যোগ্যতা লাভ হয়। তখন আর ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখতা থাকে না। ইন্দ্রিয় সেবোন্মুখতায় উদ্ভাসিত হইয়া অতীন্দ্রিয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। যাহারা প্রাকৃতবিচার লইয়া অতীন্দ্রিয়কে ধারণা করিতে যা'ন, তাহাদের বিচার 'ভাঙ্গী'র ন্যায় অস্পৃশ্য। উহা অতীন্দ্রিয়ের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না। "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষিকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা॥" ব্রজবাসিগণের উপাধির কোন কথা নাই। এইখানেই ব্রজবাসী ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের সহিত পার্থক্য। ব্রজবাসিগণ স্বভাবতঃই সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত, কৃষ্ণপর ও নির্ম্মল। উপাধির কথায় অভিনিবিষ্ট থাকিলে আমাদের স্মার্ত্তের সঙ্গে দেখা হইবে, পরমার্থী বা ভাগবতের সঙ্গে দেখা হইবে না। মথুরা-ভূমিতে যদি জল-কাদা-পাথর প্রভৃতি বুদ্ধি আটকাইয়া যায়, তাহা হইলে উহা "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিচারের বিষয় হইল। পরমান্নের সঙ্গে যদি কিছু চুণ-সুরকি, গোক্ষুরকাঁটা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যেমন উহা মানুষের গ্রহণের অযোগ্য হয়, তদ্রূপ শুদ্ধভক্তির বা সেবার সঙ্গে ঔপাধিক কোন কোন মত মিশ্রিত করিলে তাহা তদ্রূপই শ্রীকৃষ্ণের অগ্রহনীয় হয়। ঘর-বাড়ী গাঁথিবার জন্য চুণ-সুরকির আবশ্যকতা আছে। উটের খাইবার জন্য কাঁটার প্রয়োজন

আছে। উটের যাহাতে অধিকার, মানুষের তাহাতে অধিকার নাই। কতকগুলি লোক মনে করেন,—সুনির্ম্মল ও সুকোমল পদার্থের সহিত মলিনতা ও কণ্টকাদি মিশ্রিত করিয়া যদি ভোজন না করা যায়, তাহা হইলে উহা বড় গোঁড়ামি হইয়া যায়। যাহাদের ভগবানের উপাসনা-ব্যতীত অন্য মিশ্র-কার্য্যের বিচার আছে, তাহাদের পরমান্ন-আস্বাদনের পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু বুদ্ধিমান্‌গণের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা সুবিমল ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করুন, তাহাতে Peace এর Problem সুষ্ঠুভাবে মীমাংসিত হইয়া যাইবে। যাহাদের রজোগুণ ও তমোগুণের প্রাবল্য আছে, তাহাদের নির্গুণের অধিকার হয় নাই। জন্ম-জন্মান্তরে তাহারা যদি কোন শুদ্ধ সাধুর কৃপা পান, তাহা হইলে ঐ তাহারা সকল কথা বুঝিতে পারিবেন।

"কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্‌জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥" দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিদিগের সহিত আমাদের অসহযোগনীতি। একমাত্র ভগবৎসেবাপরায়ণ ব্যক্তিগণই সাধু। তাঁহাদের মধ্যেই সমস্ত সদ্‌গুণ ও আর্য্যতা বিরাজিত।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"
হাজার হাজার mental speculationist যে-সকল কথা বলেন, তাহা কেবল বহির্ম্মুখতার দিকেই লইয়া যাইবে। তাহাদের কথা বলিতে গিয়া গীতা বলেন,—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্‌॥"

কেহ বলিতেছেন, —"কলৌ জাগর্ত্তি কালিকা" ; সুতরাং কৃষ্ণ-ভক্তি কলিকালে চলিবে না। কালীতে কিরূপ ভক্তি হয়, তাহা একটু শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ভক্তি কি জিনিষ, তাহার স্বরূপবিজ্ঞান হইলে কৃষ্ণ-ব্যতীত ভক্তির আর কোন 'বিষয়'ই পাওয়া যায় না এবং কৃষ্ণ-ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানও কোথাও লক্ষিত হয় না।

'ভজনকারী'-নির্ণয়ে 'ভক্ত'-ব্যতীত অন্য কেহ ভজনকারী হইতে পারেন না। ভজনে কোনপ্রকার কামুকতার স্পর্শ নাই। যেখানে পরমেশ্বর কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া অন্য দেবতার কল্পনা, সেখানেই কামুকতা আছে। গীতা এই কথাই বলিয়াছেন,—"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ। তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥" কামুকশ্রেণীর ব্যক্তিগণের প্রতি যাহাদের সহানুভূতি আছে, কিম্বা যাহাদের কামুকতাকেই কপটতার আবরণে 'হরিভজন' বলিয়া চালাইবার প্রবৃত্তি আছে তাহাদের কর্ণে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা প্রবেশ করে না। কিন্তু কাম-পরিবর্জ্জনের জন্য যাঁহাদের চেষ্টা আছে, কামুকশ্রেণী হইতে পৃথক হইয়া কৃষ্ণের কামতৃপ্তির জন্য যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা আছে, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা তাঁহাদেরই পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়া থাকে।

ভোগ ও ত্যাগ—দুইটাই কামুকতা, তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণ Impersonality (নির্ব্বিশেষতা) পর্য্যন্তই বুঝিতে পারিবে। বৈকুণ্ঠের বহির্দ্দেশে তাহাদের অবস্থিতি। যাঁহারা অজের জন্মের কথা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠের সেবকসম্প্রদায় অপেক্ষাও অধিকতর বুদ্ধিমান্। কতকগুলি লোক এই সকল

কথা বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না ; গলায় মালাও দেন, অথচ অন্যদেবতার পূজা করেন। বিষ্ণুপূজা করিতে বসিয়াছেন, 'যদি বিঘ্ন হয়'—এই আশঙ্কায় গণেশের পূজা আরম্ভ করিয়া দেন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পীঠাবরণ-দেবতা গণেশের পূজার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা যেখানে আরম্ভ হইল, সেখানে বিষ্ণু অন্তর্হিত হইয়া তাঁহার মায়ার স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। কেহ মনে করিতেছেন,—যদি ছেলের ব্যারাম হয়, তবে কিরূপে বনভ্রমণ করিব ? বনভ্রমণ যেন একটা Pleasure-trip ! অনেক লোককে এইজন্য বনভ্রমণ ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন,—'আমার রক্তের চাপ অত্যন্ত বেশী। বন-ভ্রমণে বৈদ্যুতিক পাখা কোথায় পাইব?' বঙ্গবাসী পত্রিকাতে—'বৈদ্যুতিক পাখাই রক্তের চাপের কারণ'! বলিয়া একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল।

কংস মনে করিয়াছিল, কৃষ্ণকে হত্যা করিব ; কিন্তু কৃষ্ণ সেই প্রকার বিনাশ-যোগ্য বস্তু নহেন। কৃষ্ণ ব্রজভজন-বিরোধী আঠারটী অসুর বধ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-দ্বারা যে-সকল অসুরের সংহার হইয়াছিল, তাহাদেরই অধস্তন-পারম্পর্য্যে ভক্তগণের দ্রোহকারি-সম্প্রদায় এখনও জগতে চলিয়াছে। এই কৃষ্ণ-কার্ষ্ণদ্বেষী অসুরগুলিকে না মরিতে পারিলে আর কার্ষ্ণ থাকা যাইবে না। কার্ষ্ণ হইতে নামিয়া গিয়া 'বৈষ্ণব', বৈষ্ণব হইতে নামিয়া গিয়া 'নির্ব্বিশেষবাদী', তাহা হইতে নামিয়া গিয়া সদ্‌ভোগী বা কর্ম্মী, তাহা হইতে নামিয়া গিয়া উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী অন্যাভিলাষী হইতে হয়। কেবল ঐতিহাসিকতার আলোচনা

করিলে 'কে'—'আর'—প্রভৃতি হইয়া যাইতে হইবে। আর হরিভজন হইবে না। দিবদাসের বিচার-প্রণালী—যাহা বারাণসীতে প্রবলবেগে চলিয়াছিল, তাহা শ্রীমথুরায় স্তব্ধ হইয়াছে।

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্ গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ মৃত্যুর্ভোজ-পতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥" (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আসিয়াছেন—কংসবধের জন্য। তর্কের মথুরা নহে; মথুরা—পরমজ্ঞানময় রাজ্য। শ্রীবলদেব-কৃষ্ণচন্দ্র কংসকে মারিবার জন্য মথুরায় আসিয়াছেন। কংস—নির্ব্বিশেষ-বাদী। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার নিত্যত্ব আছে,—ইহা কংস গায়ের জোরে স্বীকার করিতে চাহে না। কংস জানে না,—কৃষ্ণের নিত্যত্বের ব্যাঘাত করিবার ক্ষমতা প্রকৃতি বা মায়াদেবীর নাই, কৃষ্ণের রাজ্যে মায়াদেবীর যাইবার কোন অধিকার নাই; বহিরঙ্গা শক্তির সেখানে কোন প্রবেশ-পত্র নাই।

নবমীতে যে এক শ্রেণীর লোক মহামায়ার পূজায় ব্যস্ত, তাহারা পুণ্যবান্; কারণ, তাহারা সংসারের পরম-উন্নতিকামী। এই সংসারে স্বর্ণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবার জন্য যে গৌরবানুভূতি আছে, তাহাতে আমরা গৌরবান্বিত হইতে চাহি না। যাঁহারা প্রচুর পরিমানে অর্থ, জন ও যশোবিশিষ্ট হইয়া মায়াদেবীর কারাগারে বাস করিতে চাহেন, তাঁহারা সেই ভাবে থাকুন;

কিন্তু বিল্বমঙ্গলের একশ্লোকে সপ্তমী, অষ্টমীও নবমীকে একেবারে দশমী করিয়া বসাইয়া দিয়াছে।

"অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ, স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥"

বিল্বমঙ্গল সোমগিরিকে গুরু করিয়া মহাবৈদান্তিক হইয়া পড়িয়াছেন ; কিন্তু বৃন্দাবনের গোয়ালাপাড়ার একটা লম্পট ছোঁড়ার সঙ্গে বিল্বমঙ্গলের হঠাৎ সাক্ষাৎ হওয়ায় ঐ লম্পট তাঁহার অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরিচালনার প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ সন্ন্যাসীগিরি—সব ঘুচাইয়া দিল। বিল্বমঙ্গল নপুংসকত্বের লোভী হইয়াছিলেন ; কিন্তু ভগবৎকৃপায় এখন তাঁহার স্বরূপে যে গোপবধূবিট ব্রহ্মের নিত্যদাসীত্ব আছে, তাহা প্রকাশিত হইল। শিহ্লনমিশ্র কৃষ্ণবেণ্বা নদীর ধারে এক রাজার পুত্র ছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া সেই রাত্রে বেশ্যা চিন্তা-মণির ঘরে সাপকে রজ্জুভ্রমে আশ্রয় করিয়া ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেশ্যা মনে করিয়াছিল, একে শ্রাদ্ধের দিন, তা'রপরে এত দুর্যোগ, সেই দিন আর বিল্বমঙ্গল কিছুতেই বেশ্যাবাড়ী আসিবেন না। কিন্তু বিল্বমঙ্গল সেই সমস্ত বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া যেই দিকে তাঁহার প্রাণের টান, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অত্যন্ত ভোগা-শক্তির প্রতিক্রিয়ার পর ত্যাগ-মূলা অহংগ্রহোপাসনার যে একটা প্রবৃত্তি হয়, তাহার আদর্শ বিল্বমঙ্গলের জীবন দেখাইয়াছিল। কিন্তু যাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাঁহার যদি এই সময়ে ভগবান্ বা ভগবানের কোন নিজ-জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তবেই একমাত্র

জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। বিল্বমঙ্গল অদ্বৈতবীথি আশ্রয় করিবার পর কোন অজ্ঞাত সুকৃতিফলে গোপবধূবিটের সেবাকে 'অহংগ্রহোপাসনা হইতে শ্রেষ্ঠ' বলিয়া বুঝিতে পারিয়া ঐ অদ্বৈতবাদকে চিরতরে বিসর্জ্জন করিলেন। সেই গোপবধূ-লম্পট কৃষ্ণ দশ-এগার-বৎসরের বালক-মাত্র ; যখন অন্যলোকে দেখে, তখন দেড়া বয়স হইয়া যায়। পৌগণ্ড অবস্থায়ও সে কিশোর। অপ্রাকৃত কি না, অচিন্ত্যভেদাভেদ কি না, তাই তাঁহার পরিচয়—'বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ ব্রহ্ম' নহে, কিন্তু বসন-চোর, নবনীত-চোর, অত্যন্ত দুর্নৈতিক! এতদূর দুষ্ট যে, সেই সন্ন্যাসী-গিরি ঘুচাইয়া দিতে পারে! বিশ্বামিত্রের মত মেনকা-দর্শনে পতিত হইয়া যাওয়া সন্ন্যাসীর মত নহে, অত্যন্ত কঠোর সন্ন্যাসীগিরিকেও সে ঘুচাইয়া দিতে পারে। ইহা পরম মুক্ত-অবস্থার কথা। সেই ছোঁড়াটা একটা শঠ। "কেনাপি"—বলিতে চাহি না, সেটা কে! গোপীদিগের সঙ্গে কেবল লুকোচুরি খেলে। বিল্বমঙ্গল তাঁহারই সেবিকা হইলেন। মস্ত সন্ন্যাসী হওয়া, মহাবাক্য উচ্চারণ করা, সমস্তই কচুপোড়া খাইয়া গেল। বেশ্যা-ভোগকরা, শ্রাদ্ধ করাও ঘুচিয়া গেল। যখন দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার আত্মা গোপীর আনুগত্যে কৃষ্ণভজন-ব্যতীত আর কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে না, তখনই তিনি বলিলেন—"চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ। যৎপাদকল্পতরুপল্লব-শেখরেষু লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥"

মথুরা-মাহাত্ম্য :—"শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা বদনে মথুরা

হৃদয়ে মথুরা। পুরতো মথুরা পরতো মথুরা মধুরা মধুরা মধুরা মধুরা॥” ভগবান্ শ্রীশ্রীল গৌরসুন্দর ব্রজের দ্বাদশবন-ভ্রমণ-লীলা-প্রকাশ-কালে সর্ব্বপ্রথমে মথুরা হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়াছিলেন। যথা—“মথুরা নিকটে আইলা, মথুরা দেখিয়া। দণ্ডবৎ হঞা পড়ে, প্রেমাবিষ্ট হঞা॥ মথুরা আসিয়া কৈলা বিশ্রামতীর্থে স্নান। জন্মস্থানে কেশব দেখি' করিলা প্রণাম॥ প্রেমাবেশে নাচে গায়, সঘনে হুঙ্কার। প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' লোকে চমৎকার॥** যমুনার চব্বিশ-ঘাটে প্রভু কৈল-স্নান। সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥ স্বয়ম্ভূ, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর। মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখিলা বিস্তর॥ (চৈঃ চঃ ম ১৭ পঃ)

বিভিন্ন পুরাণাদিতে মথুরা-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, যথাঃ—আদিবারাহে ; অনুবাদঃ—“আমার এই মথুরামণ্ডল বিংশতি-যোজন-পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মধ্যে যেখানে সেখানে স্নান করিয়া লোক সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয়॥ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ বিনষ্ট হয়, বজ্রপাতে পর্ব্বত যেরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, গরুড়দর্শনে সর্পকুল এবং সিংহ দর্শনে মৃগগণ যেরূপ বিনাশ-প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মথুরাদর্শনে ক্ষণকালে পাপসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে হরগৌরীসংবাদেঃ,—“ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ-সকল তৃণরাশিকে যেমন দগ্ধ করে ; তদ্রূপ মথুরাপুরী মহাপাতকরাশিকে দহন করে। বহুজন্ম ব্যাপিয়া অন্যত্র সঞ্চিত পাপসকল মথুরায় নিবৃত্ত হইয়া যায়। আর মথুরাতে

উৎপন্ন পাপ ক্ষণমাত্রকালে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। হে মহাদেবি! লোকে যে প্রারব্ধ কর্ম্ম অন্য স্থানে দশবৎসরেতে ভোগ করিয়া-থাকে, সেই পাপ তাহারা মথুরামণ্ডলে দশদিনে ভোগ করিয়া থাকে।" "যাহার মথুরা-দর্শনের ইচ্ছা জন্মিয়াছে, কিন্তু মথুরা দেখিতে পায় নাই, যেখানে সেখানে মৃত তাদৃশ মথুরা-দর্শনেচ্ছু ব্যক্তির মথুরাতে জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে।" "চণ্ডাল, পুক্কস, স্ত্রীলোক এবং প্রাণিহিংসারত ব্যক্তির মথুরায় পিণ্ডদানের দ্বারা পুনর্জ্জন্ম হয় না।" "হে দেবি! মথরামণ্ডল মধ্যে কোন প্রণালী, ইষ্টকোপরি, শ্মশানে, আকাশে, মঞ্চোপরি অথবা অট্টালিকায় মৃত ব্যক্তি অবশ্যই মুক্তি প্রাপ্ত হয়।" "স্ত্রীলোক, ম্লেচ্ছ, শূদ্র, পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি যাহাদের মথুরায় মৃত্যু হয়, তাহারাও পরমগতি লাভ করে। যাহারা মথুরামণ্ডলে সর্পদষ্ট, হিংস্রজন্তু-দ্বারা হত, অগ্নি ও জলদ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত, অথবা অন্যপ্রকারেও অপমৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহারা সকলে হরিধামে গমন করিয়া থাকে॥" "সেই নিত্যধাম পদ্মাকার, বিষ্ণুচক্রের উপর অবস্থিত মথরামণ্ডল নিত্যকাল সেই বিষ্ণুচক্রের উপরেই বিরাজিত॥" "ওঁ"কার সদৃশ মথুরার আদিতে "ম"কার মহারুদ্রের সংজ্ঞা, মধ্যে "থ্" কারে বিষ্ণুর সংজ্ঞা ও অন্তে আকারান্ত 'র' (রা) ব্রহ্মার সংজ্ঞা। এইরূপে মথুরা শব্দের নিষ্পত্তি। এই কারণে মথুরা সত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম। সেই মথুরা ব্রহ্মাদি তিন দেবতার মিলিত মূর্ত্তিরূপে সদা অবস্থিত।" "মুক্তিই অন্য সকল পুণ্যধামের মহাফল। কিন্তু তাদৃশ মুক্তগণের প্রার্থণীয় হরিভক্তি মথুরায় লভ্য হয়। যে সকল

মনুষ্য ত্রিরাত্রও মথুরায় বাস করে, হরি তাঁহাদিগকে মুক্তগণেরও দুর্ল্লভ প্রেমানন্দ অবশ্য প্রদান করেন॥" "অহো! নারায়ণ-ধাম বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ মথুরা ধন্য, যথায় একদিন বাস করিলে শ্রীহরির পাদপদ্মে ভক্তি উৎপন্ন হয়॥" "যে-সকল ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ভগবান্ কেশবের জন্মগৃহে একবারও প্রবিষ্ট হয়, তাহারা নিত্য ও পরমবস্তু কৃষ্ণকে লাভ করেন॥"

আদিবরাহে বর্ণিত মথুরা-মাহাত্ম্য :—"এই মণ্ডলে প্রতি-পদক্ষেপে অশ্বমেধযজ্ঞের পুণ্য লভ্য হয়, এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই। অন্যস্থানে অনুষ্ঠিত পাপ, এবং জ্ঞানে বা অজ্ঞানে উপার্জ্জিত পাপ মথুরাধামে নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া যায়।" "মথুরার সমান আমার প্রিয়স্থান নিশ্চয়ই পাতালে, মনুষ্যধামে এবং অন্তরীক্ষেও নাই।" "মথুরামণ্ডলে ষাটহাজারকোটি ও ষাটশতকোটি তীর্থসংখ্যা আমি নির্দ্দেশ করিয়াছি।" "যে ব্যক্তি মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য ধাম বা স্থানে অনুরাগ প্রদর্শন করে, সেই মূঢ় জন আমার মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করে।" "যাহারা মাতাপিতা ও আত্মীয়গণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, যাহাদের কোন গতিই নাই, মধুপুরী তাহাদের সকলের গতি। মথুরা সার হইতেও সারতর এবং গুহ্যসকলের মধ্যে উত্তম গুহ্য স্থান। মথুরা-গত্যান্বেষণকারিগণের পরমা গতি হয়।" "মথুরাতে আমি সর্ব্বদা অবস্থান করি, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধাম ত্রিলোকে নিশ্চয়ই নাই।" "যোগী ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মার যে গতি হয়, মথুরায় প্রাণত্যাগকারীরও সেই গতি লাভ হইয়া থাকে। মথুরাধামে পুণ্যস্থানাদিতে, গৃহে, চত্বরে, পথে—যে

কোন স্থানে মৃতব্যক্তি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করে—অন্যথা হয় না। এই পৃথিবীতে কাশী ইত্যাদি পুরীর মধ্যে মথুরাই শ্রেষ্ঠা। তথায় ব্রহ্মচর্য্যপালন, মৃত্যু ও দাহ যাহাদের হয়, মথুরা তাহাদের সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়ের বিধান করিয়া থাকেন। যে-সকল কৃমিকীটপতঙ্গাদির মথুরায় মৃত্যু হয়, যে-সকল বৃক্ষ তীর হইতে পতিত হয়, তাহারাও মোক্ষরূপ পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।" "যেহেতু বিভু ঈশ্বরও যে ক্ষেত্রের গুণরাশি বলিতে সমর্থ নহেন, সেই মথুরা নিশ্চয়ই বিধাতার অন্য এক বিপরীত সৃষ্টিবিশেষ।" "যদি কোন লোক ভগবৎপ্রেমরূপ পরমসিদ্ধি এবং ভববন্ধন হইতে মুক্তি ইচ্ছা করেন, তিনি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা মথুরা-মহিমা কীর্ত্তন করুন॥"

বায়ুপুরাণে বর্ণিত মথুরা-মাহাত্ম্যঃ—"চল্লিশ যোজন-ব্যাপিনী মথুরা অবস্থিত। প্রত্যক্ষ ভগবান্ হরি তথায় স্বয়ং সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

স্কন্দপুরাণে যথা—"ভারতবর্ষে অন্যত্র ত্রিশ সহস্র ও ত্রিশ শত বৎসর বাস করিয়া যে ফল লভ্য হয়, লোকে মথুরা স্মরণ করিয়া সেই ফল প্রাপ্ত হয়।" "কালক্রমে পৃথিবীস্থ ধুলিকণার গণনা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু মথুরামণ্ডলে যে সকল তীর্থ আছে তাহাদের সংখ্যা হয় না।" "যে-স্থানে ত্রৈলোক্যের প্রকাশক গোবিন্দ এবং গোপীগণ বিরাজ করিতেছেন, সেই মথুরাপুরীতে বাস কর। রে রে সংসারমগ্ন বিষয়ী! যথার্থ শিক্ষা শ্রবণ কর। যদি নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাইতে ইচ্ছা কর, তবে মধুপুরে বাস কর।" "যে লোক মথুরা ধাম লাভ করিয়াও অন্য স্থানের প্রতি

স্পৃহা করে, সেই দুষ্টবুদ্ধি জনের আবার জ্ঞান কি? সে-ব্যক্তি অজ্ঞান দ্বারা বিমোহিত।” “যে মথুরায় ক্ষেত্রপাল মহাদেব সর্ব্বদা বিরাজিত, যথায় বিশ্রামঘাট-নামক তীর্থ, তথায় কোন্ ফল দুর্ল্লভ? সেই মথুরা ভোগিগণের ত্রিবর্গদায়িকা, মোক্ষকামিগণের মোক্ষদায়িনী, ভগবৎসেবাভিলাষিগণের ভক্তিপ্রদা। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তির সেই মথুরা আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।” “যাঁহারা মথুরা এবং মথুরাধিপতিকে স্মরণ করেন, তাঁহারা সর্ব্বতীর্থের ফল এবং পরব্রহ্ম শ্রীহরিতে ভক্তি লাভ করেন।”

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে ;—“যে মধুবনে শত্রুঘ্ন মধুরাক্ষসের পুত্র মহাবলী লবণ রাক্ষসকে বধ করিয়া মথুরা-নামক পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মথুরা পুরীতেই হরিপরায়ণ দেবদেব মহাদেবের অবস্থান। তিনি সেই সর্ব্বপাপহারী তীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন।”

আদিপুরাণে বর্ণিত আছে ;—“মথুরাবাস বহু পুণ্য, দান, তপস্যা, জপ ও বিবিধ যাগের দ্বারাও লভ্য হয় না। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই লভ্য হয়। তদ্ব্যতীত কেহই তথায় ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে পারে না।”

সৌরপুরাণে বর্ণিত আছে ;—“এই পৃথিবীতে ত্রিলোক-বিখ্যাত কৃষ্ণপাদরজোমিশ্রিত বালুকাদ্বারা পবিত্র পথশোভিত প্রসিদ্ধ মথুরা ধাম আছেন।” “মথুরার ধুলিস্পর্শে লোক জন্মহেতুক সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়॥” “আমি মথুরায় যাইব, বাস করিব—এইরূপ সঙ্কল্প যাঁহার হয়, সেও সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে॥”

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণিত আছে ; ঃ—"যেসকল লোক মথুরায় দেবকীনন্দন ভগবান্ অচ্যুতকে দর্শন করে, তাহারা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় এবং কখনও তথা হইতে পতিত হয় না। যেব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে কৃষ্ণের যাত্রা-উৎসব করেন, তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন।" ভাঃ৪।৮।৪২—"বৎস ধ্রুব ! তুমি যমুনার তীরে সেই পবিত্র ও পুণ্য মধুবনে যাও, যথায় শ্রীহরির নিত্য সান্নিধ্য রহিয়াছে।"

অর্দ্ধচন্দ্রস্থান-মাহাত্ম্য ;— আদিবরাহে,— "মথুরাধামে মধ্যস্থলে যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার স্থান অবস্থিত আছে, তথায় বাসকারী লোকমাত্রই নিঃসন্দেহে মুক্তি লাভ করে। যে-ব্যক্তি সংযতাহারী হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রে স্নান করে, সেই ব্যক্তিই অক্ষয় লোকসকল প্রাপ্ত হয়—সন্দেহ নাই। যাহারা অর্দ্ধচন্দ্রে প্রাণত্যাগ করে, তাহারা বৈকুণ্ঠে গমন করে। যাহারা অর্দ্ধচন্দ্রে স্নানদানাদিক্রিয়া করিয়াছে, তাহারা অন্যত্র মরিলেও দাহাদি অন্ত্যেষ্টিকার্য্য ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ করিবে। যে মৃত-দেহধারী জনের অস্থিসকল যাবৎকাল অর্দ্ধচন্দ্রে থাকে, সে ব্যক্তি পাপী হইলেও তাবৎকাল ব্রহ্মলোকে পূজ্য হইয়া থাকে॥"

মথুরা-মণ্ডলের সীমা ; ঃ—"যাযাবর" হইতে "শৌকরী-বটেশ্বর" পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যাযাবর বিপ্রের নামানুসারে স্থানটীর নাম 'যাযাবর' হইয়াছে। আদি শূকরের নাম হইতে 'শৌকরী' নাম হইয়াছে। তথায় 'বটেশ্বর শিব' সর্ব্বপূজ্য হইয়া বিরাজমান। সেখানে 'বরাহদশন হ্রদ' আছে। এ-সকল স্থান শ্রীশূরসেনের রাজ্য ছিল।" পদ্মপুরাণে যমুনামাহাত্ম্যে বর্ণিত

আছে,—"অপ্সরার সেই রম্য স্থান, যেখানে যাযাবর নামক এক তপস্বী জিতেন্দ্রিয় বিপ্র পুরাকালে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের বশীভূত হন। ইন্দ্রের অভিশাপ-অগ্নিতে ক্লিষ্ট, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কঠোর তপঃকারী সেই যাযাবরকে জলকণাদ্বারা স্পর্শপূর্ব্বক পাতক হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই যাযাবর বিপ্র পুনরায় পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া শৌকর-পুরীতে উপস্থিত হইলেন। যথায় ভগবান্ আদিবরাহদেব প্রলয়জলনিমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই শৌকরী-পুরীর বর্ত্তমান নাম 'শূকরতল'। ইহার মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি-ক্রোশবিস্তৃতা দ্বাদশবনশোভিতা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী মথুরা-দেবী বিদ্যমান।"

"মানব জৈষ্ঠমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে মথুরায় স্নানপূর্ব্বক সংযত হইয়া শ্রীআদিকেশবকে দর্শন করিয়া পরমগতি লাভ করেন। পৃথিবীতে যত তীর্থ, সমুদ্র ও সরোবর আছে, তৎসমস্ত হরি-শয়নকালে মথুরায় গমন করিয়া থাকেন।" মধু দৈত্যকে বধ করার জন্য প্রথমে মথুরাপুরী দ্রষ্টব্য। কর্ণমল-স্বরূপ মধুদৈত্য বধ না হইলে তথায় অভিন্ন হরি শ্রীহরিনাম প্রবেশ করেন না।

শ্রীমন্মথুরা-মাহাত্ম্য-কথনে শ্রীরূপ,—"মুক্তের্গোবিন্দভক্তে-র্বিতরণচতুরং সচ্চিদানন্দরূপং, যস্যাং বিদ্যোতি-বিদ্যাযুগলমুদয়তে তারকং পারকঞ্চ। কৃষ্ণস্যোৎপত্তিলীলা-খনিরখিল-জগন্মৌলি-রত্নস্য সা তে, বৈকুণ্ঠাদ্ যা প্রতিষ্ঠা প্রথয়তু মথুরা মঙ্গলানাং কলাপম্॥ ১॥ অর্থাৎ—শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিরূপ মুক্তি বিতরণে নিপুণ তারণকারী ও ভবসিন্ধু পারকারী বিদ্যাদ্বয়

যাহাতে শোভিত এবং নিখিল জগন্মণ্ডলের শিরোরত্ন শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাদি লীলার স্থানে, সেই বৈকুণ্ঠৈকমান্যা শ্রীমথুরাপুর তোমার কুশলসমূহ বিস্তৃত করুন ॥ ১ ॥

কোটীন্দুস্পষ্ট-কান্তী রভস-যুত-ভরক্লেশযোধৈরযোধ্যা, মায়া-বিত্রাসিবাসা মুনিহৃদয়মুষো দিব্যলালাঃ স্রবন্তী। সাশীঃ কাশীশমুখ্যামরপতিভিরলং প্রার্থিতদ্বারকার্য্যা বৈকুণ্ঠো-দ্গীতকীর্ত্তির্দিশতু মধুপুরী প্রেমভক্তিশ্রিয়ং বঃ ॥ ২ ॥ অর্থাৎ—যাঁহার কান্তি কোটিসংখ্যক চন্দ্র হইতেও উৎকৃষ্ট এবং সাতিশয় বেগবান্ সংসারের অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশরূপ যোদ্ধাগণও যাঁহাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম নহে, অর্থাৎ—যথায় বাস করিলে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং যে পুরীর বাস-মাহাত্ম্যে মায়াবী দেবগণও ত্রাসযুক্ত হয়। এবং শুক শৌনকাদি মুনিগণের চিত্তহারিণী কৃষ্ণলীলা যাঁহার নিত্যসিদ্ধ, এবং উপাসকদিগের কামনাকে যিনি প্রসূত করেন, এবং শিবাদি দেবতাগণও যে নগরে প্রতিহারী-কার্য্য অভিলাষ করেন, এবং বরাহদেবও যাঁহার কীর্ত্তি গান করিয়াছেন, সেই মথুরাপুরী তোমাদিগের প্রেমভক্তি প্রদান করুন ॥ ২ ॥

বীজং মুক্তিতরোরনর্থপটলী-নিস্তারকং তারকং, ধাম প্রেমরসস্য বাঞ্ছিতধুরাসংপারকম্। এতদ্‌যত্র নিবাসিনামুদয়তে চিচ্ছক্তিবৃত্তিদ্বয়ং মাথ্নতু ব্যসনানি মথুরাপুরী সা বঃ শ্রিয়ঞ্চ ক্রিয়াৎ ॥ ৩ ॥ অর্থাৎ—মুক্তিবৃক্ষের বীজস্বরূপ ও অনর্থ পরম্পরার নিস্তারকারী, এবং সমূহ অমঙ্গল হইতে রক্ষক এবং প্রেমরসের আস্পদ স্বরূপ, এবং সকল কামনা পূর্ণকারী, এই

শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময় চিচ্ছক্তি যুগল যাহাতে নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে, সেই শ্রীমথুরাপুরী তোমাদিগের লিঙ্গশরীর পর্য্যন্ত পাপরাশির ধ্বংস করুন ও প্রেমভক্তিবিধান করুন ॥ ৩ ॥

অদ্যাবন্তি পতদ্ গ্রহং কুরু করে মায়ে শনৈর্বীজয়, ছত্রং কাঞ্চি গৃহাণ কাশি পুরতঃ পাদূযুগং ধারয়। নাযোধ্যে ভজ সম্ভ্রমং স্তুতিকথাং নোদগারয় দ্বারকে দেবীয়ং ভবতীষু হন্ত মথুরা দৃষ্টি-প্রসাদং দধে ॥ ৪ ॥ —অর্থাৎ—হে অবন্তি! তুমি অদ্য পিক্‌দান হস্তে গ্রহণ কর; হে মায়াপুরি (হরিদ্বারের)! তুমি চামর ব্যজন কর; হে কাঞ্চি! তুমি ছত্র গ্রহণ কর; হে কাশি! তুমি অগ্রে পাদুকাদ্বয় ধারণ কর; হে অযোধ্যে! তুমি আর ভীত হইও না; হে দ্বারকে! তুমি অদ্য স্তুতিবাক্য প্রকাশ করিও না; যেহেতু কিঙ্করী স্বরূপ তোমাদিগের প্রতি প্রসন্না হইয়া এই মথুরা অদ্য মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের রাজমহিষী হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে;—"তীর্থপর্য্যটনকালে অদ্বৈত-গোসাঞি। দেখি' মথুরার শোভা ছিলা এই ঠাঞি ॥ মথুরায় অন্যদেশী এক বিপ্রাধম। বৈষ্ণবে নিন্দয়ে সদা—এ তা'র নিয়ম ॥ পণ্ডিতাভিমানী দুষ্ট সকল প্রকারে। মথুরার শিষ্ট লোক কাঁপে তা'র ডরে।। এক দিন প্রভু-অদ্বৈতের সন্নিধানে। করয়ে বৈষ্ণবনিন্দা দুঃসহ শ্রবণে।। শুনি' অদ্বৈতের ক্রোধাবেশ অতিশয়। কাঁপে ওষ্ঠাধর, রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয় ॥ মহাদর্প করিয়া কহয়ে বার বার। 'ওরে রে পাষণ্ড! তোর নাহিক নিস্তার ॥ চক্র লইয়া হাতে এই দেখ বিদ্যমান। তোর মুণ্ড কাটিয়া করিব

খান খান'॥ এত কহিয়াই প্রভু চতুর্ভুজ হৈলা। দেখি' বিপ্রাধম ভয়ে কাঁপিতে লাগিলা॥ করজোড় করিয়া কহয়ে বার বার। 'যে উচিত দণ্ড প্রভু করহ আমার॥ দুঃসঙ্গ-প্রযুক্ত মোর বুদ্ধিনাশ হৈল। না জানি' বৈষ্ণবতত্ত্বে অপরাধ কৈল॥ কৈনু অপরাধ যত সংখ্যা নাই তার। মো হেন পাষণ্ডে প্রভু করহ উদ্ধার'॥ এত কহি' বিপ্রাধম করয়ে রোদন। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রভু কৈলা সম্বরণ॥ দেখিয়া বিপ্রের দশা দয়া হৈল মনে। অনুগ্রহ করি কহে মধুর বচনে॥ 'কৈলা অপরাধ মহানরক ভুঞ্জিতে। এবে যে কহিয়ে তাহা কর সাবহিতে॥ আপনাকে সাপরাধ হৈয়া সর্ব্বক্ষণ। সর্ব্বত্যাগ করি' কর নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥ প্রাণপণ করি' সন্তোষি বৈষ্ণবেরে। সদা সাবধান হ'বা বৈষ্ণবের দ্বারে॥ ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে নিযুক্ত হইবে। দেখিলে যে মূর্ত্তি তাহা গোপনে রাখিবে'॥ ঐছে কত কহি' প্রভু গেলেন ভ্রমণে। বিপ্র মহামত্ত হৈলা শ্রীনাম-কীর্ত্তনে॥ মথুরায় বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে গিয়া। করয়ে রোদন মহাদৈন্য প্রকাশিয়া॥ দেখিয়া বিপ্রের চেষ্টা বৈষ্ণব সকল। প্রসন্ন হইয়া চিন্তে বিপ্রের মঙ্গল॥ কেহ কহে—অকস্মাৎ আশ্চর্য্য দেখিয়ে। কেহ কহে—আছয়ে কারণ, নিবেদিয়ে॥ মথুরায় আসি' এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ। ছিলেন গোপনে—তাঁ'র তেজ সূর্য্যসম॥ বিচারিনু—সে ঈশ্বর মনুষ্য আকার। তাঁ'র অনুগ্রহে বিপ্র হৈল এ প্রকার॥ দেখিয়া বিপ্রের ভক্তি ঐছে কত কয়। এ স্থান দর্শনে ভক্তিরত্নলভ্য হয়॥

বন-ভ্রমণ—অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার

ঔদার্য্যময়ী লীলায় তাঁহারই মাধুর্য্যময়ী লীলার ভজনের গুপ্ত রহস্যময়ী ব্রজ-ভজনের প্রণালী দ্বাদশ বনভ্রমণ-লীলায় যে অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত-সকল প্রকাশ ও ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহারই মনোঽভীষ্ট প্রচারকপ্রবর শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের পার্ষদপ্রবরের কৃপায় যাহা প্রকটিত হইয়াছে, তাহারই এক কণ প্রকাশের প্রয়াস হইতেছে।

শ্রীগৌরসুন্দর বন-ভ্রমণ-লীলার প্রথমেই মথুরা হইতে আরম্ভ করিলেন। বদ্ধজীবের মঙ্গলের একমাত্র রাস্তাই কর্ণ-পথ, তাহার প্রধান শত্রু—কর্ণমল-রূপে বিমুখ জীবের কর্ণে দ্বাররুদ্ধ করিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণবার্ত্তা প্রবেশের পথে মহাদৌরাত্ম্য করিতেছে। তাই প্রথমেই সেই কর্ণমল মহাশত্রু 'মধুদৈত্য' বধ না হইলে ব্রজের বার্ত্তা ব্রজরাজকুমারের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়ী পরমস্বতন্ত্র বিলাসের অভিন্ন নামরূপী সিদ্ধান্তসমন্বিত বাণীর প্রবেশের অবাধগতি ও আদরময়ী সম্বর্দ্ধনার একমাত্র পন্থা পরিষ্কার করিতে মথুরা পরিক্রমার ব্যবস্থা করিলেন।

বিশ্রামঘাটের উত্তর ও দক্ষিণদিকে যথাক্রমে বারটী করিয়া চব্বিশটী ঘাট বিদ্যমান। উত্তরদিকের বারটী ঘাটকে "উত্তরকোট" এবং দক্ষিণদিকের বারটী ঘাটকে "দক্ষিণকোট" বলে। বিশ্রাম-ঘাটের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী দ্বাদশ ঘাট যথা,—(১) অবিমুক্ত, (২) অধিরূঢ়, (৩) গুহ্য, (৪) প্রয়াগ, (৫) কঙ্খল, (৬) তিন্দুক (বাঙ্গালীরা এই ঘাটের নিকটে আসিয়া বাস করিতেন বলিয়া ইহা 'বাঙ্গালীঘাট' নামে প্রসিদ্ধ), (৭) সূর্য্যঘাট বা গড়ওয়ালাঘাট, (৮) বটস্বামী, (৯) ধ্রুবঘাট,

(১০) ঋষি-তীর্থ, (১১) মোক্ষতীর্থ এবং (১২) বোধতীর্থ।

অবিমুক্ত তীর্থ হইতে গমন করিলে পর্য্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্থান-সমূহ পাওয়া যায়। সুমঙ্গলাদেবী, গতশ্রমদেব, বীরভদ্র মহাদেব, শ্রীশত্রুঘ্ন, কংসনিকন্দন (কংস-ভবন), দেবকী-নন্দন, বৎসকূপ (হোলি-দরজার বাহিরে), রঙ্গেশ্বর মহাদেব (বা সিদ্ধমুখ রুদ্র), সপ্তসমুদ্র-কূপ, শিবতাল, বলভদ্রকুণ্ড ও শ্রীবলদেব, ভূতেশ্বর মহাদেব, জ্ঞানকরবী, পোত্‌রাকুণ্ড, শ্রীজন্মস্থান বা যোগপীঠ, শ্রীকেশবদেব।

প্রয়াগ-ঘাটে বেণীমাধবের একটী মন্দির বিদ্যমান। সূর্য্যতীর্থে বিরোচন-পুত্র বলি ভগবদ্ভজন করিয়াছিলেন। বটস্বামীতীর্থে "বটস্বামী" সূর্য্যের অবস্থান। ধ্রুবতীর্থ উত্তানপাদ-নন্দন ধ্রুবের তপস্যার স্থান। ধ্রুবতীর্থের পশ্চাতে যে ধ্রুব-টীলা, তথায় ধ্রুব তপস্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ। তাহার দক্ষিণে ঋষিতীর্থ, ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়স্থান। এ স্থানে স্নান করিলে কৃষ্ণভক্তিলাভ হয়। ভক্তিরত্নাকরে অধিরূঢ়-তীর্থের নাম পাওয়া যায় না। কোটি ও বোধি-তীর্থ দুইটী পৃথক্ পৃথক্ তীর্থরূপে বর্ণিত আছে। কোন কোন গ্রন্থে কোটীতীর্থের নামান্তরই বোধি-তীর্থ বলিয়া দৃষ্ট হয়। পৃথগ্‌ভাবে অধিরূঢ় তীর্থের নামও পাওয়া যায়। কোন কোন মতে কোটীতীর্থ 'রাবণকুঠি' বলিয়া উল্লিখিত হয়। প্রবাদ ইহা রাবণের তপস্যা-স্থান।

বিশ্রামতীর্থের উত্তরদিকে নিম্নলিখিত দ্বাদশটী ঘাট বিদ্যমান আছে,—(১) মণিকর্ণিকা, (২) অসিকুণ্ড (৩) সংযমনতীর্থ

অপর নাম স্বামীঘাট বা বাসুদেব ঘাট, (৪) ধারাপতন-তীর্থ, (৫) নাগতীর্থ, (৬) বৈকুণ্ঠঘাট, (৭) ঘণ্টাভরণ-ঘাট, (৮) সোমতীর্থ (নামান্তর গো-ঘাট), (৯) কৃষ্ণগঙ্গা, (১০) চক্রতীর্থ, (১১) বিঘ্নরাজ-ঘাট, (১২) দশাশ্বমেধ-ঘাট।

ভক্তিরত্নাকরে এইরূপ,—(১) নবতীর্থ (অসিকুণ্ডের উত্তরে), (২) সংযমন তীর্থ, (৩) ধারাপতন-তীর্থ, (৪) নাগতীর্থ, (৫) ঘণ্টাভরণ-তীর্থ, (৬) ব্রহ্মতীর্থ, (৭) সোমতীর্থ, (৮) সরস্বতী-পতন-তীর্থ, (৯) চক্রতীর্থ, (১০) দশাশ্বমেধ-তীর্থ (এখানে ঋষিগণ কৃষ্ণের পূজা করিয়াছিলেন), (১১) বিঘ্নরাজ-তীর্থ, (১২) কোটীতীর্থ। চক্রতীর্থে প্রায় ৭০ ফিট উচ্চ অম্বরীষ-টিলা। এ স্থানে ভগবান্ বিষ্ণু দুর্ব্বাসার প্রতি সুদর্শন-চক্র সঞ্চালিত করিয়া নিজ-ভক্ত অম্বরীষের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন।

বিশ্রাম-ঘাটের উত্তর দিক হইতে কতকটা পর্য্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ পাওয়া যায়,—শ্রীগতশ্রম-বিগ্রহ, শ্রীবরাহদেব, শ্রীপদ্মনাভ-জীউ, শ্রীবিহারী-জীউ, শ্রীমথুরাদেবী, শ্রীদীর্ঘবিষ্ণু, শ্রীকেশবদেব, শ্রীগল্‌তেশ্বর-মহাদেব, কুব্জাকূপ, মহাবিদ্যেশ্বরী, মহাবিদ্যাকুণ্ড, সরস্বতী-কুণ্ড, মহালক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি।

প্রথমেই বিশ্রামঘাটে স্নান,—সাধক মঙ্গলকামী হইয়া পার্থিব যত প্রকার সাধনচেষ্টায় শ্রান্ত হইতেছে, কোথাও আশ্রয় না পাইয়া একমাত্র বিশ্রামের স্থান এই মহাতীর্থে অবগাহনের ব্যবস্থা। শ্রীভগবানের শ্রমই নাই, যাহার জন্য

বিশ্রামের আবশ্যক হইতে পারে। মায়া-পীড়নে পীড়িত ও ত্রিতাপে তপ্ত জীবের আশ্রয়, শ্রীদেবকী দেবীর বাক্যে ইঙ্গিত পাইয়া সৌভাগ্যবন্ত জন এই বিশ্রামতীর্থ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মধৌত মহাতীর্থরাজের আশ্রয়ে আসিয়া বিশ্রামলাভের ইঙ্গিত পান। ভাঃ ১০।৩। ২৭—"মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ। ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য সুস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥" অর্থাৎ—"এই মর্ত্ত্যলোক মৃত্যুরূপ সর্প-ভয়ে ভীত এবং ব্রহ্মাদি যাবতীয় লোকে আশ্রয় লাভের জন্য ধাবমান্ হইয়াও নির্ভয় হয় নাই। অদ্য যদৃচ্ছাক্রমে মহৎকৃপালব্ধ ভক্তিবলে আপনার পাদপদ্মের আশ্রয়লাভ করিয়া সুস্থভাবে অবস্থান করিতেছে এবং এই মর্ত্ত্যলোক হইতে মৃত্যু দূরে পলায়ন করিতেছে।" অতএব এই বিশ্রাম-তীর্থে স্নাত ব্যক্তিই ভক্তিসাধনে তৎপর হইতে পারেন। "শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ"। শ্রীপদ্মপুরাণ-বচন—"যাহার হৃদয়দেশ শোক ও ক্রোধে পরিপূর্ণ, তথায় কিরূপে মুকুন্দের স্ফূর্ত্তির সম্ভবনা হইবে?" বিশ্রামতীর্থে অবগাহন করিলে শোক-ক্রোধাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া ক্রমশঃ যমুনার চিদ্বিলাসবারিতে কৃষ্ণসেবার মাধুর্য্যাস্বাদন-সেবায় অধিকার হইতে পারে। বিশ্রামঘাটে স্নানান্তে দক্ষিণদিকে প্রথমেই 'অবিমুক্ততীর্থ'; তথায় মুমুক্ষুগণ মুক্তিলাভের পর অপরিত্যক্ত ও অপরিত্যজ্য তীর্থে যে সন্ধান পাইয়া মুক্তগণের যে চিদ্বিলাস-সেবার সন্ধান; তাহার যোগ্যতালাভের চেষ্টা বিশেষভাবে উদিত হয়।

জ্ঞানমার্গে মুক্তির পর আর কোন গতি বা সেবালাভের কথা নাই। কিন্তু শ্রীমথুরা-আশ্রয়ীর মুক্তির পর বিশেষ অপরিত্যক্ত সেবার মহাসৌন্দর্য্যের সন্ধান পাওয়াই বৈশিষ্ট্য।

বেণীমাধব :—মথুরায় সর্ব্বতীর্থ অবস্থিত থাকায় কাশীর বেণীমাধব মূর্ত্তিও বিশ্রামঘাটের পার্শ্বে বিরজিত থাকিয়া সাধককে মায়াবাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশে কৃষ্ণভজনে প্রবোধিত করেন।

শ্রীশ্রীবলভদ্র বাসুদেবমূর্ত্তি—কৃষ্ণসেবোপকরণ ও ক্ষেত্র-প্রস্তুতকরণার্থে বাসুদেব কৃষ্ণাগ্রজরূপে এ স্থানে বিরাজিত।

শ্রীশ্রীমদনমোহনজী ;—ইনি শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে কৃপা করিয়া দর্শন দান করিয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছুক হন। শ্রীরূপানুগবৃন্দ সেই স্মৃতিতে শ্রীমদনমোহনদেবের কৃপালাভার্থ প্রপত্তি জ্ঞাপন করিয়া সম্বন্ধাধিদেবতার কৃপালাভে যত্ন করেন।

অধিরূঢ় :—উন্নতিপ্রাপ্ত সাধক ক্রমশঃ উন্নতস্তরের পবিত্রতা-লাভে কৃতার্থ হইয়া বৈকুণ্ঠবাসীগণেরও পূজ্য কৃষ্ণসেবার জন্য নির্ম্মলতা লাভে যত্নবান্ হন্। ক্রমশঃ ভক্তিতে গতি-বৃত্তি লাভে কৃতার্থ হন।

গুহ্যতীর্থ :—মায়াকৃত বাহ্য বহিরঙ্গাবৃত্তি হইতে ক্রমশঃ গুহ্যজ্ঞান-লাভে পবিত্র হইয়া পরমগুহ্য ভগবদ্জ্ঞানের সন্ধানার্থ কৃষ্ণভক্তের সঙ্গের জন্য লালায়িত হন।

প্রয়াগতীর্থ :—বিষ্ণুতীর্থের বিষ্ণুসেবার জন্য পবিত্রতা লাভে "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরারাধনং পরং" এর বিচারে

প্রগতি লাভ করিয়া অগ্নিষ্টোমাদি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের অধিকার প্রা
হওয়া যায়।

কনখলতীর্থ ঃ—এস্থানে ভক্তির প্রাকট্যে ক্লেশঘ্নী
শুভদার লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়।

তিন্দুকতীর্থ—এ স্থানে স্নানে ক্রমশঃ পবিত্রতা লাভে ঐশ্ব
লাভে বিষ্ণুধামে পূজিত হওয়া যায়।

সূর্য্যতীর্থ বা গড়ওয়ালা ঘাট ঃ—এ স্থানে বলিমহারা
অংশী সূর্য্যের পূজা করিয়া সমস্ত পাপাদি প্রবেশের পথরোধ
গড় বা পরিখা (বাঁধ) প্রকট করিয়া ভজনের বাধা প্রবেশে
পথ রোধ করিয়াছিলেন। অংশীভগবানের ধামে অংশীদেবগ
অবস্থান। শ্রীনৃসিংহদেবের তেজের প্রকাশস্বরূপ তে
প্রকাশ থাকায় ভজন-বাধা হইতে রক্ষিত হওয়া যায়
এ স্থানে স্নানের এই ফল।

বটস্বামিতীর্থ ;—এ স্থানে বটস্বামী নামক সূর্য্য অবস্থি
থাকিয়া স্নানকারীকে ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্য প্রদান করিয়া কৃ
সেবানুকূল্য প্রদান করেন। সূর্য্যতীর্থে ব্যতিরেকভাবে কৃ
এবং এ স্থানে অন্বয়ভাবে কৃপা প্রকাশক সূর্য্যদেবের অধিষ্ঠান

ধ্রুবতীর্থ ;—ধ্রুবমহারাজের স্নানান্তে তপারম্ভ-স্থান। স্থা
মাহাত্ম্যে অচল, নিশ্চয়, অবিচলিত দৃঢ়তা প্রদান করে
শ্রদ্ধার পরিপক্কাবস্থা—শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধায় ক্রমশ দৃঢ়তা বৃদ্ধি হ
নিকটে ধ্রুবের দৃঢ়তা-রূপ উচ্চটিলায় ও দৃঢ়শ্রদ্ধায় সে
গ্রহণকারী ও দৃঢ়তা স্থায়ী করিতে অটলগোপাল বিরাজিত।

ঋষিতীর্থ ;—স্নান-ফলে শ্রীহরিতে পরাভক্তি অবশ্যই লা

হয়। ভক্তিলাভেচ্ছু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সিদ্ধক্ষেত্র। সপ্তর্ষি এ-স্থানে তপস্যা করিয়া কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্য অবগত হইয়া কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হন।

মোক্ষতীর্থ;—স্নানফলে 'স্বরূপে ব্যবস্থিতি'-রূপ মুক্তি বা মোক্ষ অবশ্যই লাভ হয়।

কোটিতীর্থ;—(মতান্তরে 'রাবণ কুঠি' রাবণের তপস্যা-স্থান) দেবদুর্ল্লভ তীর্থ,—স্নান-দানকারী বিষ্ণুধামে পূজিত বা আদৃত হন।

বলিটিলায়;— বলিমাহারাজের তপস্যা-স্থান; তাঁহার আরাধ্য শ্রীবামনদেব-সহ তথায় বিরাজিত।

বোধিতীর্থ;—দেবদুর্ল্লভ স্থান। পিণ্ডদানে পিতৃলোক ভক্তিলাভ করেন। স্নানকারী পিতৃলোকে গমন করিয়া পিতৃলোকগণকে ভক্তি-সন্ধান-রূপ বোধ প্রদান করেন। এই দ্বাদশ তীর্থ সেবায় ভক্তিবাধক ভাব ও বিচার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া ভক্তিলাভ করিয়া যমুনার চিদ্বিলাষ-সেবায় ক্রমশঃ অধিকার লাভ করা যায়।

পরিক্রমায় গতিশীল সাধক মধ্যে কয়েকটি বিশেষ কৃপালাভে কৃতার্থ হইতে পারেন।

সুমঙ্গলাদেবী;—অভিন্ন সুভদ্রাদেবী, স্বরূপ শক্তি। শ্রীকৃষ্ণধামে বহিরঙ্গা মায়ার প্রবেশাধিকার না থাকায় তথায় স্বরূপ শক্তিরই সুমঙ্গল-ভক্তিপ্রদায়িণী—সুমঙ্গলাদেবী কৃষ্ণ-ভক্তি-স্বরূপা। তিনি কৃষ্ণভক্তি-রূপ সুমঙ্গল প্রদান করেন।

গতশ্রমদেব;—বিষ্ণু, অবতারীর ভৌমলীলায় সমস্ত বিষ্ণুগণ

শ্রীকৃষ্ণসহ আবির্ভূত হইয়া অসুর-মারণাদি কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনিই জীবের মায়া-নিস্তার ও ভজন বিরোধ-দমনে সমস্ত শ্রম শরণাগতের অপগত করিতে গতশ্রমদেব-রূপে কৃপা করেন। ভগবানের শ্রমই না থাকায় তাঁহার নিজের শ্রম-অপনোদনের কোন বিচারই আসিতে পারে না।

বীরভদ্র ;—বীররস প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার প্রদান-কারী। সাধকের হৃদয়ে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ও মায়াবাদাদি-দমনে বল প্রদান করিয়া কৃষ্ণভক্তির আনুকূল্য সাধনে মহাশক্তি দাতা। ইনি ক্ষেত্রপাল শিবমূর্ত্তি।

শ্রীশত্রুঘ্ন ;—শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ ; ইনি মধুদৈত্যের পুত্র লবণ দৈত্যকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিলাসোপযোগী সুসজ্জিত মথুরা-পুরী নির্ম্মাণ করেন। ইনি চতুর্ব্ব্যূহান্তর্গত অনিরুদ্ধ বিষ্ণু। ভগবানের বিলাস বিরোধী বৃত্তি সকল (বধ করিয়া) ধ্বংস করিয়া কৃষ্ণের বিলাসক্ষেত্র-রূপে চিত্ত মার্জ্জিত করেন।

কংসনিকন্দন ;—কংসের গৃহ। বিশুদ্ধ জ্ঞানভূমিকায় নির্ব্বিশেষবাদের দৌরাত্ম্য-রূপ কংসালয়—কৃষ্ণকৃপায় কংস-বধান্তে 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব'-রূপে পরিণত হয়।

দেবকীনন্দন ;—বসুদেব কৃষ্ণের বাৎসল্যের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ। তাঁহার কৃপায় বাসুদেবের বাৎসল্যরসে সেবার অধিকার লাভ হইতে পারে।

রঙ্গভূমি ;—প্রবেশদ্বারে কুবলয়াপীড় নামক বৃহৎ হস্তী। কংসের দ্বাররক্ষকরূপে বৃহৎকায় মহাবলশালী হস্তী—মায়ারচিত দেহধারী ও মায়িকবলে বলীয়ান, নির্ব্বিশেষবাদের রক্ষকরূপী

বৃহৎ প্রত্যক্ষবাদের মূর্ত্তি। ভগবান্ ও তৎপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেব যাহাতে সাধকের চিত্তে যাইয়া প্রাণ কুবলয়কে প্রফুল্লিত করিতে না পারেন, তাহার পীড় বা পেষণ ও দুঃখদায়কাদি প্রত্যক্ষবাদীর নির্ব্বিশেষ-পোষক মূর্ত্তি। তাহার প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ-রূপ দন্তদ্বয় উৎপাটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব তৎরক্ত বা ভক্তির আনুগত্যকারক প্রত্যক্ষও অনুমানকে অঙ্গীভূত করিয়া নির্ব্বি-শেষবাদের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া নির্ব্বিশেষবাদের প্রতীককে (কংসকে) বধ করিতে প্রচেষ্ট হন। তৎপরে চানূর মুষ্টিক অসুরদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে তদপেক্ষা দুর্ব্বল জ্ঞান করিয়া দৃঢ় শরীর ধারণ করিয়া নির্ব্বিশেষবাদকে রক্ষা করিতে তৎসভায় আস্ফালন কারী তপঃ ও আরোহবাদীর চেষ্টাকে দমন করিতে সর্ব্বব্যাপক বস্তু দীর্ঘ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে বধ করেন। তৎপরে কংসবধ-লীলা—অনায়াসে কংসের কেশ-ধারন-পূর্ব্বক তাহার আসন হইতে পাতিত করিতেই ধ্বংস হইয়া গেল। মায়াবাদীর আসনে আরূঢ়, নির্ব্বিশেষবাদ মায়াবাদ অপসারিত হইলে সচ্চিদানন্দ সবিশেষবাদের প্রকাশে তৎ-স্বরূপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। কংস-বধের পর কৃষ্ণ-কৃপালব্ধ উগ্রবলশালীর নেতৃত্বে সেই বিশুদ্ধজ্ঞানভূমিকার সেবাধিকার লাভ হইতে পারে। তৎপরে মঙ্গলময় ভূমিকায় শিবজ্ঞানের ঐক্যতানে গতিবিশিষ্ট হইয়া পুরুষোত্তমবাদে অধিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবাধিকার লাভ হয়। তদুন্নত-অবস্থান চরমগতি প্রাপ্ত সিদ্ধের দ্বারকার শ্রেষ্ঠভক্তরাজ শ্রীউদ্ধবের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় গোপীস্থলীর সন্ধান

পাইতে পারেন। তখন শ্রীবলদেবের কৃপায় তৎকপাবারিপূ
বলদেব-কুণ্ডে স্নাত হইয়া শ্রীবলদেব-স্বরূপের উপলব্ধি ও কৃপ
লাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাহাতে ভজন পথে কোন বি
উৎপন্ন হইতে না পারে, তজ্জন্য তথায় শ্রীনৃসিংহ ভগবান্ কৃপ
পূর্ব্বক ভক্তিবিঘ্ন বিনাশ করিয়া প্রকৃষ্ট আহ্লাদন-বৃত্তি
উদ্বোধনে কৃতার্থ করেন।

শ্রীভুতেশ্বর মহাদেব ;—ক্ষেত্রের পালক-রূপে স্থাবর-জঙ্গ
মাত্মক জীবকুলকে স্থিরচরবৃজিনঘ্ন শ্রীদেবকীনন্দনের সেবা
নিযুক্ত হইবার সাহায্য করিতে অবস্থান করিতেছেন।

মধ্যে পাতালেশ্বরীর মন্দির ;—শ্রীরামচন্দ্রের লীলা
কালনেমী-রূপে তদারাধ্যদেবীসহ কৃষ্ণলীলায় কংসস্বরূপে
উপাস্যা শ্রীপাতালেশ্বরী-রূপে পূজিতা হইয়া নির্ব্বিশেষবাদে
দৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত করিতে স্বরূপশক্তির আবিষ্ট হই
পূজিতা হইতেছেন।

পোত্‌রাকুণ্ড ;—যথায় দেবকীর পুত্র ছয়জনকে কংস নিধ
করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সিদ্ধ মহাত্মারও মহাজনে
দোষ-দর্শনে যে অবস্থা হয়, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ সাধকে
সাবধান করিতে ব্যাতিরক-কৃপা-প্রকাশে বিশুদ্ধজ্ঞান-ভূমি
মথুরাতে অবস্থিত।

রঙ্গেশ্বর মহাদেব ;—কংসবধকারী কে? দুইটি বিচা
উপস্থিত হইলে—কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণই কংসকে বধ করিয়াছে
কেহ বলেন শ্রীবলদেবই সকল বলের মালিক তিনিই কংসে
বল অপহরণ করিলে, কৃষ্ণ তাহাকে ভূপাতিত করেন। এই দু

প্রকারের বিচার সামঞ্জস্য করিয়া রঙ্গ করিয়া শ্রীরঙ্গেশ্বর শিব বুঝাইলেন—"উভয়েই একই তত্ত্ব, লীলাপোষণার্থে ও জীবকে কৃপা করিতে একই বস্তু দুই প্রকারে প্রকাশিত। উভয়েই বিশুদ্ধসত্ত্বায় প্রকটিত 'বাসুদেব তত্ত্ব'।

মহাবিদ্যাকুণ্ড ও সরস্বতীকুণ্ডঃ—স্নানকারী মায়াকৃত অবিদ্যাবন্ধনও অবিদ্যার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধা-সরস্বতীর কৃপালাভে "কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার" এই জ্ঞান লাভ করিয়া "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতং। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিদং ময়া" চতুঃশ্লোকীর এই জ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।

রজকবধ স্থানঃ—ভজনকারীর দুইটী প্রধান শত্রু; একটী মায়াবাদ, দ্বিতীয়—তদনুচর স্মার্ত্তবাদ। রজক স্মার্ত্তবাদের প্রতীক। রজক বস্ত্রের মলিনতা ধৌত করিয়া নানা রঙে রঞ্জিত করে। স্মার্ত্ত-বিধির নানা বিধানে ধৌত করিয়া ফল-শ্রুতির নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া ভোগরাজ্যে প্রগতি-বিশিষ্ট করিয়া ভক্তিরাজ্য হইতে চিরতরে দূরে নিক্ষেপ করে। "স্মার্ত্তবাদের জাবাই হ'ল রজক বধে"। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক স্মার্ত্তবাদ ধ্বংস ক'রে সাধককে ভক্তিরাজ্যে গ্রহণ করেন।

গোকর্ণ-মহাদেব;—ইনি মথুরার ক্ষেত্রপাল। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান যখন সাধকের বিশুদ্ধসত্ত্বায় দৌরাত্ম্য করে, সেই মায়া-বাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিতে, কর্ণে "ভাগবতী বাণী" প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন। সেই 'গো'—ভাগবতী-বাণী কর্ণে প্রদানকার্য্যে সমর্থ বা ঈশ্বর

গোকর্ণেশ্বর মহাদেব। বর্ত্তমানে ভাগবত-পাঠকগণ ভাগবত-মাহাত্ম্যও কীর্ত্তন-ফল ব্যাখ্যা করিতে "যে গোকর্ণের উপাখ্যান" বলেন, কেহ কেহ এই গোকর্ণ-মহাদেব সেই গোকর্ণের পূজিত বলিয়া থাকেন। কিন্তু নিত্য মথুরার ক্ষেত্রপালরূপে ভৌম-ধামবাসী ক্ষেত্রপাল। পরবর্ত্তিকালে ভাগবত প্রকটিত হওয়ার পর তন্মাহাত্ম্য প্রকাশকারীর পূজিত এই গোকর্ণেশ্বর কখনই হইতে পারে না।

অম্বরীষটিলা ;—সাধক সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্ববিষয় নিযুক্ত করিয়া কি প্রকারে ভগবদ্ভজন করিতে পারেন, তাহা যে শুদ্ধজ্ঞান ভূমিকার উচ্চে ভক্তিসৌধে শোভমান হইতে পারেন তাহার সাধন-চেষ্টার ভূমিকা-স্বরূপ-বিরাজিত এই অম্বরীষটিলা।

চক্রতীর্থ ;—ব্রহ্মার নেমি-চক্র যথায় পরিসমাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্র ভক্তকে ভক্তি-বাধক বৃত্তিকে তীর্থ (পবিত্র) করিয়া সর্ব্বদা সুষ্ঠুভাগবতী-দর্শন প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণধাম-দর্শনে কৃতার্থ করেন, বিশুদ্ধ জ্ঞান-ভূমিকায় বিষ্ণুর সুদর্শন প্রদানকারী এই চক্রতীর্থ কৃপাদৃষ্টি প্রদান করিতে নিত্য বিরাজিত।

কৃষ্ণগঙ্গা ;—শ্রীবামনদেবের পাদপদ্ম-নিসৃত গঙ্গা ত্রিধারায় অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে পাপ-নির্ম্মুক্ত করিয়া শুদ্ধ করেন। আর কৃষ্ণগঙ্গা—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে প্রেমধারা প্রবাহিত করিয়া বিশুদ্ধজ্ঞানভূমিকায় প্রবাহিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে প্লাবিত করিতে প্রকাশিতা।

সোমতীর্থ বা গোঘাট ;—বাণী (গায়ত্রী) চন্দ্রের ন্যায়

স্নিগ্ধ উজ্জ্বল-কিরণে আলোকিত করিয়া গো—ইন্দ্রিয়-সমূহকে সেবোন্মুখী বৃত্তিদ্বারা সেবোপযোগী করণান্তে শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে আকর্ষণ করিতে এই তীর্থে পবিত্রতা করণে বিরাজিত।

ঘণ্টাভরণ;—কৃষ্ণ-নামের বাদ্যযন্ত্রসহ কীর্ত্তনার্থে আভরণ-রূপে ব্যবহৃত করিয়া সাধককে বিশুদ্ধ জ্ঞান-ভূমিকায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে ঐক্যতান প্রদান করিতে প্রকটিত তীর্থ।

ধারাপতন;—অবরোহবাদে বিশুদ্ধজ্ঞান-ভূমিকায় বাসুদেব-তত্ত্বকে প্রতীতি করিতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণভক্তি প্রদানার্থে-বিরাজিত।

বৈকুণ্ঠঘাট;—মায়াকৃত সমস্ত কুণ্ঠা বা ভক্তিবিরোধী ভাব অপসারিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিলাসময় বিশুদ্ধ-জ্ঞান-ভূমিকার প্রকাশকারী তীর্থ।

বরাহক্ষেত্র;—সমগ্র বেদ ও বেদভূমিকা ধারণকারী শ্রীবরাহদেব এ স্থানে অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানভূমিকায় বৈদিক বিধিকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে নিত্য অবস্থিত।

বসুদেবঘাট:—এস্থানে বিশুদ্ধ সত্ত্বময় তনু প্রকটিত করিয়া বাসুদেব-ভজনে উদ্বুদ্ধ করিতে নিত্য বিরাজিত।

মহাবীর;—সাধককে ভগবৎসেবায় সাহায্যার্থে মহাবল প্রকাশ করিয়া ভগবৎসেবায় উদ্বুদ্ধ ও নিযুক্ত করিতে মহাবীরত্ব প্রকাশ করিতে প্রকটিত।

শ্রীনৃসিংহ—ভক্তের সর্ব্ববিধ বিঘ্ন বিনাশ করিয়া শুদ্ধা-সরস্বতীকে জিহ্বায় প্রকটিত করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিযুক্ত করিতে এবং সর্ব্ববিধ সেবোপকরণ প্রদানে শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে প্ররোচিত

করিতে, তথা হৃদয়ে "কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার" প্রেরণা করিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রদানার্থ সাধকের প্রকৃষ্ট আনন্দ বৃত্তিকে পোষণ করিতে বিরাজিত।

অবিমুক্ততীর্থ ;—এই তীর্থ আশ্রয় করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কখনও ত্যাগ করেন না বলিয়া এই তীর্থরাজ কৃষ্ণভক্তি-প্রার্থীর নিত্যাশ্রয়।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, দ্বাদশ অরণ্যসংযুক্তা পদ্মাকৃতি মথুরার কর্ণিকারে ভক্তিক্লেশ-নাশন শ্রীকেশবদেব বিরাজিত। পূর্ব্বপত্রে শ্রীবিশ্রান্তিদেব, পশ্চিমপত্রে গোবর্দ্ধন-নিবাসী শ্রীহরিদেব, উত্তরপত্রে শ্রীগোবিন্দদেব এবং দক্ষিণপত্রে শ্রীবরাহদেব। ইদং পদ্মং মহাভাগে সর্ব্বেষাং মুক্তিদায়কম্। কর্ণিকায়াং স্থিতো দেবি কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥ (আদিবরাহে ১৬৩।১৫)। মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।২১৫)। অষ্টদিকের প্রত্যেক দিকে তিন মূর্ত্তি করিয়া যে চব্বিশটী মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠে স্ব-স্ব ধামে নিত্য বিরাজমান, সেই মূর্ত্তি-সমূহ ব্রহ্মাণ্ডের চব্বিশটী বিভিন্ন স্থানে স্ব-স্ব ধাম-সহ অর্চ্চাবতার-রূপে নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু ব্রহ্মাণ্ডে নিত্য অধিষ্ঠিত তদেকাত্মস্বরূপ শ্রীভগবানের চব্বিশ জন অর্চ্চাবতারের নাম এবং শাস্ত্র-নির্দ্দেশমত তাঁহাদের চতুর্ভূজের অস্ত্রভেদাদি বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। যেমন নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ প্রয়াগে শ্রীমাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজ, মায়াপুরে শ্রীহরি, আনন্দারণ্যে শ্রীবাসুদেব, তদ্রূপ মথুরাতে

শ্রীকেশবের নিত্য অধিষ্ঠান। শ্রীকেশবদেবরে মন্দির পদ্মাকৃতি শ্রীমথুরার কর্ণিকারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে শ্রীকেশবদেবের শ্রীমন্দির। শ্রীকেশব—পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি। অর্থাৎ তাঁহার দক্ষিণাধঃ হস্তে পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ, বামোর্দ্ধ হস্তে চক্র এবং বামাধঃ হস্তে গদা। দক্ষিণে শ্রীলক্ষ্মী এবং বামে শ্রীসরস্বতী। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্রামতীর্থে স্নান-লীলা-প্রকাশ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থানে শ্রীকেশবদেবের দর্শন-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। যে-স্থানে প্রাচীন যোগপীঠ বা জন্ম-স্থান অবস্থিত এবং জন্ম-স্থানের উপরে যে-স্থানে কেশব-দেবের প্রাচীন মন্দির বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, আরঙ্গজেবের অত্যাচারে সে-স্থানে বাহ্য-দর্শনে মন্দিরাদির কোন অস্তিত্ব নাই। কেবল ভগ্নাবশেষ ও উচ্চভিটা-মাত্র রহিয়াছে। তাহারই অব্যবহিত সংলগ্ন স্থানে বিপুলাকার এক মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন জন্মস্থান কিংবা আধুনিক মস্‌জিদের পশ্চিম দিকে বা পশ্চাদভাগে সমতল ভূমিতে একটি ছোট দেবালয়ই পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত আদি-কেশবের মন্দির। মন্দিরের উচ্চতা অতি অল্প এবং তাহা অনেকটা দালানের আকারে গঠিত। ঐ মন্দিরের সম্মুখে একটি চত্বর, তৎপরে জগমোহন এবং গর্ভমন্দিরে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি শ্রীকেশবদেব, শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোপালদেব। কেশবদেবের এই মন্দির-ব্যতীত ইহারই দক্ষিণ-ভাগে আর একটী মন্দির রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের চূড়া নাই—গৃহের আকার। মন্দিরের মধ্যে প্রস্তরময়ী চতুর্ভুজ বাসুদেব-মূর্ত্তি, দক্ষিণে বসুদেব ও বামে

দেবকী। স্থানটী রাস্তা হইতে কিছু উচ্চ ভিটির উপর অবস্থিত। কয়েকটী সোপান অতিক্রম করিয়া প্রাকার-বেষ্টিত ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ স্থানে একটী নিমগাছ আছে। যাত্রিগণকে অনেক সময় ঐ স্থানকেই জন্মস্থান বলিয়া কেহ কেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা পুরাতন জন্ম-স্থান নহে, ইহাই অনেকে বলেন। হয় ত' অহিন্দুর মস্‌জিদের দ্বারা যোগপীঠ আচ্ছাদিত হইয়াছে, এই বিচার অনেকে গ্রহণ করিতে না পারায় তাঁহারা পৃথগ্‌ভাবে একটু দূরে এই স্থানটীকে জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু অপ্রাকৃত বিষয়কে এরূপ বাহ্য বিচারে দর্শন করিতে নাই। অপ্রাকৃতকে কখনও প্রাকৃতবস্তু স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীসীতাকে রাবণ কখনও স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দূর হইতে দর্শন করিতেও পারে না। অহিন্দু সম্রাটের অত্যাচারে বা বিধর্ম্মিগণের মস্‌জিদে কৃষ্ণের জন্মভূমি লুপ্ত হয় নাই। এই সকল অপ্রাকৃত বিচারের কথা যে-সকল প্রাকৃত-সহজিয়া বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই কৃষ্ণ-জন্মস্থলী শ্রীমথুরা এবং তদভিন্ন শ্রীগৌর-জন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর—যোগপীঠের সংলগ্ন-স্থানে অহিন্দু-সম্প্রদায়ের বাস দেখিয়া, কিম্বা শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যার যোগপীঠের সংলগ্ন স্থানে মস্‌জিদ এবং অহিন্দু-সম্প্রদায়ের কবরাদি দেখিয়া অপ্রাকৃত যোগপীঠের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলেন। বস্তুতঃ ভগবান্ জীবের শুদ্ধভক্তি-বৃত্তির প্রগাঢ়তা পরীক্ষার জন্যই এই সকল চিত্র উপস্থিত করিয়া থাকেন। পুরাতন জন্ম-স্থানের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকেই

আরঙ্গজেবের মস্‌জিদ এবং তৎসংলগ্ন ভূমিতে মহারাষ্ট্র-রাজের নির্ম্মিত গঙ্গাদেবীর মন্দির। নিকটেই একটী বিস্তৃত স্থান বহু নিম্ন পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে খোদিতাবস্থায় দৃষ্ট হয়। অনুসন্ধানে জানা গেল,—গভর্ণমেণ্টের আরকিওলজিকেল ডিপার্টমেন্ট Archæological Dept.) হইতে এই স্থানটী খনন করা হইয়াছিল এবং ইহার ভিতর হইতে অনেক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি ও নানাপ্রকার শিলালিপি (inscriptions) পাওয়া গিয়াছে। পুরাতন জন্মস্থান ও কেশবজীর মন্দির যে পল্লীতে অবস্থিত, তাহার নাম মল্লপুরা। আর আরঙ্গজেব এই স্থানের নাম দিয়াছিলেন—ইদগাঁ। কথিত আছে যে, শ্রীবসুদেব ও দেবকীকে কারাগৃহে পাহারা দিবার জন্য কংস-নিয়োজিত মল্ল-সমূহ এই স্থানে বাস করিতেন।

শ্রীমথুরার ক্ষেত্রপাল;—শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব,—ইনি মথুরার ক্ষেত্রপাল। আদিবরাহে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর বাক্য,—"মথুরায়াঞ্চ দেব ত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি। ত্বয়ি দৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং লভেৎ॥" হে শম্ভো! মথুরায় তুমি ক্ষেত্রপাল হইবে। লোকে তোমার দর্শনে আমার ক্ষেত্রফল লাভ করিবে। শ্রীপদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৪২ অধ্যায়ে,—"যত্র ভূতেশ্বরো দেব মোক্ষদঃ পাপিনামপি। মম প্রিয়তমো নিত্যং দেবো ভূতেশ্বরঃ পরঃ॥ কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতে পাপপুরুষঃ। যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূজয়েন্নহি॥ মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ প্রায়স্তে-মানবাধমাঃ। ভূতেশ্বরং যে স্মরন্তি ন নমন্তি স্তুবন্তি বা॥"—যেখানে আমার প্রিয়তম প্ররম দেবতা এবং পাপিগণেরও মোক্ষদায়ক

ভূতেশ্বর নিত্য বিরাজিত,যে আমার পরমভক্ত শিবের পূজা করে না, সেই পাপ-পুরুষ কেমন করিয়া আমাতে ভক্তিলাভ করিবে? যাহারা ভূতেশ্বর মহাদেবকে আমার সেবক বৈষ্ণব-বিচারে স্মরণ, নমস্কার ও স্তুতি করে না, সে-সকল নরাধমের বুদ্ধি প্রায়ই আমার মায়ার দ্বারা বিমোহিত। শ্রীগৌরসুন্দর এই ভূতেশ্বর ক্ষেত্রপাল শিবের দর্শনলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ ম ১৭।১৯১)॥ শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণ-দিকে মথুরাভিমুখী যে পাকা রাস্তা আছে, ঐ রাস্তায় প্রায় ৬॥ মাইল চলিয়া ভূতেশ্বর পাওয়া যায়। ভূতেশ্বর মথুরা-সহরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ভূতেশ্বর-মন্দিরের নিকটেই 'ভূতেশ্বর'-নামক রেলওয়ে ষ্টেশন। একটী মন্দিরের অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ বিরাজিত। শিবলিঙ্গটী বর্ত্তমানে গুম্ফযুক্ত বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তিতে অঙ্কিত করা হইয়াছে।

সুদামাগৃহ;—এই স্থানে কৃষ্ণপ্রিয় সুদামা-মালাকারের গৃহ। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মথুরাপুরী প্রবেশ করিয়া সুদামা-মালাকারের গৃহে গমন করিলে সুদামা পাদ্য, অর্ঘ্য ও অনুলেপনাদির দ্বারা তাঁহাদের পূজা, স্তব এবং তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীরাম-কৃষ্ণকে সুগন্ধি-পুষ্পমাল্যে মণ্ডিত করিয়া বরলাভ করিয়াছিলেন। (ভাগবত ১০।৪১ অঃ)

রজকবধ-স্থান—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মথুরায় প্রবেশ করিয়া কংসের রজকের নিকট হইতে উত্তম বস্ত্র চাহিলেন। কিন্তু কংস-রজক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে সাধারণ মনুষ্য ও কংসরাজার প্রজামাত্র মনে করিয়া কংসের অধিকৃত বস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের ন্যায়তঃ কোন দাবী নাই বিচার-পূর্ব্বক

শ্রীকৃষ্ণকে বস্ত্র-প্রদানে অস্বীকৃত হইলে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে চপেটাঘাতে রজকের মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। এই লীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের বিচার নিরস্ত করিলেন। (ভাঃ ১০।৪১ অঃ দ্রষ্টব্য]

ধনুক-ভঙ্গ-স্থান ঃ—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রবিষ্ট হইয়া পুরবাসিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ধনুর্যজ্ঞের স্থানে প্রবেশ করিলেন। তথায় ইন্দ্রধনু-সদৃশ এক অদ্ভুত ধনুক দেখিতে পাইয়া রক্ষিগণ-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও বল-পূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে জ্যা-আরোপণ-পূর্ব্বক অনায়াসে নিমেষমধ্যে ঐ ধনুক ভঙ্গ করিয়া দিলেন। এই ধনুর্ভঙ্গ-শব্দে আকাশ, স্বর্গ ও দিক্‌সকল পরিপূর্ণ হইল এবং কংসের হৃদয়ে ত্রাস উপস্থিত হইল। কংস-প্রেরিত সৈন্যগণকে সংহার করিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণ তৎস্থান হইতে বহির্গত হইলেন। (ভাঃ ১০।৪২ অঃ দ্রষ্টব্য)॥

কুবলয়াপীড়বধ-স্থান—কংসের কুবলয়াপীড় নামক হস্তী যখন রঙ্গদ্বারে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ উহার সহিত হস্তীপালককে ভূপাতিত ও নিহত করিয়া এবং হস্তীর দন্তোৎপাটন করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। (ভাঃ ১০।৪৩ অঃ দ্রষ্টব্য)॥

রঙ্গস্থল—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কুবলয়াপীড় হস্তীর রক্ত সর্ব্বাঙ্গে ম্রক্ষণ এবং গজদন্তরূপ আয়ুধ স্কন্ধে স্থাপন-পূর্ব্বক শ্রীবলদেব-সহ প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণকে রঙ্গস্থলস্থ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক বিভিন্নরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ চানূরকে এবং শ্রীবলদেব মুষ্টিককে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিয়া মুষ্টি-

প্রহার ও পাদতাড়না-দ্বারা নিহত করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৩-৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)॥

মঞ্চস্থান—চানূর ও মুষ্টিকের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের মল্লযুদ্ধকালে মঞ্চোপরি কংস উপবেশন করিয়াছিলেন এবং বসুদেব, নন্দ, উগ্রসেন ও গোপগণ স্ব-স্ব স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। চানূর ও মুষ্টিক বিনষ্ট হইবার পর কংস রণবাদ্য নিরস্ত করিয়া বসুদেব,নন্দাদির প্রতি নির্য্যাতন আরম্ভ করিলে এবং রাম-কৃষ্ণকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আদেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ উল্লম্ফনে কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া কংসের কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক তাহাকে মঞ্চ হইতে রঙ্গ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং তদুপরি পতিত হইলেন, তাহাতেই কংসের প্রাণবিয়োগ ঘটিল। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

কংসখালি—এই খানেই কংসের মৃত্যু হইয়াছিল। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ইহাকে 'কংসটিলা'ও বলে, উহা হোলিদরজার নিকট। মন্দিরের ভিতরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের শ্রীমূর্ত্তি—কংসের কেশাকর্ষণ করিতেছেন। এই টিলার পার্শ্বে 'কংস-খেড়া' নামে একটি ক্ষুদ্রনালা যমুনা পর্য্যন্ত গিয়াছে। পাণ্ডাগণ বলেন, কংসের মৃতদেহ টানিয়া যমুনার ফেলিবার সময় গাত্র-ঘর্ষণে এই নালা বা খালা উৎপন্ন হইয়াছে।

কুব্জার মন্দির—কংসটিলার নিকট। কেহ কেহ কুব্জাটিলাও বলেন। এখানে এক-কালে কুব্জার গৃহ ছিল। বর্ত্তমান মন্দির অল্পদিন পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। ছোট

মন্দিরের ভিতরে কুব্জার মূর্ত্তি রহিয়াছে। **কুব্জা-কূপ** ঃ—খুব প্রাচীন কূপ। কাটরার উত্তর-পশ্চিম-দিকে অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিশ্রামস্থলী—শ্রীমথুরা ভ্রমণানন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু অসংখ্য লোক-পরিবেষ্টিত হইয়া বিশ্রাম-লীলা প্রদর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। **গোপাল-স্থান**—শ্রীগোপালের ভক্তবাৎসল্য-প্রচারার্থ শ্রীরূপগোস্বামী বৃদ্ধলীলা প্রদর্শন করিয়া যখন গোবর্দ্ধনে যাইতে অপারক (শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আরোহণ করিতে নাই, ইহা কৌশলে শিক্ষা দিবার জন্য) হইবার ছল করিয়াছিলেন, তখন শ্রীগোপাল শ্রীরূপগোস্বামীকে দর্শন দান করিবার জন্য ম্লেচ্ছভয়ের 'ছল' উঠাইয়া মথুরা-নগরে শ্রীবল্লভ-ভট্ট-তনয় শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরের ঘরে একমাস বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীরূপগোস্বামী নিজগণ-সহ একমাসকাল শ্রীগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৮। ৪৫-৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

বলদেব-ক্রীড়াস্থলী—এই স্থানে এক পুরাতন বৃক্ষের তলে রোহিণীনন্দন বলরাম বাল্যক্রীড়া করিতেন। অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ যখন তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীমথুরায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন প্রভু এই স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। দ্বাপর-লীলার জন্ম-ভূমি দর্শন করিয়া অবধূতচন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দের উল্লাসের অবধি ছিল না। এই স্থান-দর্শনে অভিন্ন রোহিনী-নন্দন শ্রীপদ্মাবতী-প্রাণধন শ্রীনিত্যানন্দের চরণে সুদৃঢ়া ভক্তি লাভ হয়।

আদিবরাহদেব—চৌবে পাড়ায় মাণিকচক্ মহল্লায়

ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দিরের অভ্যন্তরে বিরাজিত। চতুর্ভুজ বরাহ-বদন শ্রীবিগ্রহ; দন্তে ধরণী উপবিষ্টা, পদে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে দলন করিতেছেন—এইরূপ শ্রীমূর্ত্তি। এই মন্দির হইতে অল্পদূরেই অন্য একটিছোট মন্দিরে শ্বেতপ্রস্তরময়ী শ্রীবরাহ-মূর্ত্তি বিরাজিত। বরাহপুরাণে আদিবরাহ ও শ্বেতবরাহ-মূর্ত্তির উল্লেখানুসারে এখানে দ্বিবিধ বরাহ-বিগ্রহ দৃষ্ট হয়। কপিল-নামে জনৈক বিপ্রর্ষি আদিবরাহ-উপাসক ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র উক্ত বিপ্রর্ষির নিকট হইতে সেই বরাহ-বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। রাবণ ইন্দ্রকে জয় করিয়া লঙ্কায় ঐ বরাহ-বিগ্রহ লইয়া যায়। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র নির্ব্বিশেষবাদী রাবণকে বধ করিয়া উক্ত বরাহ-শ্রীমূর্ত্তিকে অযোধ্যায় লইয়া আসেন। শ্রীশত্রুঘ্ন লবণ-দৈত্যকে বধ করিবার পর সেই বরাহ-বিগ্রহ শ্রীমথুরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উক্ত উদাহরণে কর্ম্মী ইন্দ্রের বিষ্ণু-পূজার ছলনা এবং নির্ব্বিশেষবাদী রাবণের কর্ম্মীকে দলন করিয়া বিষ্ণুবিগ্রহকে করতলগত করিবার দৃষ্টান্তে বিষ্ণু-বিরোধ,—এই উভয়কে নিরাস করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র ঐরূপ আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিলেন।

শ্রীমথুরা-নগরীর চারিদিকে চারিজন ক্ষেত্রপাল বা নগর-রক্ষক শ্রীবিষ্ণুধাম মথুরাপুরীকে রক্ষা করিতেছেন। এই চারিজন ক্ষেত্রপাল মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় মহাদেব-মূর্ত্তি। পূর্ব্বদিকে—পিপ্‌পলেশ্বর, পশ্চিমদিকে—ভূতেশ্বর, উত্তরে—গোকর্ণেশ্বর এবং দক্ষিণে—রঙ্গেশ্বর।

মথুরায় চারিটী দ্বার—(১) হোলি দরজা—আগরার রাস্তার উপরে। মথুরার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর হারভিঞ্জ সাহেবের

নামানুসারে ইহা 'হারভিঞ্জ গেইট্'-নামেও পরিচিত। (২) 'ভরতপুর-দরজা,' (৩) 'দিগ্দরজা,' (৪) 'বৃন্দাবন-দরজা। মথুরায় অসংখ্য তীর্থ বিরাজিত। সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে সকল তীর্থের নামোল্লেখ অসম্ভব।

মথুরার মেলা-মহোৎসব—মথুরাপুরী নিত্য মেলা-মহোৎসবময়ী। যদিও অকৈতব জীবন্ত মহাভাগবত-মুখারবিন্দ-বিগলিত শ্রীভাগবত-কথা খুবই দুর্ল্লভ, তথাপি অনুষ্ঠানপর মেলা-মহোৎসবাদি তথায় নিত্যই সংঘটিত হইয়া থাকে। নিম্নে একটী প্রসিদ্ধ মেলা-মহোৎসবের তালিকা প্রদত্ত হইল,—বৈশাখী শুক্লচতুর্দ্দশী—নরসিংহ-লীলা ;—গৌরপাড়া, মানিক-চৌক এবং দ্বারকাধীশের মন্দিরে। বৈশাখী পূর্ণিমা—মথুরা-পরিক্রমা—'বনবিহার'-নামে প্রসিদ্ধ। বিশ্রান্তি-ঘাটে মেলা। জ্যৈষ্ঠী শুক্লদশমী—দশাশ্বমেধ-ঘাটে ; দ্বিপ্রহরে শ্রীযমুনায় স্নান এবং সন্ধ্যায় গোকর্ণেশ্বর-টিলায় মেলা। জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা—জলযাত্রা ; শ্রীবিগ্রহের স্নানাভিষেকের জন্য নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মূল্যবান পাত্রে জল আহরণ করেন। আষাঢ়ী শুক্লদ্বিতীয়া—রথযাত্রা। আষাঢ়ী শুক্লএকাদশী—শ্রীমথুরা, শ্রীগরুড়গোবিন্দ ও শ্রীবৃন্দাবন-পরিক্রমা। শ্রাবণী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হিন্দোল-উৎসব বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রাবণী শুক্লপঞ্চমী হইতে পঞ্চতীর্থের মেলা আরম্ভ হয়। যাত্রিগণ প্রথম দিন বিশ্রান্তিঘাট হইতে মধুবন, দ্বিতীয় দিন শান্তনুকুণ্ড, তৃতীয় দিন গোকর্ণেশ্বর, চতুর্থ দিন ছটীকরাতে গরুড়গোবিন্দ দর্শন করিয়া পঞ্চম দিনে বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডে উপনীত হন। শ্রাবণী

শুক্ল একাদশী—মথুরা পরিক্রমা এবং পবিত্রারোপণ-উৎসব। শ্রাবণী পূর্ণিমা—হিন্দোল-উৎসব সমাপ্ত। ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী—শ্রীকেশবদেবের মন্দিরে এবং মথুরার সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রত। ভাদ্র কৃষ্ণা একাদশী—সাধারণ বনযাত্রা এই দিবস হইতে আরম্ভ হইয়া ১৫ দিবস কাল স্থায়ী হয়। ঐ দিবস তাঁহারা মধুবন, তালবন ও কুমুদবন ভ্রমণ করেন। আশ্বিনী কৃষ্ণাষ্টমী—মথুরা পরিক্রমা এবং ৫দিন যাবৎ রাসলীলা-উৎসব। আশ্বিনী শুক্লদশমী—দশহরায় রাবণবধ ও শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব। আশ্বিনী পূর্ণিমা—শরৎপূর্ণিমা, সারা-রাত্র ভগবদ্দর্শন ও মেলা-মহোৎসব হয়। কার্ত্তিকী অমাবস্যায়—দীপদানোৎসব, তৎপর দিবস অন্নকূটোৎসব। কার্ত্তিকী শুক্ল-দ্বিতীয়া—গোবর্দ্ধন হইতে অন্নকূট দর্শনানন্তর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রান্তিঘাটে মেলা ও উৎসব হয়। কার্ত্তিকী শুক্ল সপ্তমী—রজকবধ-টীলায় রজকবধ-উপলক্ষে অর্থাৎ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তধর্ম্ম-নিরাস-উপলক্ষে মাথুরগণের উৎসব। কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমী—মথুরার দক্ষিণস্থ গোপালবাগে গোচারণ-লীলা। কার্ত্তিকী শুক্ল-নবমী—মথুরা পরিক্রমা। কার্ত্তিকী শুক্লদশমী—কংসবধ-উপলক্ষে রঙ্গেশ্বর মহাদেবের নিকট মেলা-মহোৎসব। কার্ত্তিকী শুক্লা-একাদশী—মথুরা, গরুড়গোবিন্দ ও বৃন্দাবন-পরিক্রমা। মাঘী শুক্লপঞ্চমী—বসন্তপঞ্চমী উৎসব। ফাল্গুনী পূর্ণিমা—হোরিলীলা উৎসব। চৈত্র কৃষ্ণপঞ্চমী—ফুলদোল-মেলা। চৈত্র শুক্লাষ্টমী—মহাবিদ্যার মন্দিরে মেলা। চৈত্র শুক্লানবমী—রামনবমী উৎসব। শ্রীমথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবন-পথে নিম্নোদ্ধৃত

প্রসিদ্ধ স্থান-সমূহ পাওয়া যায়—অক্রূরগ্রাম, শ্রীগোপীনাথ, ব্রহ্মহ্রদ, ভোজনস্থলী (ভাতরোল), অটলতীর্থ, কদমখণ্ডী প্রভৃতি। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে ভোজনস্থলী বা 'ভাতরোলে' উৎসবাদি হইয়া থাকে।

মধুবন—ধ্রুবটীলা—মধুবন হইতে গ্রামের পূর্ব্বে মথুরার দিকে প্রায় আধ মাইল দূরে উচ্চ টীলার উপর ধ্রুবের তপস্যার স্থান। ধ্রুবটীলার উপর মন্দিরাভ্যন্তরে চতুর্ভুজ কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি, শ্রীগোপালদেব ও শ্রীশালগ্রাম। পশ্চিম-দিকে অপর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ধ্রুবজী। মধুবনের বর্ত্তমান নাম—মহোলি। মথুরা হইতে ৩ মাইল। মথুরায়ও শ্রীধ্রুবজীর তপস্যার স্থান বলিয়া কথিত যমুনার তীরবর্ত্তী স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। আবার মথুরা হইতে তিন মাইল দূরেও শ্রীধ্রুবের তপস্যার স্থান নির্দ্ধারিত আছে। বোধ হয় শ্রীধ্রুবজী যখন শ্রীনারদের কৃপায় যমুনায় স্নান করিয়া প্রথম মন্ত্র-গ্রহণ ও তপস্যা আরম্ভ করেন সেই প্রাথমিক তপস্যা যখন শ্রীধ্রুবের হৃদয়ে স্থানাভিলাষাদি কিছু কিছু কষায় ছিল তখন মথুরায় তপস্যা আরম্ভ করেন। বিশুদ্ধ জ্ঞান-ভূমিকা মথুরায় কৃপায় যখন তাঁহার হৃদয় বিশুদ্ধ সত্ত্বময় হয়, তখন দ্বিতীয় স্তরের বা পূর্ব্বাঙ্গ-সাধনান্তে পরাঙ্গ-সাধন-স্থলী—শ্রীবলদেবের মধুপান—কৃষ্ণরস-মদিরা পানোমত্ততার আবেশ-স্থলীতে সিদ্ধিলাভ ও বর-লাভের স্থান। এ-স্থানে শ্রীধ্রুবপ্রিয় পৃশ্নিগর্ভ-ভগবান্ শ্রীনারায়ণের মূর্ত্তি; যে-রূপ—শ্রীধ্রুবজী দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীবলদেবের মধুপান-লীলা স্থান। এ-স্থানে শেষমূর্ত্তি

শ্রীবলদেবের পদদেশ হইতে মস্তকে ছত্রাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। মহোলির কিছুদূরে মধুদৈত্যের বাস ও বধস্থান গোফা ও মন্দির আছে। মধুবনবিহারী মালা ও খড়্গধারী বিষ্ণু-মূর্ত্তি। মধুদৈত্যের বধস্থান। মধুদৈত্য মায়িক ভোগময়ী ইন্দ্রিয়-তর্পনকারীর অসংবার্ত্তার প্রতীক।

তালবন—মহোলি হইতে ২॥ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। তালবনের বর্ত্তমান নাম—তারসী। নিম্ন স্থানে 'বলভদ্র কুণ্ড'। কুণ্ডের উত্তরতীরে পূর্ব্বাভিমুখে মন্দিরাভ্যন্তরে মধ্যবর্ত্তী স্থানে শ্রীবলদেব, বামে শ্রীরেবতীজী। দক্ষিণে বংশীধারী ত্রিভঙ্গ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি। তালবন—ধেনুকাসুর-বধস্থান। ভারবাহিত্বরূপ কুসংস্কারই ধেনুকাসুর—স্বরূপজ্ঞান-বিরোধী স্থূলবুদ্ধি, সদ্জ্ঞানাভাব, মূঢ়তাজনিত তত্ত্বান্ধতা। সাধক নিজ-চেষ্টায় ও শ্রীবলদেবের শক্তি বা বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-শক্তির আবেশ লাভ করিয়া বিশেষভাবে সাধনাঙ্গ সকল পালনের দ্বারা দূর করিবেন। ধেনুকাসুর দেহাত্মবোধে দেহেন্দ্রিয়-তর্পণ-পুষ্ট সমস্ত চেষ্টায় সমৃদ্ধ নরমাংস-ভোজীর প্রতাক। বাহ্যতঃ মিষ্ট, কিন্তু পরিপাকে বিষমরস প্রদানকারী তাল ফল মাৎসর্য্য-পরবশ হইয়া কাহাকেও না দিয়া নিজ ইন্দ্রিয়তর্পনকারী দলসহ রক্ষাকার্য্যই ধেনুকাসুরের কৃত্য। বহির্ম্মুখ অবস্থায় শ্রীগুরুরূপ বলদেবকেও পশ্চাৎপদ-দ্বারা তাড়নকারীর সেই বর্হিম্মুখাতার পশ্চাৎ-পদদ্বারা শ্রীবলদেব তাহাকে ধারণ করিয়া তৎ-রক্ষিত বৃক্ষেই আঘাত করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করেন। তাহাতে তাহার কৃত সমস্ত জীবনপাতে-

রক্ষিত স্থানসমূহ ও আশ্রয়গণসহ (দল সহ) দলপতিও বিনষ্ট হয়। বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপজ্ঞানবিরোধী তাপাত-মধুরাস্বাদী স্থূলবুদ্ধি-সঞ্জাত সদ্‌জ্ঞানাভাব-জনিত মূঢ়তা-রূপ দেহাত্মবোধে সংগৃহীত তত্ত্বান্ধতা শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় বধ হইলে, তবে হরি-সেবায় অধিকার লাভ হইয়া কৃতার্থ হয়।

কুমুদবন—তালবন হইতে ২ মাইল পশ্চিমে কুমুদবন বা কুদরবন। মহাপ্রভু বন-ভ্রমণ-লীলায় এখানে আসিয়াছিলেন। এই কুমুদ-সরোবর 'কৃষ্ণ-কুণ্ড' নামে খ্যাত। তীরে কদম্ব ও পিপ্পলবৃক্ষ-তলে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক। শ্রীকৃষ্ণের জলশয্যা-বিহার-স্থান। শ্রেয়ঃ-কুমুদবিধুর জীবন-স্বরূপ শ্রীনামাভিন্ন নামী শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রকাশক বিলাস-ক্ষেত্র। নামভজনের শিক্ষাষ্টকের 'শ্রেয়ঃকুমুদ বিকাশক চন্দ্রিকা বিতরণকারী নামীর বিলাস-ক্ষেত্র; ও তথা হইতে উক্ত নাম-মাহাত্ম্য ও নামশক্তির প্রকাশ-কেন্দ্র। শ্রীনামের স্নিগ্ধ-শীতল-উজ্জ্বল ও আশ্রয়কারীর সর্ব্বতাপহারক চেতন-কুমুদের আহ্লাদ ও জীবনী প্রকাশক মহাকৃপা-বারির কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের নাম-স্বরূপের বিহার প্রকাশক স্থান। শ্রীনাম-ভজনকারীর সর্ব্বশুভদ কৃপার সার্থকতা প্রকাশক বিলাস-কুণ্ড।

কুমুদ-বন হইতে প্রায় একমাইল পশ্চিমে **'উচাগাঁও'**। বর্ষাণের উত্তরে উচাগাঁও পৃথক। এই উচাগাঁও-গ্রামে হরিব্যাসী (নিম্বার্ক) সম্প্রদায়ের ছোট ঠাকুরবাড়ীতে মন্দিরে শ্রীবনবিহারী-জীর শ্রীমূর্ত্তি। উচাগাঁও—মায়া-রাজ্য হইতে উর্দ্ধে। এ-স্থানে মায়ার বিক্রম অধোক্ষজতত্ত্বের কৃপায় স্পর্শ করিতে পারে না।

পথে, **রামপুর**—অর্থাৎ শ্রীনামভজনকারীর শ্রীবলদেব-

স্বরূপের কৃপার—পুর। তৎকৃপা-পূরিত সাধক শ্রীনামের শ্রেয়ঃ-কুমুদ-বিধু-জ্যোৎস্নায় স্নিগ্ধতা ও প্রাণ-প্রাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণ চিদ্বিলাসে বিহারযোগ্যতা শ্রীনামভজনে রমন লাভ করেন।

ওম্পার—এ-স্থানে বনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও মহাবীরের মন্দির আছে। প্রণব-প্রান্ত-লাভ-স্থান।

মুকুন্দপুর—এ-স্থান মুক্তিকে ও কুৎসিতকারী প্রেমানন্দের পুর বা আবাস। এ-স্থানের আশ্রয়কারী মুক্তি-সুখকেও তাহার কুৎসিৎ-স্বরূপ অবগত হইয়া তাহা ত্যাগ করিয়া প্রেমানন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া তল্লাভে ব্যাকুলিত হন।

শান্তনুকুণ্ড—মহোলি হইতে ৩॥ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সাতোঙা গ্রাম বা শান্তনুকুণ্ড। শ্রীযশোদাদেবী এ-স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়া তৎফলে শান্তি-লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। এ-স্থানে শান্তনুবিহারী ত্রিভঙ্গ মুরলীধর ও শ্রীরাধার শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত থাকিয়া গৌড়ীয়ের আরাধ্য ও শান্তিপ্রদত্বের প্রকাশের ইঙ্গিত লক্ষিত হয়। একটী ওঁকারের অর্চ্চা—যাহা প্রণব-পূটিত, সর্ব্বশাস্ত্রের সার মহাবাক্যের নামের সেবার ইঙ্গিত রহিয়াছে। ত্রিকোণ যন্ত্রের মধ্যে 'ওঁ মঙ্গলায় নমঃ' এই অক্ষরব্রহ্মের সেবার কথা ত্রিপাদ বিভূতির শরণাগতের সর্ব্ব অশুভ বিনাশ করিয়া সর্ব্ব মঙ্গল প্রদাতৃত্বের মন্ত্রের আরাধনার ইঙ্গিত ও ভজনসিদ্ধির কথা ব্যক্ত করিতেছে। শান্তনু-রাজা এ-স্থানে তপস্যা দ্বারা শান্তনুত্ব লাভ ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ এ-স্থান বিশাখা সখীর স্থান বলিয়া থাকেন (?)। তিনি এই শব্দব্রহ্মের

আচার্য্য—সঙ্গীত-শাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য। তাই সেই সঙ্গীত সর্ব্ব অমঙ্গল নাশ করিয়া মঙ্গলময়ত্ব স্বরূপে শ্রীনাম-কীর্ত্তন-গীতের প্রণব-পূটিত সঙ্গীত-প্রকাশ-কেন্দ্র।

পথে গিরিধপুর ও আক্করপুর—পূর্ব্বে সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত বাণীর মূর্ত্তি প্রকাশ ও ধারণকারী শ্রীমূর্ত্তি ও পশ্চিমে—তৎ-পাদপদ্মে আসক্তি বা অনুরাগ-পুর স্থান।

বহুলাবন—বর্ত্তমানে 'বাটী' বা 'বাথি'-নামক গ্রাম। এই গ্রামের উত্তরে 'বহুলা' কুণ্ড। তাহার দক্ষিণ-তটে 'বহুলা' গাভীর মন্দির। প্রবাদ—বহুলা নামক ব্রজের গাভীকে ব্যাঘ্র আক্রমণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঘ্রকে নিধন করিয়া উক্ত গাভীকে রক্ষা করেন। মন্দিরে কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র, গাভী, বৎস ও ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ-কথাপানে জীবিত ভক্তসহ বহুল-কৃষ্ণকথা সমন্বিত দুগ্ধদানে পালনকারী বাণী-মূর্ত্তি। বহুলা-গাভী ও তদ্দত্ত নামামৃতপানে জীবিত নামরসাস্বাদী বৎসকে রক্ষা করিতে তদ্বিরোধী কথামুক্তি-ব্যাঘ্রীকে বধ করিয়া ও তথায় মুকুন্দপদারবিন্দ-নিসৃত সুধাস্বরূপা নামরস পানকারীকে কৃষ্ণ রক্ষা ও পালন করেন। শ্রীরূপানুগগণের ভজনের প্রকৃষ্ট উদ্দীপক স্থান। এ-স্থানে শ্রীগৌর-লীলায় স্থাবর-জঙ্গমকে কৃষ্ণনামে মত্ত করিয়াছিলেন। শুক-শারীর অপূর্ব্ব শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিলাস-মাধুর্য্য-কীর্ত্তন, তথা শ্রীরাধার গুণ-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা ও কৃষ্ণসুখ-প্রদানে শ্রীকৃষ্ণকেও মোহিত করিবার শক্তি প্রকাশে শ্রীরূপানুগগণের ভজন-চাতুর্য্য-মাধুরী প্রকাশ করিলেন। স্থাবর-জঙ্গমকেও সেই শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন-

পরাকাষ্ঠা প্রদানে মহাশক্তির প্রকাশ-ক্ষেত্র—এই বহুলাবন। তাই বহুলাষ্টমীতে রাধাকুণ্ড-মহোৎসরের বিধান সম্পাদিত হইয়া শ্রীরূপানুগগণের ভজনানন্দের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। বহুলাকুণ্ডকে কেহ কেহ 'কৃষ্ণকুণ্ড'ও বলেন। ইহার উত্তর-তীরে বল্লভাচার্য্যের খুব বিস্তৃত বৈঠক বিদ্যমান। বহুলাবনের অন্তর্গতই শ্রীরাধাকুণ্ড, সেই কুণ্ড-স্মৃতিতে তথায় অবগাহন করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তন শ্রবণ করা আবশ্যক। এ-স্থানের সকলই যুগলকিশোর-বিলাসের উদ্দীপক। বাটীগ্রামের মধ্যে শ্রীলক্ষ্মণজীর মন্দিরে শ্রীলক্ষণজী ও তাঁহার বামে শ্রীউর্ম্মিলা-দেবীর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। বহুলাকুণ্ডের তীরে বাঁকে-বিহারীর বা মুরলীমনোহরের মন্দিরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীবনভ্রমণ-লীলা-বিস্তার-কালে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যখন বহুলাবনে আগমন করেন, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত,—"পথে গাভীঘটা চরে প্রভুরে দেখিয়া। প্রভুকে বেড়য় আসি' হুঙ্কার করিয়া॥ গাভী দেখি' স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে। বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব-অঙ্গে॥ সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গ-কণ্ডূয়ন। প্রভু-সঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে ধেনুগণ॥ কষ্টে-সৃষ্টে ধেনুসব রাখিল গোয়াল। প্রভু-কণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীপাল॥ মৃগ-মৃগী মুখ দেখি' প্রভু-অঙ্গ চাটে। ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে-বাটে॥ শুক, পিক, ভৃঙ্গ প্রভুরে দেখি' 'পঞ্চম' গায়। শিখিগণ নৃত্য করি' প্রভু-আগে যায়॥ প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণে। অঙ্কুর-পুলক, মধু-অশ্রু-বরিষণে॥ ফুল-ফল ভরি' ডাল পড়ে প্রভু-পায়। বন্ধু দেখি'

বন্ধু যেন 'ভেট' লঞা যায়॥ প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম। আনন্দিত, বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ॥ তা'-সবার প্রীতি দেখি' প্রভু ভাবাবেশে। সবা-সনে ক্রীড়া করে, হঞা তা'র বশে॥ প্রতি বৃক্ষ-লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন। পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ॥ অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রেমে শরীর অস্থিরে। 'কৃষ্ণ বল', 'কৃষ্ণ বল', বলে উচ্চৈঃস্বরে॥ স্থাবর-জঙ্গম মিলি' করে কৃষ্ণধ্বনি। প্রভুর গম্ভীর-স্বরে যেন প্রতি-ধ্বনি॥ মৃগের গলা ধরি' প্রভু করেন রোদনে। মৃগের পুলক অঙ্গে, অশ্রু নয়নে॥ বৃক্ষডালে শুক-শারী দিল দরশন। তাহা দেখি' প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন॥ শুক-শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি' পড়ে। প্রভুকে শুনাইয়া কৃষ্ণের গুণ-শ্লোক পড়ে॥ যথা (গোবিন্দ লীলামৃতে ১৩ সর্গে ২৯ শ্লোকে শুকবাক্যম্)—"সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলা রমাস্তম্ভিনী বীর্য্যং কন্দুকি-তাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারে-পরার্দ্ধং গুণাঃ। শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎ প্রভুর্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মো-হনঃ॥" অর্থাৎ—শ্রীশুক বলিলেন,—"যাঁহার সৌন্দর্য্য রমণীগণের ধৈর্য্য হরণ করে, যাঁহার লীলা লক্ষ্মীদেবীকে স্তম্ভিত করে, যাঁহার বীর্য্য গোবর্দ্ধনগিরিকে কন্দুকতুল্য খেলার সামগ্রী করায়। যাঁহার অমল গুণসকল—পরার্দ্ধাতীত, যাঁহার শীলধর্ম্ম সর্ব্বজনের অনুরঞ্জন করে, সেই আমার প্রভু বিশ্বজনীন-কীর্ত্তি জগন্মোহন কৃষ্ণ বিশ্বকে পালন করুন॥" শুক-মুখে শুনি' তবে কৃষ্ণের বর্ণন। শারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা-বর্ণন॥' (গোঃ লীঃ ১৩ সঃ ৩০ শ্লোক শারিকা-বাক্যম্) "শ্রীরাধিকায়াঃ

প্রিয়তা স্বরূপতা সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী। গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে জগন্মনোমোহন-চিত্তমোহিনী ॥” অর্থাৎ—শারী কহিলেন—“শ্রীমতী রাধিকার প্রিয়তা, স্বরূপতা, সুশীলতা, নৃত্যগানচাতুরী, কবিত্ব ইত্যাদি গুণরাজী জগন্মনোমোহন কৃষ্ণের চিত্তবিমোহিনী হইয়া শোভা পাইতেছে।” পুনঃ শুক কহে,—“কৃষ্ণ মদনমোহন।” তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন॥ যথা—(গোঃ লীঃ ১৩৩১ শুকবাক্যম) “বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী স শারিকে। বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ॥” অর্থাৎ—সেই বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী গোপনারী-বিহারী মদনমোহন জয়যুক্ত হউন॥” পুনঃ শারী কহে শুকে করি' পরিহাস। তাহা শুনি' প্রভুর হৈল বিস্ময়-প্রেমোল্লাস॥ (গোঃ লীঃ ১৩৩২ শ্লোকে শারিকা বাক্য)—“রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি, তদা ‘মদনমোহনঃ’। অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং ‘মদনমোহিতঃ’॥” অর্থাৎ—শারী পরিহাস করিয়া উত্তর করিলেন,—“কৃষ্ণ যখন রাধার সহিত শোভা পান, তখনই তিনি—‘মদনমোহন’; শ্রীরাধা সঙ্গে না থাকিলে বিশ্বমোহন হইয়াও তিনি স্বয়ংই মদন-কর্ত্তৃক মোহিত হন॥” শুক-শারী উড়ি' পুনঃ গেল বৃক্ষডালে। ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে॥ ময়ূরের কণ্ঠ দেখি' প্রভুর কৃষ্ণকান্তি-স্মৃতি হৈল। প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িল॥ প্রভুরে মূর্চ্ছিত দেখি' সেই ত' ব্রাহ্মণ। ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ॥ আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্বাস। জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস॥ প্রভু-কর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি'। চেতন পাঞা প্রভু

যা'ন গড়াগড়ি ॥ কণ্টক-দুর্গম-বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল। ভট্টাচার্য্য কোলে করি' প্রভুরে সুস্থ কৈল॥ কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন। 'বোল্' 'বোল্' করি' উঠি' করেন নর্ত্তন॥ ভট্টাচার্য্য, সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়। নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি' যায়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৯৪—২২৪)॥

দাতিহা—দণ্ডবক্র-বধের স্থান। মথুরার পশ্চিমদিকে ২॥ মাইল দূরে। দণ্ডবক্র শিশুপালের ভ্রাতা। শিশুপাল, পৌণ্ড্রক ও শাল্য বধ হইলে, দণ্ডবক্র গদা হস্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ তখন রথ হইতে অবতরণ করিয়া নিজ কৌমোদকী গদা দ্বারা তাহার বক্ষে আঘাত করিয়া তাহাকে বধ করেন। দণ্ডবক্রের মাতা শ্রুতশ্রবা শ্রীবসুদেবের ভগ্নী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডবক্রকে বধ করিলে পর, তাহার ভ্রাতা বিধূরথ অসি-চর্ম্ম লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ চক্রের দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করেন। দন্তবক্র—বক্রদন্তের দ্বারা কৃষ্ণ-বিদ্বেষময়ী নিন্দা ও কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট ব্যতীত অমেধ্যভোজীর প্রতীক। শ্রীকৃষ্ণ তাহার গদরাশি ধ্বংসকারী গদাঘাতে বিনাশ করিয়া,ব্রজ-বাসীগণের সহিত মিলনের বাধারূপ গদরাশি বিনষ্ট করিয়া ব্রজ-বাসী ও তদনুগগণের চরম-প্রাপ্য প্রদানের লীলা প্রকট করেন।

পদ্মপুরাণের উক্তিঃ—"শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় দণ্ডবক্রকে বধ করিবার পর যমুনা পার হইয়া নন্দব্রজে আগমন করেন। তথায় উৎকণ্ঠিত নন্দ-যশোদাকে অভিবাদন এবং আশ্বাসাদি প্রদান করেন। দীর্ঘকালের বিরহে কাতর মাতা-পিতা শ্রীকৃষ্ণকে অশ্রুসেকের সহিত স্নেহালিঙ্গন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ গোপ-

গণকে প্রণাম এবং বহু বস্ত্রালঙ্কাদি দ্বারা সন্তর্পণ করেন যমুনার রম্য বৃক্ষপূর্ণ পুলিনে শ্রীকৃষ্ণ গোপনারীগণের সহিত অহর্নিশি ক্রীড়া করেন। এখানে গোপবেষধর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণের সহিত বহুপ্রকার প্রেমরসের সহিত রম্য কেলিসুখে দুই মাস-কাল যাপন করেন। অনন্তর নন্দগোপাদি সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে পুত্র-পরিজনগণের সহিত দিব্যরূপে বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক পরম বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন শ্রীকৃষ্ণ নন্দগোপাদি ব্রজবাসিগণকে পরম সুখদ নিজ-পদ দান করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের দ্বারা সংস্তুত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন।

আয়োরে—ব্রজ হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহকাতর নন্দাদি গোপগণ কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণের স্নানের ছল করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন-লালসায় গমন করেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপ গোপীগণের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তথায় গোপ গোপীগণের সহিত যথোপযুক্ত সম্ভাষণ ও নানাপ্রকারে তাঁহাদিগের সন্তোষ-বিধান করেন এবং 'অচিরেই তাঁহাদের সহিত ব্রজে মিলিত হইবেন',—এইরূপ আশ্বাস-বাক্য প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যামৃত পান করিয়া তাঁহারা কুরুক্ষেত্র হইতে আসিয়া কৃষ্ণের জন্য যমুনার পারে সতৃষ্ণ-নেত্রে অপেক্ষা করিতে থাকেন। সকলেরই ঐকান্তিক মনোভিলাষ এই,—শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণও ব্যাকুল হইয়া অনতিবিলম্বেই শিশুপালকে বধ করিয়া মথুরায় আসিয়া দণ্ডবক্রকে বধ করিলেন। দণ্ডবক্রকে বধ করিয়া

শ্রীকৃষ্ণ যমুনা পার হইয়া যে-স্থানে উৎকণ্ঠিত নন্দ-যশোদাদি শ্রীকৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। গোপ-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পরম উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে 'আয়োরে' 'আয়োরে' বলিয়া নমস্বরে সকোলাহল আহ্বান করিয়াছিলেন। এই কারণে এই স্থানের নাম 'আয়োরে' হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-সেবার প্রবল ও প্রগাঢ় ব্যাকুলিত ভাব চরম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া বিপ্রলম্ভান্তে মহা-মিলন-মাধুরী প্রকাশক মূর্ত্তিমান শব্দব্রহ্মের প্রকাশ ও উৎকণ্ঠার সকোলাহল আহ্বান। শ্রীনাম-ভজনের পরমোপাদেয় আহ্বানরূপ প্রকটকারী ক্ষেত্র। শ্রীনাম-ভজনকারীর ভজন-পরাকাষ্ঠা-ফলদানের স্থান জ্ঞাপনকারী।

'গৌরবাই' বা 'গোরাই'—'বাদ' রেলওয়ে ষ্টেশনের প্রায় ২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ও গোকুলের প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 'টানা' নামে একটী বৃহৎ গ্রাম আছে। পূর্ব্বে এ-স্থানে এক বিশিষ্ট জমিদার শ্রীনন্দ-মহারাজের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি শ্রীনন্দ-মহারাজের কুরুক্ষেত্র হইতে আগমন-বার্ত্তা-শ্রবণে মহানন্দে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া শ্রীনন্দ মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি যে-স্থানে তখন শ্রীনন্দ-মহারাজাদিকে বাস করাইয়া গৌরবের সীমা অনুভব করিয়াছিলেন, সেই স্থানই 'গৌরবাই' নামে পরিচিত। 'টানা' গ্রামটী আয়োরে গ্রামের নিকটস্থ। "বিরহ-বিধুর ব্রজবাসীগণের সঙ্গ ও সেবা যে জীবের "পরম-গৌরব-সীমা" তাহার গাম্ভীর্য্য ও মাহাত্ম্য প্রকাশ ক্ষেত্র—এই স্থান।

ষষ্ঠীকরাটবী—ইহাই প্রাচীন নাম। মথুরা-সিটি রেল
ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। শ্রীরাধার ছয় জন
সখীর নাম হইতে এই নাম হইয়াছে। শ্রীরাধার ছয়টী স
কৃপা কিরণ-শোভায় আকৃষ্ট হইয়া ষষ্ঠী-বিভক্তির সম্বন্ধ-সূত্র
সেবা-প্রণালীর অনুসন্ধান (বন) ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্বন্ধ
প্রীতি-সেবা-সাধনের আশ্রয়-স্থান। এ-স্থানে শ্রীরাধার গুপ্ত
অন্তরঙ্গ সেবার স্থান বিরাজিত। তথায় কদম্ব-কানন এবং গরু
গোবিন্দের মন্দির আছে। এই ভ্রমণ-বিলাস-মধ্যে যাঁহা
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাদি ঐশ্বর্য্য-লীলা-দর্শনের অভিলাষ
তাঁহাদিগকে মাধুর্য্য-প্রধান অংশী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ম
ঐশ্বর্য্য-প্রধান-লীলাও বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখাইতে শ্রী
গরুড়-ভাব প্রকাশ করিয়া নিজে শ্রীগোবিন্দ হইয়া গরুড়
আরোহণ করিয়া চতুর্ভুজ দ্বারকেশ-লীলা প্রকট করিয়াছিলে
এ-জন্য গরুড়-গোবিন্দ-মূর্ত্তি তথায় সেবিত হইতেছেন। এইস্থ
শ্রাবণী শুক্লা অষ্টমীতে পঞ্চতীর্থের মেলা হয়। তখন বহুযা
সমাবেশ হয়। জ্যৈষ্ঠী পৌর্ণমাসীতেও এখানে মেলা হয়।

শকটারোহণ—'শকটা গ্রাম'—কৃষ্ণের প্রিয়স্থান। ম
শ্রীকৃষ্ণের গন্ধদ্রব্য-গ্রহণ স্থান গন্ধেশ্বরা ও সখাগণসহ খেচ
ভোজনের স্থান 'খিচরী' বা 'খিচড়-বন' আছে। নন্দ
যাইতে পথে রাত্রি বাসান্তে পুনঃ শকটারোহণ করিয়াছি
বলিয়া উক্ত নাম হইয়াছে। এখানে নন্দগ্রাম-যাত্রীর য
রোহন স্থান। গ্রামের শেষ প্রান্তে সরবন-কুণ্ড ('শ্রবণ'-শ
অপভ্রংশ) আছে। কুণ্ডতীরে হনুমানজীর মন্দির আছে।

ময়ূর-গ্রাম—বহুলাবনের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে
বস্থিত। বর্ত্তমান নাম 'মোর'। এখানে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াগণসহ
য়ূরময়ূরীসহ নৃত্য করিয়াছিলেন। এজন্য ময়ূর-গ্রাম নাম
ইয়াছে। যতকিছু সৌন্দর্য্য আছে; তাহাতে সার পরাকাষ্ঠা
প্রকাশ করিয়া প্রেমোন্মাদে নৃত্য-বিলাস-ক্ষেত্র। বহুলাবন
হইতে ময়ূর গ্রাম যাইতে মধ্যে '**সকুনা**' গ্রাম।

দক্ষিণ-গ্রাম'—ময়ূর-গ্রামের ২॥ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।
শ্রীমতীর বাম্য-ভাবই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখপ্রদত্ত-
হেতু। কিন্তু সর্ব্বরসাকরের মধ্যে কোন রসেরই অসম্ভাব নাই।
কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রীরাধার দক্ষিণা ভাবেও শ্রীকৃষ্ণ পরম সুখ-
লাভ করেন,সে-কারণ শ্রীমতী এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সুখোৎসবে দক্ষিণা-
নায়িকায় ভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সুখোৎ-পাদন করিয়া-
ছিলেন। এ-স্থানে শ্রীরেবতী-বলরাম,শ্রীবলভদ্র-কুণ্ড ও শ্রীরেণুক-
কুণ্ড দ্রষ্টব্য। ইহাদের কৃপাভিষিক্ত বারিতে স্নাত হইতে পারিলে
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রসতত্ত্ব আস্বাদনের বিষয় হইতে পারে।

বসতি-গ্রাম—কংসের উৎপাতে যখন শ্রীনন্দমহারাজ
মহাবন গোকুল হইতে সটিঘরায় আসিয়া বাস করেন, তখন
কংসের উৎপাতে শ্রীবৃষভানু মহারাজও রাভেল হইতে 'বসতি'-
গ্রামে আসিয়া বাস করেন। শ্রীগৌড়ীয়গণের বসতি-স্থান।
রালে শ্রীঈশ্বরীর বাল্য-লীলা-স্থান, বসতিতে তাঁহার কৈশোর-
লীলার স্থান। তাঁহার পরিপূর্ণ-লীলা-স্থান বর্ষান ও যাবট।
আর পরিপূর্ণতম লীলার চরমপরাকাষ্ঠা-লীলা-বিলাসের স্থান
শ্রীরাধাকুণ্ড। তথায় সর্ব্ব-ভাব ও লীলার পরিপূর্ণতম অভি-

ব্যক্তির চরম পরাকাষ্ঠার নিত্য বিলাস-বৈচিত্রী বিরাজমান
সটিঘরা হইতে ৪ মাইল দূরে রাল গ্রামের পশ্চিমে বলরাম-কু
ও তৎসংলগ্ন ব্রজের পঞ্চবলদেবের অন্যতম বলদেব-মন্দিরে রা
কৃষ্ণ ও দক্ষিণে বলদেব মূর্ত্তি। কুণ্ডের পশ্চিমে শ্রীমহাদেব
বজাঙ্গজী। শ্রীবৃষভানু মহারাজের বাস জন্য বসতি না
হইয়াছে। এখানে ক্ষুদ্র গৃহাকার মন্দিরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মূ
বিরাজিত।

'রাল'—'রাওল' বা 'রাভেল'। নির্ব্বিশেষ-বিচারপরায়
গণের বিচার-প্রণালী ব্রজভজনের অত্যন্ত বিরুদ্ধ। তা
হইতে রক্ষা করিয়া শ্রীবার্ষভানবীদেবীর প্রাকট্য-বিধানা
শ্রীবৃষভানু মহারাজ এ-স্থানে আসিয়া শ্রীমতীর বাৎসল
রসাশ্রিত ব্রজ-জনগণের আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করেন। এ
উদ্দেশ্যে এ-স্থানে বর্ষাণাধিপতি মূল ব্রহ্মা যিনি শ্রীগৌর-লীলা
ঠাকুর হরিদাস-নামে নামভজনের শিক্ষা দিতে শ্রীনামাচার্য্যলীল
প্রকট করেন—তাঁহার দ্বারা শ্রীনাম মহাযজ্ঞের বিধান করেন
সেই যজ্ঞ হইতেই শ্রীমতীর প্রাকট্য লীলা। আবার ললিত
মাধব ১ অঙ্কে বর্ণিত আছে যে—"বিন্ধপর্ব্বত হিমালয়ের সৌভাগ
দেখিয়া নিজেকে তদধিক সৌভাগ্যশালী হইবার জন্য বিধাতা
উপাসনা করিয়া পুত্রলাভের জন্য বর প্রার্থনা করেন। বিধাত
তাঁহার উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন যে—"বিন্ধ্য! তোমা
অভিলাষ-অনুযায়ী এমন দুইটী কন্যা হইবেন, যাঁহারা স্বীয়গু
দ্বারা ভুবনকে বিস্ময়াপন্ন করিবেন, এবং জামাতা ধূর্জট
বিজয়ী হইবেন। তাহাতে জমাতার সম্পদে গর্ব্বিত গৌরীপিত

গিরীন্দ্র হিমালয়ের সৌভাগ্যের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া বিন্ধ্য পুত্র-বর পরিত্যাগ করিয়া কণ্যা-লাভে অভিলাষী হইয়াছিলেন। বিন্ধ্যের যথাকালে দুইটী অপূর্ব্ব কন্যা-রত্নের প্রাকট্য হইলে জন্মমাত্র শিশুকে হরণকারী জাতিহারিণী পূতনা-রাক্ষসী কংস-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া উক্ত কন্যাদ্বয়কে হরণ করিল। তখন বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত রাক্ষস-নাশক মন্ত্র পাঠ করাতে পুতনা ভয়ে ভ্রান্তমতি হইয়া দ্রুত পলায়ন করিতেছিল, তখন তাহার হস্ত হইতে স্খলিতা উক্ত কন্যাদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া পুতনা পলায়ন করিল। উক্ত কন্যাদ্বয় পুতনার হস্ত হইতে স্খলিতা হইয়া বিদর্ভদেশগামিনী নদীর স্রোতে পতিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা মুনির বরে শ্রীরাধা—বৃষভানু ও কীর্ত্তিকাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কমলজন্মা ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে চন্দ্রভানুর কন্যা চন্দ্রাবলী-সহ কন্যাদ্বয়কে আকর্ষণ করিয়া বিন্ধ্য-গিরির পত্নীর গর্ভে স্থাপন করেন। ইহা শ্রীগুরুদেব শ্রীনারদের কৃপায় পৌর্ণমাসী অবগত হইয়া পুতনার হস্ত হইতে পতিতা কন্যাদ্বয়কে লাভ করিয়া মুখরাকে বলিলেন—"এই অত্যদ্ভূত রূপ-গুণ-শালিনী কন্যা শ্রীরাধা তোমার জামাতা বৃষ-ভানুর কন্যা, তুমি ইহাকে আনন্দে গ্রহণ কর।" এই বলিয়া তাহার হস্তে রাধাকে সমর্পণ করেন।" এই মতদ্বয় প্রকাশিত শ্রীরাধার বিষয় প্রচারিত আছে। তাহা এই 'রাওল' গ্রামেই প্রকটিত হইয়াছিল। এই-স্থানে চন্দ্রাবলী, ললিতা, পদ্মা, ভদ্রা, শৈব্যা, শ্যামাও প্রকটিত হইয়াছিলেন। রাল গ্রামের পশ্চিমে বলরামকুণ্ড ও তৎসহ ব্রজের পঞ্চবলদেবের অন্যতম বলদেব-

মন্দিরে বামে শ্রীকৃষ্ণ ও দক্ষিণে বলদেব-মূর্ত্তি বিরাজিত। এই পঞ্চবলদেব ব্রজের বলাই। ইহাদের মথুরার ও দ্বারকার বলাই হইতে বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রজের বলাই শ্রীগৌর-লীলায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। আর মথুরার বাসুদেব বলাই শ্রীগৌর-লীলায় শ্রীবিশ্বরূপ। শ্রীবলদেবের চতুর্ব্ব্যূহাবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ। ব্রজভজনকারীগণের বলদাতা ও ধামস্বরূপে এবং শ্রীচৈতন্য-লীলার প্রকাশ-তত্ত্বই ব্রজের বলাই। তদন্তর্গত তত্ত্ব শ্রীগৌরলীলার বিশ্বরূপের মধ্যে যে শ্রীকবিকর্ণপূর-প্রকাশিত শ্রীরামচন্দ্রের অবস্থান, তাঁহার সেবকসূত্রে শ্রীবজ্রাঙ্গজীর মূর্ত্তি এবং শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের প্রকাশ-ভেদ শ্রীমহাদেব-মূর্ত্তি প্রকাশিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণধামের সেবা করিতেছেন। তৎপরে তৎসেবায় পরিতুষ্ট শ্রীকৃষ্ণের 'তোষ'-গ্রামে শ্রীরাম-কৃষ্ণ সখাগণের সহ সখ্যরসের পরিতুষ্ট লীলা-বিলাস স্থান।

বিহারবন—জনোতি গ্রামের অন্তর্গত। শ্রীরাধা এখানে কোন সময়ে সূর্য্য-পূজা করিয়াছিলেন। ব্রজের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমতীর সূর্য্য-পূজার স্থান আছে। এখানকার সূর্য্য পূজার স্থানে বিশ্রম্ভ-সখ্য-রসের রসিক শ্রীকৃষ্ণ-সখা মধুমঙ্গলসহ শ্রীবলদেবেরও সাহচর্য্য ও সেবা-রসিকতার বিষয় বর্ণিত আছে সূর্য্যকুণ্ড নামে এক কুণ্ড এ-স্থানে আছে।

জনোতি—এ-স্থানটী বাৎসল্যরসের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীনন্দমহারাজের আনুগত্যে ভজকারীগণের ভজন-অনুকূল স্থান। শ্রীনন্দ-মহারাজের জনগণের বাস-জন্য জনোতী নাম হইয়াছে। বসতি গ্রামের ২ মাইল পশ্চিমে শ্রীরাধাকুণ্ড।

বসতি ও শ্রীরাধা-কুণ্ডের মধ্যস্থলে রাধাবাগ, কদমখণ্ডী ও লগমোহন কুণ্ড অবস্থিত।

শ্রীরাধাকুণ্ড—'গোবর্দ্ধন' হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে "আরিট্" গ্রাম বা শ্রীরাধাকুণ্ড অবস্থিত। বৃন্দাবন হইতে শ্রীরাধাকুণ্ড ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে অবস্থিত। কদমখণ্ডি হইতে প্রায় ১॥ মাইল ও বহুলা-বন হইতে কাঁচা রাস্তা আছে। 'আরিট্ গ্রামের' নাম ও শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাব-সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। কথিত হয় যে,—একদা শ্রীকৃষ্ণ চিদ্‌বিলাসময়ী কান্ত-লীলা-মাধুরী প্রকাশার্থ এইস্থানে বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ করেন, এবং কৌতুকে শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীমতী বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন, যদ্যপি অরিষ্টাসুর দৈত্য-বিশেষ, তথাপি সে বৃষাকৃতি। বৃষবধ-হেতু শ্রীকৃষ্ণে গো-বধের অপবিত্রতা স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতী কিছুতেই স্পর্শ করিতে দিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পদাঘাত করিবামাত্র সর্ব্বতীর্থের জলপূর্ণ একটি কুণ্ড প্রকটিত হইল। শ্রীমতী ও তাঁহার সখীগণের বিশ্বাসের জন্য তীর্থসমূহ তাঁহাদের স্ব-স্ব পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধারাণীর সহিত তাঁহার সখীবৃন্দকে প্রদর্শন এবং সর্ব্ব-তীর্থকে সম্বোধন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সেই তীর্থে স্নান করিলেন। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথির অর্দ্ধরাত্রে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

এইরূপে শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রকাশ হইল। এদিকে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রগল্ভ বাক্য শ্রবণে অতি শীঘ্র সখিগণের সহিত মিলিতা হইয়া শ্রীশ্যামকুণ্ডের পশ্চিম দিকে আর একটি কুণ্ড খনন করিলেন। কিন্তু তাহাতে জল হইল না এবং কোন তীর্থের আগমন হইল না। তখন তাঁহারা চিন্তিতা হইলে, শ্রীকৃষ্ণ শ্যামকুণ্ডের জলদ্বারা উহা পূর্ণ করিতে আদেশ করিলেন। তখন তাঁহারা অভিমানভর-লীলা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, শ্রীশ্যামকুণ্ডের জল বৃষাসুরের স্পর্শ-জনিত পাপধৌতিহেতু পাতকযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং ঐ জল লইলে শ্রীরাধাকুণ্ডও পাতকযুক্ত হইবে। তখন শ্রীমতী সখীগণ-সহ সর্ব্বতীর্থময়ী শ্রীমানসী গঙ্গার জল দ্বারা শ্রীরাধা-কুণ্ড পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তীর্থ সকলকে ইঙ্গিত করিবামাত্র, তীর্থ-সমূহ শ্রীমতীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমতী তীর্থগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ-কুণ্ডে প্রবেশ করিবার আদেশ প্রদান করিলে শ্রীশ্যামকুণ্ডের জলবেগ তীর ভেদ-পূর্ব্বক শ্রীরাধা-সরোবরে পতিত হইয়া পরিপূর্ণ করিলেন। এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রকট হইল। অদ্যাপি শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যভাগে তীর-ভেদ-চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। যাঁহাদের শ্রীরূপানুগবরের অপ্রাকৃত রসিক-শ্রেষ্ঠ শ্রীমুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণ-সৌভাগ্য-জনিত অপ্রাকৃত বিচার উদিত হইয়াছে, তাঁহারাই উক্ত লীলা-কথার মাধুর্য্য ও তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন।

কর্ম্মজড়-চিন্তা বা প্রাকৃত-সাহজিক-বিচারে বিপরীত বুঝা যাইবে। এই কুণ্ডদ্বয় শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দের পরম আশ্চর্য্য ও অপূর্ব্ব কেলিস্থান বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে।

শ্রীরাধাকুণ্ডের সকল দিকে ললিতাদি অষ্টমসখীর মঞ্জুল কুঞ্জরাজি শোভিত। আবার শ্রীশ্যামকুণ্ডের সর্ব্বদিকেও সুবলাদি নর্ম্ম-সখাগণের কুঞ্জ বিরাজিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবন-ভ্রমণ-লীলা প্রকট করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আরিট গ্রামে আগমন-পূর্ব্বক আরিট্-গ্রাম-বাসী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া উক্ত লুপ্ত স্থানদ্বয়ের কিছুই নির্দ্দেশ পাইলেন না। সর্ব্বজ্ঞ-চূড়ামণি শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত তীর্থদ্বয় লুপ্ত হইয়া দুইটী ধান্য-ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে জানিতে পারিয়া তাহার অল্প জলে স্নান করিয়া শ্রীকুণ্ডকে নানা প্রকারে স্তব করিয়া তথাকার মৃত্তিকা লইয়া সর্ব্বাঙ্গে তিলক করিলেন। তখন হইতেই লুপ্ত শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের বার্ত্তা প্রকাশিত হইল। উক্ত ক্ষেত্রদ্বয় তখন 'কালী' ও 'গৌরী'-নামে প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু উক্ত কুণ্ডদ্বয়ের সেবা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তখন একজন শ্রেষ্ঠী বদরিকাশ্রমে শ্রীনারায়ণকে বহু ধন প্রণামী দিতে গেলে শ্রীনারায়ণ স্বপ্নযোগে শ্রেষ্ঠীকে উক্ত ধন আরিট্ গ্রামে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে দিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া সেই ধন লইয়া আরিট্ গ্রামে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে দিলে, তিনি তাহাদ্বারা শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের সংস্কার-সেবা করেন।

দর্শনীয় স্থান—শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে

প্রায় তিন দিকে বেষ্টন করিয়া ললিতাদি অষ্টসখীর কুণ্ড বিরাজিত। শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যে শ্রীবজ্রনাভের আর একটী কুণ্ড আছে। শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্ব-দক্ষিণদিকে যে তমাল-তলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথম উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহার পশ্চিমে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক। তৎপশ্চিমে শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে শ্রীরাধারমণজীউর মন্দির। তাহার পশ্চিমে ধর্ম্মশালা, তাহার পশ্চিমে শ্রীরাধাকুণ্ডের দক্ষিণ-তীরে রাসমণ্ডল-বেদি বা রাসবাড়ী। তাহার দক্ষিণে শ্রীগোপীনাথের মন্দির। তাহার উত্তর-পশ্চিমে হনুমানজী, তাহার দক্ষিণে শ্রীগোকুলানন্দের মন্দির, তদ্দক্ষিণে মণিপুরের মহারাজের পুরাতন মন্দিরে গৌরগোপাল-বিগ্রহ। হনুমানের সম্মুখেই রাধাকুণ্ডের বাজার ও তথা হইতে গ্রাম আরম্ভ হইয়া কুণ্ডের পশ্চিম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হনুমানজীর উত্তর-পশ্চিমে এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে কুণ্ডেশ্বর-মহাদেব। ইহার কিঞ্চিৎ উত্তরে শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিম তটে বটবৃক্ষ তলায় ঝুলন হয়। এই বটবৃক্ষের পশ্চিমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের একটী পুরাতন উচ্চ মন্দির। কথিত হয় যে, শ্রীকুণ্ড হইতে এই বিগ্রহ উত্থিত হইয়াছিলেন। ইহার উত্তরে শ্রীরাধা-কুণ্ডের উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীশ্যাম-সুন্দরের মন্দির। তাহার উত্তরে শ্রীরাধাদামোদরের মন্দির। তদুত্তরে শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর স্থান, এখানে শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীবিগ্রহ বিদ্যমান। শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরের পূর্ব্বভাগে ও শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর পারে শ্রীজাহ্নবী-মাতার

উপবেশন-স্থান ও গোপীনাথজীর মন্দির। তাহার পূর্ব্বে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর ঘেরা ও সমাধি। শ্রীরাধা-কুণ্ডের পূর্ব্বতটে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর ভজন-কুটীর। তাহার দক্ষিণে শ্রীবঙ্কবিহারীর শ্রীমূর্ত্তি। তাহার দক্ষিণে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সঙ্গমস্থল মধ্যবর্ত্তী তীর। উহার উত্তর-প্রান্তে চরণচিহ্ন ও তদুপরি মর্ম্মর-প্রস্তরের এক মঞ্চ আছে। অপর দক্ষিণ-প্রান্তে গোবর্দ্ধন-শিলামঞ্চ। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজনকুটীর পূর্ব্বদিকে ; শ্যামকুণ্ডের উত্তর পারে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভজনকুটীর। তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্বে শ্যামকুণ্ডের উত্তর তীরেই শ্রীল ভূগর্ভগোস্বামী, শ্রীল দাসগোস্বামী ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সমাজ-ত্রয় একই কুটীর-মধ্যে অবস্থিত। ইহা তাঁহাদের "চিতা সমাধি" বলিয়া উক্তি। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীরের উত্তরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীর। উহার পূর্ব্ব-উত্তরে শ্রীগদাধর-চৈতন্যের মন্দির। তাহার উত্তর-পশ্চিম-কোণে শ্রীরাধা-গোবিন্দের মন্দির। ইহার পার্শ্বে গোবর্দ্ধনশিলা। কথিত আছে—শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বভাগে গোপকূপ নামে কূপ খননের সময় তথা হইতে এই শিলা উত্থিত হন। এবং স্বপ্নে উহা শ্রীগোবর্দ্ধনের জিহ্বা বলিয়া বিদিত হওয়ায় শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে আনীত হন। পরে মন্দিরের পার্শ্বস্থিত স্থানে বর্ত্তমান তেঁতুলতলায় ঐ শিলা স্থাপিত হন। প্রবাদ,—শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধাকুণ্ডের জল নিজ কার্য্যে ব্যবহার

করিতেন না। তজ্জন্য নিজ কার্য্যের জন্য শ্রীললিতাকুণ্ডের পূর্ব্বতটে আর একটী কূপ খনন করাইয়াছিলেন, তাহা তথায় এখনও আছে। শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম-দিকে শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরেবতী-বলরামের উত্তরে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ। গোবিন্দ-মন্দিরের পূর্ব্ব-উত্তর দিকে শ্রীজগন্নাথের মন্দির। তাহার দক্ষিণে কালাচাঁদের মন্দির। তাহার পূর্ব্বে তরাসের (পাবনা) জমিদারের ঠাকুর-বাড়ী। নিকটে ব্রজ-স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ। তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্বে নন্দিনী-ঘেরা। ইহার পূর্ব্ব-দক্ষিণে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর ভজনকুটীর ও ঘেরা। উহার পূর্ব্ব-দক্ষিণে শ্রীললিতবিহারীর মন্দির। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে মণিপুর-রাজার ঠাকুর-বাড়ী। উহার দক্ষিণ-পশ্চিমে গোপ-কূয়া, তৎপশ্চিমে ধর্ম্মশালা। ইহার পশ্চিমে সীতানাথের মন্দির। উহার উত্তরে শ্রীঅষ্টসখীর কুঞ্জ। ইহার পূর্ব্ব-উত্তরে ব্যাসঘেরা এবং তৎসংলগ্ন পূর্ব্ব-উত্তর-ভাগে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর উপবেশন-স্থান। শ্রীরাধা-কুণ্ডের গ্রামের উত্তরে বৃষ-ভানু কুণ্ড বা ভানুখোর, তৎপূর্ব্ব-ভাগে বলরাম-কুণ্ড, তদ্দক্ষিণে ললিতাদির অষ্টসখীর কুণ্ড, গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম-ভাগে শিবখোর এবং তদুত্তরে মাল্যহারি কুণ্ড। পথে শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠ।

শ্রীরাধাকুণ্ডের কতিপয় প্রসিদ্ধ ঘাট—(১) শ্রীমন্মহা-প্রভুর উপবেশন-ঘাট—শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্ব-দক্ষিণ-কোণে। (২) ভ্রমর-ঘাট—উহার নিম্নে ও তৎসংলগ্ন। (৩) অষ্ট-সখীর ঘাট—শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্ব-দক্ষিণ-কোণে গয়াঘাট ও মহাপ্রভুর উপবেশন-ঘাটের মধ্যস্থলে। (৪) গয়াঘাট—

শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বতীরে। গোপকূয়া হইতে রাধাকুণ্ডে যাইবার কালে এই ঘাট পাওয়া যায়। কথিত হয় যে, ব্রজবাসীগণ পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য গয়াতে গমন না করিয়া এখানেই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। (৫) শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ঘাট—ইহা ললিতাকুণ্ড-সঙ্গমের উত্তর-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ঘাটের পূর্ব্বভাগে শ্রীজীব প্রভুর ভজন-কুটীর। (৬) পঞ্চপাণ্ডব-ঘাট—শ্যামকুণ্ডের উত্তর তীরে এবং মানস-পাবন-ঘাটের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। প্রবাদ,—এই ঘাটের উপরিস্থিত পাঁচটী বৃক্ষ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট শ্রীরাধাকুণ্ডে ভজনাভিলাষী পঞ্চপাণ্ডব বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়াছিলেন। এই ঘাটের উত্তরেই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীর। (৭) মানস-পাবন-ঘাট—শ্রীশ্যাম-কুণ্ডের উত্তর-পশ্চিম-কোণে অবস্থিত। ইহা শ্রীরাধিকার মধ্যাহ্নস্নানের স্থান বলিয়া কথিত। (৮) গোবিন্দঘাট—শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বতটে বিরাজিত। (৯) ঝুলনবট-ঘাট—ইহা শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিম-তটে অবস্থিত। ঘাটের উপরিভাগে বটবৃক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন হইয়া থাকে। (১০) জাহ্নবাঘাট—শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর তীরে। শ্রীজাহ্নবা ঠাকুররাণী যে-সময়ে শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন, তখন এই স্থানে উপবেশন ও এই ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন। শ্রীরাধাকুণ্ড কার্ত্তিকী কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় প্রকটিত হন। প্রতিবৎসর ঐ সময় এই স্থানে বড় মেলা হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে শ্রীরাধাকুণ্ডের বর্ণন :—"শ্রীরাধা-কৃষ্ণের স্বকেলি সদন সদৃশ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডযুগলের মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড অধিকতর খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইহার উত্তর-দিকে ললিতার কুঞ্জ, ঈশান-কোণে বিশাখার কুঞ্জ, পূর্ব্বদিকে চিত্রার কুঞ্জ, অগ্নিকোণে ইন্দুলেখার কুঞ্জ, দক্ষিণদিকে চম্পক-তলার কুঞ্জ, নৈঋর্ত কোণে রঙ্গদেবীর কুঞ্জ, পশ্চিমদিকে তুঙ্গবিদ্যার কুঞ্জ, বায়ুকোণে সুদেবীর কুঞ্জ। এই কুঞ্জশ্রেণী বিপিন পালিকাগণ প্রতিক্ষণ বিদ্যমানা থাকিয়া নানাবিধ কুসুম ও মণিদর্পণ তোরন দিয়া সাজাইয়া থাকেন। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের হিন্দোলন-ক্রীড়া, হোলিক-ক্রীড়া, এবং পুষ্প-নির্ম্মিত কন্দুক দ্বারা যুদ্ধলীলা, লুকাচুরী-ক্রীড়া ও জলক্রীড়া শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে ও নীরেই প্রায় হইয়া থাকে। সুধা-গর্ব্ব-খর্ব্বকারি শত শত নানা জাতীয় ফল আস্বাদন দ্বারা এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরস্পর অক্ষকেলি নর্ম্ম দ্বারা, বিবিধ হাস্য ও লাস্য দ্বারা, কবিত্ব রস আস্বাদন দ্বারা, তথা শ্রীরাধার বিবিধ প্রকার মানভঞ্জন দ্বারা শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্ব-সৌভাগ্যাস্পদ এবং নিখিল জন নয়ন-মনোহর। শ্রীরাধাকুণ্ডের চারিদিকে তটচতুষ্টয় বিবিধ রত্ননির্ম্মিত সোপান শ্রেণী বিরাজিত। যে মণির দ্বারা তট বাঁধা, তদিতর মণি দ্বারা চারিদিকে অবগাহনাদির নিমিত্ত চারিটি ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক ঘাটের দুই দুই পার্শ্বে মণি-নির্ম্মিত কুট্টিম (চাতাল), এবং প্রত্যেক কুট্টিমের উপর ছত্রিকা, এবং প্রতি কুট্টিমের দুই দুই পার্শ্বে স্থিত দুই দুই তরুস্কন্ধলগ্ন দামবদ্ধ সদোলন হিন্দোলিকা রহিয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ডে জলমধ্যে

অনঙ্গমঞ্জরীর চন্দ্রকান্ত-মণিনির্ম্মিত গৃহ, ঐ গৃহে যাইবার জন্য উত্তর দিগ্বর্ত্তি-ঘাট হইতে সেতু আছে। উক্ত বিধূপল গৃহে গ্রীষ্মকালে শ্রীরাধিকা দেবী নিজ ভগিনী শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীকে শ্রীকৃষ্ণসহ শয়ন করাইয়া সুখে মগ্ন হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বদিক্ ও অগ্নিকোণের মধ্যে রাধাকুণ্ডে, শ্যামকুণ্ডের মিলন-হেতুক কনক-নির্ম্মিত পাপনাশক সেতুবন্ধ আছে, তাহার পরেই ভূমিমণ্ডলে নিরুপমা খ্যাতিযুক্ত নিখিল তীর্থের বিহার-স্থল, কৃষ্ণকুণ্ড (শ্যামকুণ্ড) বিদ্যমান রহিয়াছেন। শ্রীশ্যামকুণ্ডের দিগ্বিদিকে শ্রীরাধাকুণ্ডের অষ্টসখীর কুঞ্জের ন্যায় সুবলাদি সখাগণের কুঞ্জ বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্যামকুণ্ডের বায়ুকোণে সুবলানন্দ কুঞ্জ, এই কুঞ্জ সুবল শ্রীরাধিকাকে দিয়াছেন, ইহার নীচে মানস-পাবন-ঘাটে শ্রীরাধা সখী সঙ্গে নিত্য স্নান করেন। উত্তরদিকে মধুমঙ্গলানন্দ কুঞ্জ মধু-মঙ্গল ইহা ললিতা দেবীকে দিয়াছেন। ঈশানকোণে উজ্জ্বলা-নন্দদ কুঞ্জ, উজ্জ্বল ইহা বিশাখাকে দিয়াছেন। পূর্ব্বদিকে অর্জ্জুনানন্দদ কুঞ্জ, অর্জ্জুন ইহা চিত্রাকে দিয়াছেন। অগ্নিকোণে গন্ধর্ব্বানন্দদ কুঞ্জ, গন্ধর্ব্ব ইহা ইন্দুলেখাকে দিয়াছেন। দক্ষিণে বিদগ্ধানন্দদ কুঞ্জ, ইহা বিদগ্ধ চম্পকলতাকে দিয়াছেন। নৈর্ঋতে ভৃঙ্গানন্দদ কুঞ্জ, ভৃঙ্গ ইহা রঙ্গদেবীকে দিয়াছেন। পশ্চিমে কোকিলানন্দদ কুঞ্জ, ইহা কোকিল সুদেবীকে দিয়াছেন।

হিন্দোলিকার বর্ণনঃ—দক্ষিণে চাঁপার বৃক্ষে রত্ন-হিন্দোলিকা, পূর্ব্বে কদম্ববৃক্ষে রত্ন-হিন্দোলিকা, পশ্চিমে রসালবৃক্ষে রত্ন-হিন্দোলিকা, উত্তরে বকুলে রত্ন-হিন্দোলিকা বিরাজিত। পূর্ব্ব

ও অগ্নিকোণের মধ্যে শ্যামকুণ্ডের সহিত রত্ন স্তম্ভের অবলম্বনে বড় সেতুবন্ধ বিরাজিত। শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের তীরে বেষ্টন করিয়া যে সকল বৃক্ষরাজি বিরাজিত, প্রতি বৃক্ষমূলে নানারত্নে বাঁধান ও নীরতটে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বসিবার জন্য রত্নবেদি নির্ম্মিত আছে। প্রতি বৃক্ষতলে কুট্টিমে মণিবাঁধান কোনটী গলাসম উচ্চ কোনটী নাভিসম, কোনটী উরুসম উচ্চ বেদী নানা রত্নে বাধান ও নানা-রত্নে খচিত সোপান বিরাজিত।

কুণ্ডের চারি কোণে মাধবীর কুঞ্জে বাসন্তির চতুঃশালা অতি মনোরঞ্জন। সেই চতুঃশালা বেড়িয়া বহুতর কুঞ্জ বিরাজমান তথায় কাঞ্চন-কেশর ও অশোক শোভমান। তাহার বাহিরে কুণ্ড বেষ্টন করিয়া কদলীবৃক্ষ ফলাদিসহ সুশোভিত। তাহার বাহিরে পুষ্পের উপবন। কুণ্ড মধ্যে জলের উপর সেতু সহ রত্ন মন্দির বিরাজিত। তথায় সর্ব্ব-ঋতুগণ সর্ব্বদা সেবা করে শ্রীবৃন্দাদেবী সেইসকল কুঞ্জ, কট্টিম, চত্বরাদি নানা সুগন্ধি দ্রব্য চাঁদোয়া, পতাকা, পুষ্পাদি দ্বারা সর্ব্বদা সুসজ্জিত করিয়া রাখেন লীলাকুঞ্জে বোঁটাশূন্য কমল ও নানা সুকোমল পুষ্পে শয্যা উপাধানাদি সুসজ্জিত ও সুগন্ধিত করিয়া রাখিয়াছেন। তথায় মনোহর মধুপাত্র, তাম্বুলপাত্র সুরক্ষিত। বহুসংখ্যক কুঞ্জদাসী তথায় নিরন্তর নানাবিধ সেবায় নিযুক্তা আছেন। শ্রীবৃন্দাদেবী নিজগণ লইয়া উক্ত সেবায় বিবিধ পারিপাট্য বিধান তৎপর আছেন। কুণ্ডজলে কহ্লার, রক্তোৎপল, পুণ্ডরীক, ইন্দীবর, কৈরবাদির দ্বারা সুগন্ধিত করিয়াছেন। এবং মকরন্দ-পরাগে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন। জলে কলহংস-হংসী, চক্রবাক-চক্রবাকী

সারস-সারসী, কোক, ডাহুক-ডাহুকী আদি পক্ষীযুগল শ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রবণ-সুখকর ধ্বনি করিয়া সেবা করিতেছে। শুক-শারী সুখে কৃষ্ণলীলা রস-কাব্য রচনা করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সুখোৎপাদন করিতেছে। পারাবত, হরিতাল ও চাতকাদি কৃষ্ণকর্ণামৃত-ধ্বনি করিতেছে। চকোরগণ কোটিচন্দ্রবিনিন্দিত কৃষ্ণমুখশোভা দর্শন ও রশ্মিপান করিয়া চন্দ্র শোভাকে তিরস্কার করিতেছে। বৃক্ষলতা সকল পুষ্প-ফলে পূর্ণ হইয়া ফুল ও পক্কাপক্ক ফল দ্বারা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা করিতেছে। এই প্রকারে উভয় কুণ্ডের শোভা ও সেবা বিস্তার করিতেছে। উভয় কুণ্ডের তীরে অষ্টদিকে অষ্টসখী ও অষ্টসখার কুণ্ড শোভমান। সখী ও সখাগণ নিজহস্তে কুণ্ড-সংস্কার করিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সুখ-বিধান করিতেছেন। নিকটে উপবনের নিকট শিল্পশালা বিরাজিত। তাহার সীমায় বৃক্ষগণ, প্রসারিত মরকতমণি-রচিত পথ, তাহার দুই পার্শ্বে মণি-স্ফটিকের ভিতের উপর স্ফটিকমণি-রচিত ছোট ছোট নদীতরঙ্গের ন্যায় চিত্রিত রাখিয়াছে। অন্য লোক তথায় প্রবেশ করিলে ভিতে পথ-জ্ঞান হয় ও পথে ভিত-জ্ঞান হইয়া ভ্রমে পতিত হয়। এই প্রকার উপবন মধ্যে দ্বারবৃন্দ ও বিধির রত্নকলায় সুসজ্জিত রহিয়াছে।

ললিতাকুঞ্জ—কুণ্ডের উত্তরে অনঙ্গঅম্বুজ-নামক সুছন্দ চত্বর অষ্টদলপদ্মের ন্যায় শোভমান। তন্মধ্যে হেমরম্ভা-নামক কেশর কুসুমা, অষ্টদলে অষ্টকুঞ্জ বিরাজিত। তাহাতে স্ফটিক-মণির স্তম্ভ প্রবালাদি-দ্বারা রচিত চিত্রিত রতনচাল; তদুপরি রত্নকুম্ভ সুশোভিত। তদুপরি শ্রীরাধা-কৃষ্ণ আরোহণ করিয়া দূর বন দর্শন করেন। তিনতলা অতি উচ্চ অট্টালিকা তিন পার্শ্ব-

মুক্ত গৃহ সকল, নানারত্নে সুচিত্রিত গৃহ সকল বিরাজ করিতেছে তন্মধ্যে কণ্ঠ সম উচ্চ চারিদিকে সুন্দর সোপান বেষ্টিত কুট্টি সকল সুশোভিত। তাহা বেড়িয়া উচ্চ বৃক্ষগণ সুন্দর ফুল ফ সুশোভিত শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মনোহর কেলিস্থান বিরাজিত ললিতা-অন্নদা কুঞ্জের অগ্নিকোণে হিন্দোলের রত্নকুট্টিমা বিরাজিত উচ্চ উচ্চ পুষ্প-পূর্ণ বৃক্ষ বক্রগতি হইয়া শাখায় শাখায় মিলি হইয়া রত্নমণ্ডপের মত আচ্ছাদিত হিন্দোলিকা রচিত হইয়াছে তাহার শাখায় চারটী রজ্জু বদ্ধ হইয়া শাখার চারিকোণে ল হইয়া রহিয়াছে। নাভীসম উচ্চে পদ্মরাগ মণির প্রবালমণি পুরা দিয়া অতি সুমনোহর হিন্দোল সুশোভিত। তদুপ একহস্ত পুরু পদ্মরাগমণি-নির্ম্মিত বাহিরে অষ্টদলের ন্যায় রত্নপ শোভিত অষ্টদ্বার বিশিষ্ট হিন্দোলমঞ্চ। দক্ষিণদলের পা ২টী দ্বার আরোহনার্থে বিরাজিত। লঘু স্তম্ভদ্বয় পৃষ্ঠাবলম্বন মধ্যে পট্টতুলির বসিতে আসন, পার্শ্বে সুন্দর বালি সুশোভিত। উর্দ্ধে সুচিত্রিত চান্দোয়া মুক্তাদামগুচ্ছে সুসজ্জি রহিয়াছে।

তাহার অষ্টদলে অষ্টসখী, মাঝে রাধা-কৃষ্ণ এবং তলে দো দোলাইবার জন্য অন্য সখীবৃন্দ অবস্থিত। তথায় আর একদ —যথায় সকলেই দেখেন শ্রীরাধা-কৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে আছেন সেই হিন্দোলার নাম 'মদনান্দোলনা' শ্রীরাধা-কৃষ্ণ তাহাতে দোল-লীলা করেন। তথাকার সমস্ত সখীবৃন্দের অনুগত সেবিকাগণকে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ প্রেম-লীলা-আস্বাদনে দোদুল্যমা করেন। সকলেই সেই প্রেমের বিভিন্ন প্রকার আবর্ত্তে

আবর্ত্তিত হইয়া প্রেমরসে মত্ত হয়েন—ইহাই দোল-লীলার উদ্দেশ্য।

ললিতানন্দদা কুঞ্জের ঈশানকোণে (ঈশ্বরীর বিপুল সামর্থ্য-বিস্তারী কোণে) মাধবীর কুঞ্জশালায় অষ্টদিকে অষ্টকুঞ্জ ও মধ্যে কর্ণিকাতে আর এক কুঞ্জ, মোট নবকুঞ্জ বিরাজিত। তথাকার পুষ্পবৃক্ষে মূল হইতে শির পর্য্যন্ত পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া শ্রীমাধবের আনন্দ বিধান করিয়া 'মাধবানন্দদা', নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। এই কুঞ্জে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ বিবিধ প্রকার লীলা সখীগণ সঙ্গে রসাস্বাদন করেন। সকলেই মাধবের সুখ-বিধানে তৎপরা হইয়া নানাপ্রকার সেবার বৈশিষ্ট্য আস্বাদন করিতেছেন।

ললিতানন্দদা কুঞ্জের উত্তরে শ্বেতপদ্ম অষ্টকুঞ্জ ও মধ্যে কর্ণিকাতে স্বর্ণবর্ণ এক কুঞ্জ। তথায় শ্বেতবর্ণের পুন্নাগ (নাগকেশর) বৃক্ষে শ্বেতবর্ণের মল্লীলতা শ্বেতশাখা ও পুষ্পে বেষ্টিত রহিয়াছে। তাহার ভিতর চন্দ্রকান্ত মণিতে কিঞ্জল্ক-রচিত মণি শোভমানা রহিয়াছে। তথায় সুগন্ধি কুসুমের গন্ধে আমোদিত রহিয়াছে। শ্রীরাধা-কৃষ্ণ তথায় সখীগণ সহ নিত্য সুগন্ধামোদে গন্ধাস্বাদন ও শোভাদর্শনানন্দ লীলা করেন।

ললিতানন্দদা কুঞ্জের পশ্চিমদিকে মেঘাম্বুজ কুঞ্জ নিত্য-বিরাজিত। তাহার অষ্টদলে অষ্ট স্বর্ণবর্ণ উপকুঞ্জ, মধ্যে কর্ণিকাতে এক কুঞ্জে চম্পকতরুতে হেমলতাগণ হেমপুষ্পে অন্তর বাহির সুবর্ণবর্ণে রচিত হইয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা রসাস্বাদনে আনন্দ প্রদান করিতেছে।

ললিতানন্দদা কুঞ্জের ঈশান কোণে বিশাখার কুঞ্জ ষোলপত্র

পদ্মের ন্যায় বিরাজিত। চারিকোণে চম্পক বৃক্ষ, তাহাতে শ্যাম, পীত, অরুণ ও হরিত বর্ণের পুষ্পে সুশোভিত। তাহার অষ্টদিক বেষ্টন করিয়া মাধবী মল্লিকা লতা রহিয়াছে। প্রতিবৃক্ষের সমস্ত শাখা একত্রিত হইয়া উপরে মিলিত হইয়া মণ্ডপ রচনা করিয়াছে। তদুপরি শুক, পিক ও ভ্রমরাদি শব্দ করিতেছে। আশ্চর্য্য ময়ূরধ্বনি তাহাতে কর্ণ-হরণ করিতেছে। তাহার ভিতর স্থল ও জলপুষ্পে দিব্য শয্যা রচিত এবং নানাবর্ণে চিত্রিত চান্দোয়া উপরে শোভিত। তাহাতে চারিদ্বারে শ্বেত, অরুণ, শ্যাম ও পীত বর্ণের পদ্মের আকারের কপাট সহ। তাহাতে পুষ্প, পত্র ও শলাকা চিত্রিত। চপল ভ্রমরগণ তথায় দ্বার পাল। বৃক্ষশাখা আচ্ছাদিত, তন্মধ্যে ৪টি পিড়া আছে। তথায় বিশাখার শিষ্যা নম্রমুখী কুঞ্জের সেবাধ্যক্ষতা করেন। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা রসপ্লাবিত নয়ন মনোহর বদনসুখদা-নামে কুঞ্জ বিশাখানন্দদা কুঞ্জমধ্যে বিরাজিত।

উক্ত কুঞ্জের পূর্ব্বে চিত্রাদেবীর মনোহরকুঞ্জ। তথায় প্রতি বৃক্ষ, লতা পুষ্প, সকলেই বিচিত্র। অন্তরে ও বাহিরে বিচিত্ররত্নে শোভমান। তথাকার পক্ষীগণ, ভৃঙ্গ, কুট্টিমা, অঙ্গন, মণ্ডপ, হিন্দোলিকা সবই বিচিত্র। তাহার অগ্নিকোণে ইন্দুলেখার কুঞ্জ। তথাকার সকল স্থান চন্দ্রকান্তমণি ও স্ফটিকাদি-মণি খচিত। তথাকার পদ্ম, মল্লিকা, বৈরবাদি, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, পত্র, শুক, পিক, ভ্রমরাদি সকলেই শ্বেতবর্ণ। যে সকল পশু পক্ষী ইত্যাদি, তাহাদিগকে শব্দদ্বারা অনুভব করা যায়। রূপ দেখিয়া অনুভব করা যায় না। শ্রীরাধা-

কৃষ্ণ সখীগণ সহিত পৌর্ণমাসীসহ সকলেই শুভ্রবেশ ধারণ করিয়া লীলা করেন। অন্য কেহ তথায় যাইয়া চিনিতে পারে না। তথাকার কেলি-শয্যাদি সকলই শুভ্রবর্ণের। ইহা ইন্দুলেখার পূর্ণচন্দ্র নামে বিখ্যাত।

শ্রীকুণ্ডের **দক্ষিণে** চম্পকলতার কুঞ্জ। তথাকার লতা, পুষ্প, ফল, শুক, পিক, ভ্রমরাদি ; মণ্ডপ, কুট্টিমাদি, প্রাঙ্গণ, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি, সকলেই হেমবর্ণের। শ্রীকৃষ্ণ কুঙ্কুমাদি লেপন করিয়া হেমবর্ণের পোষাক পরিধান করিয়া, হেমবর্ণের পোষাকে আবৃত-সখীগণসহ প্রেমালাপন শ্রবণ করেন। পদ্মা যদি ঈর্ষা করিয়া জটিলাকে তথায় পাঠাইয়া দেয়, শ্রীরাধা-কৃষ্ণ একাসনে থাকিলেও জটিলা তাহা দেখিতে পায় না। সেই কুঞ্জের নাম 'চম্পকানন্দদা কুঞ্জ'। তথায় বিচিত্র পাকশালা ও ভোজনবেদী আছে। চম্পকলতা নিজ সখীগণসহ তথায় বিচিত্র পাক করিয়া সখীগণসহ শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে ভোজন করান।

শ্রীকুণ্ডের **নৈঋর্তে** রঙ্গদেবীর কুঞ্জ। তথাকার সকলই ইন্দ্রনীলমণি রচিত ও শ্যামবর্ণের। তমাল তরুতে শ্যামলতার সাজনি। মুখরাদি যদি কখনও তথায় গমন করে, শ্রীরাধা-কৃষ্ণ একাসনে থাকিলেও চিনিতে পারে না। সেই কুঞ্জের নাম 'রঙ্গদেবীসুখপ্রদ'।

শ্রীকুণ্ডের **পশ্চিমে** তুঙ্গবিদ্যার কুঞ্জ। 'তুঙ্গবিদ্যানন্দদা' নামে কুঞ্জে সকলই অরুণবর্ণের। রক্তমণিরতনে সমস্তই পরিপূর্ণ। শ্রীরাধা-কৃষ্ণ তথায় অরুণ-বরণ-বেশে লীলা করেন।

শ্রীকুণ্ডের বায়ুকোণে 'সুদেবীসুখদাশ্যাম' নামে সুদেবীর কুঞ্জ আছে। তথাকার সকলই হরিদ্বর্ণ। কুঞ্জমধ্যে পুষ্পরাগ চন্দ্রকান্তমণিতে আশ্চর্য্য মন্দির বিরাজিত। তাহার ঊর্দ্ধদেশ নীলবর্ণে চিত্রিত। চিত্ররঙ্গ নদীর তরঙ্গের ন্যায় বোধ হয়। মন্দিরের ভিতরে মরকতমণি দ্বারা মণি, হংস, পদ্মাদি চিত্রিত রহিয়াছে। তাহা ষোলপত্র পদ্মের ন্যায়। উত্তর দিকে সেতু আছে। তাহা ঠিক জলের মত। ইত্যাদি প্রকারে বহুকুঞ্জে সুশোভিত শ্রীরাধাকুণ্ড। সেই শ্রীরাধাকুণ্ডে যদি কেহ একবার স্নান করেন, তাঁহার কৃষ্ণে রাধার ন্যায় প্রেম লাভ হয়। শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা কেহ বর্ণন করিতে পারে না।

শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্

[শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রণীতম্]

বৃষভদনুজনাশান্নর্ম্মধর্ম্মোক্তিরঙ্গৈর্নিখিল-নিজসখীভির্যৎ স্বহস্তেন পূর্ণম্। প্রকটিতমপি বৃন্দাবণ্যরাজ্ঞ্যা প্রমোদৈস্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ১ ॥ অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বৃষরূপী দৈত্য নিহত হইলে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণীকর্ত্তৃক কৌতুক-স্বভাবজাত বচনপারিপাট্য-সহকারে, (অর্থাৎ তুমি বৃষহত্যা করায় যে পাপ হইয়াছে, তজ্জন্য আমাদিগকেও সর্ব্বতীর্থের জলে স্নানদ্বারা শুদ্ধ হইতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ পরিহাসবচন-প্রয়োগ-পূর্ব্বক একস্থানে সর্ব্বতীর্থের জল সংগ্রহ করিবার জন্য স্বীয় সমস্ত

সখীগণের সহিত নিজহস্তদ্বারা আনন্দে যাহা আবিষ্কৃত অর্থাৎ খনিত এবং পরিপূরিত হইয়াছে। সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥

ব্রজভুবি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈরসুলভমপি তূর্ণং প্রেমকল্পদ্রুমং তম্। জনয়তি হৃদি ভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং যত্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ২ ॥ অর্থাৎ—যাহা স্নানকারী ব্যক্তির হৃদয়ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণের বাঞ্ছাতিশয়দ্বারাও দুষ্প্রাপ্য অতিপ্রিয় সুপ্রসিদ্ধ প্রেমকল্প-তরু উৎপাদিত করেন, সেই অতিমনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥২॥

অঘরিপুরপি যত্নাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদপ্রসরকৃতকটাক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ প্রকামম্। অনুসরতি যদুচ্চৈঃস্নানসেবানু-বন্ধৈস্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥৩॥ অর্থাৎ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও মানিনী শ্রীরাধার প্রসাদাতিশয়জনিত কটাক্ষলাভের আশায় এস্থলে যত্নসহকারে স্নানাতিশয়রূপ-নিত্যসেবাদ্বারা পর্য্যাপ্তভাবে যাঁহার অনুসরণ করেন, সেই অতিমনোরম শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥

ব্রজভুবনসুধাংশোঃ প্রেমভূমির্নিকামং ব্রজমধুরকিশোরী-মৌলিরত্নপ্রিয়েব। পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তনৈব তস্যা-স্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৪ ॥ অর্থাৎ—ব্রজের মধুররসাশ্রিত কিশোরীগণের শিরোমণিস্বরূপা প্রিয়তমা শ্রীরাধার ন্যায় যাহা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অতিশয় প্রেমভাজন, এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকর্তৃকই শ্রীরাধার নামদ্বারা প্রচারিত

অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড নামে প্রকাশিত সেই অতিমনোরম শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৪ ॥

অপি জন ইহ কশ্চিদ্ যস্য সেবাপ্রসাদৈঃ প্রণয়সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ। সপদি কিল মদীশা-দাস্যপুষ্প-প্রশস্যা তদদিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৫ ॥ অর্থাৎ—যাঁহার সেবানুগ্রহে এ জগতে যে কোনও ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকল্প-লতিকা হইয়া মদীশ্বরী শ্রীরাধার দাস্যরূপ পুষ্পসমৃদ্ধিলাভে প্রশংসনীয়া হয়, সেই অতিমনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥

তটমধুরনিকুঞ্জাঃ ক্লৃপ্তনামান উচ্চৈর্নিজপরিজনবর্গৈঃ সংবিভাজ্যাশ্রিতাস্তৈঃ। মধুকর-রুতরম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা-স্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে॥ ৬॥ অর্থাৎ—শ্রীরাধার পরিজনবর্গ শ্রীললিতাদিসখীগণ কর্ত্তৃক উত্তমরূপে কল্পিতনামবিশিষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্বতটে চিত্রাসুখদ, অগ্নিকোণে ইন্দুলেখাসুখদ ইত্যাদি নামবিশিষ্ট, এবং সেই ললিতাদি-সখীগণ কর্ত্তৃক বিভাগক্রমে আশ্রিত, ভ্রমরগুঞ্জনরম্য ও সকলের কামনীয়রূপে যাঁহার তটদেশে মধুররসের উদ্দীপক নিকুঞ্জসমূহ শোভা পাইতেছে, সেই অতিমনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন।। ৬ ॥

তটভুবি বরবেদ্যাং যস্য নর্ম্মাতিহৃদ্যাং মধুরমধুরবার্ত্তাং গোষ্ঠচন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা। প্রথয়তি মিথ ঈশা প্রাণসখ্যালিভিঃ সা তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে॥ ৭॥ অর্থাৎ—যাঁহার তীরভূমিতে উত্তমবেদিকার উপরিভাগে মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা

প্রাণসখীগণের সহিত শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের কৌতুকমনোহর অতিমধুর বৃত্তান্তসমূহ পরস্পর বাক্যপরিপাটীসহকারে প্রকাশ করেন, সেই অতিমনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

অনুদিনমতিরঙ্গৈঃ প্রেমমত্তালিসঙ্ঘৈর্বরসরসিজগন্ধৈর্হারিবারিপ্রপূর্ণে। বিহরত ইহ যস্মিন্ দম্পতী তৌ প্রমত্তৌ তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে॥ ৮॥ অর্থাৎ—উত্তম-কমল-সৌরভযুক্ত মনোহরসলিলপূর্ণ এই যে রাধাকুণ্ডে সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রমত্ত হইয়া প্রেমমত্ত সখীগণের সহিত অতিরঙ্গে প্রত্যহ বিহার করেন, সেই অতিমনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন।। ৮ ॥

অবিকলমতি দেব্যাশ্চারু কুণ্ডাষ্টকং যঃ পরিপঠতি তদীয়োল্লাসিদাস্যার্পিতাত্মা। অচিরমিহ শরীরে দর্শয়ত্যেব তস্মৈ মধুরিপুরতিমোদৈঃ শ্লিষ্যমাণাং প্রিয়াং তাম্ ॥ ৯ ॥

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি শ্রীরাধার নিয়ত-প্রকাশমান দাস্যে সমর্পিতচিত্ত হইয়া শ্রীরাধিকার মনোহর কুণ্ডাষ্টক স্থিরবুদ্ধিতে সম্যক্ পাঠ করেন, শ্রীকৃষ্ণ এই শরীরেই সেই ব্যক্তিকে অতি শীঘ্র অতিহর্ষযুক্তা প্রিয়া শ্রীরাধিকার দর্শনলাভ নিশ্চয়ই করাইয়া থাকেন। ইতি শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্ ॥

এই প্রকার অসংখ্য কুঞ্জ শ্রীরাধাকুণ্ডতটে বিরাজিত থাকিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কুঞ্জবিহার-লীলা সম্পাদন করিতেছে। মাত্র প্রধান প্রধান কয়েকটি কুঞ্জের বিবরণ প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য কুঞ্জ ও গোষ্ঠবাটী শ্রীরাধাকুণ্ডতটে

বিরাজিত। তথায় নিত্যসিদ্ধ রাধানুগাগণ নিত্যকাল শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিচিত্র সেবার পরিপাট্য বিধান করিতেছেন। তথায় শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্যরাসক্রীড়া সংঘটিত হইতেছে। তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরাধার অন্যত্র গমন হয় নাই। অর্থাৎ অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সর্ব্বরস ও ভাবাধার-স্বরূপা সগণ শ্রীরাধা তথা তৎকুণ্ডে সর্ব্বক্ষণ পরিপূর্ণ ও সুনির্ম্মল-ভাবে আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। অনন্ত সখীগণ ও মঞ্জরীগণ নিজ-নিজ যূথেশ্বরীগণের আনুগত্যে তথায় অবস্থান করিয়া বিভাগানুযায়ী নিজ-নিজ সেবায় সুষ্ঠুতা সম্পাদন-তৎপরা। সখীগণের কুঞ্জে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সর্ব্বদা বিলাসপরায়ণ। আবার মঞ্জরীগণেরও তথায় নিজ-নিজ সেবা পরিপাটী সম্পাদনার্থ অসংখ্য গোষ্ঠবাটীতে সুশোভিত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিচিত্র লীলারসাস্বাদন ও বিলাস-বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীরাধাকুঞ্জবাসী শ্রীকমলমঞ্জরী। তিনি নিজ পরিচয় কৃপা পূর্ব্বক প্রদান করিয়াছেন। যথা—"আমি ত' স্বানন্দ-সুখদবাসী। রাধিকামাধবচরণ-দাসী॥ ভকতিবিনোদ শ্রীরাধা-চরণে। সঁপেছে পরাণ অতীব যতনে॥ ইত্যাদি॥ **বরণে তড়িৎ, বাস 'তারাবলী', 'কমলমঞ্জরী' নাম। সাড়েবারবর্ষ বয়স সতত স্বানন্দ-সুখদ-ধাম॥ শ্রীকর্পূর-সেবা, ললিতার গণ, রাধা যূথেশ্বরী হন। মমেশ্বরী-নাথ, শ্রীনন্দ-নন্দন, আমার পরাণ-ধন॥ শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির সম, যুগল-সেবায় আশ। অবশ্য সেরূপ সেবা পা'ব আমি পারাকাষ্ঠা, সুবিশ্বাস॥ কবে বা এ

দাসী, সংসিদ্ধি লভিবে, রাধাকুণ্ডে বাস করি'। রাধা-কৃষ্ণ-সেবা, সতত করিবে, পূর্ব্বস্মৃতি পরিহরি'॥" ললিতাকুণ্ডের তীরে তাঁহার স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ বিরাজিত। এইরূপ শ্রীল গৌর-কিশোর দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী শ্রীগুণ-মঞ্জরী। তাঁহার স্থান শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকুঞ্জবিহারীমঠে শ্রীমন্দির-সংলগ্ন একটি ছোট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবং নিজের নিত্য শ্রীরাধাকুণ্ডের স্থান 'গোষ্ঠবাটী' বলিয়া জানাইয়াছেন। তিনি 'শ্রীনয়নমণি মঞ্জরী'। তাঁহার শ্রীরাধাকুণ্ডের স্থানটি প্রচ্ছন্ন বিরোধী গুরুভোগী-কর্ত্তৃক জড় প্রতিষ্ঠা শুকরীবিষ্ঠা ও সামান্য অর্থলোভে এক্ষণে সেবকগণের সেবা বঞ্চিত করিয়া বিষয়ীর করে হস্তান্তরিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা সেবাবিরোধ, গুরুবিদ্বেষ ও অপরাধ আর কি থাকিতে পারে?

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পদাশ্রয়ে জাগতিক বিষয়-বাসনা বিদূরিত না হ'লে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পদাশ্রয় ক'রে মাথুর-মণ্ডলে আস্‌তে হয়। সেখানে এসে' শ্রীরূপ-রঘুনাথের চরণাশ্রয়ে কুণ্ডতটকে নিত্যবাসস্থান কর্‌তে হয়। শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা, সাক্ষাৎ শ্রীদাসগোস্বামী-প্রভুর সেবা আরম্ভ করা দরকার। সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে শ্রীমদন-মোহনের উপাসনা, অভিধেয়-বিচারে শ্রীগোবিন্দের উপাসনা এবং প্রয়োজন-বিচারে শ্রীগোপীনাথের উপাসনা।

শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কৃপা লাভ ক'র্‌তে হ'লে শ্রীরূপ-মঞ্জরীর আনুগত্য-ব্যতীত উপায় নাই। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী

শ্রীরূপের সর্ব্বপ্রধান অনুগ। শ্রীজীব রঘুনাথের অনুগ। শ্রীরূপগোস্বামী যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পরমহংস বৈষ্ণব-গণের হৃদয়ে প্রকাশিত আছে। শ্রীরাধাকুণ্ডতট জম্বুদ্বীপ বা বৈকুণ্ঠ বা মথুরামণ্ডলের ন্যায় পবিত্রতীর্থ-মাত্র নহে; শ্রীরাধাপাদপদ্ম-ভিখারীগণের আশ্রয়ণীয় আর কোন বস্তু নাই। শ্রীকুণ্ডই তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। সেই কুণ্ডের পথে কিরূপে যেতে হয়, 'উপদেশামৃত' সেই সন্ধান প্রদান ক'রেছেন।

শ্রীকুণ্ড-স্নানের যোগ্য পাত্র কে? দেহ-মনে আসক্ত আমাদের বৃষভানুনন্দিনীর কুণ্ডে স্নান করার উপযোগীতা নাই। যাঁ'রা দেহ ও মনে আবদ্ধ নহেন, তাঁ'দের চিরদিনই যোগ্যতা আছে। পিতা-মাতা আমাদের শরীর দিয়েছেন, এ বিচার যা'দের আছে বা মনের বিচার যা'দের আছে; তা'দের শ্রীরাধা-কুণ্ডে অবগাহন হয় না। যাঁ'দের অপ্রাকৃত-স্বরূপের দেহরূপাদি জ্ঞান আছে, তাঁ'রাই স্নান কর্তে পারেন। আমি শ্রীরাধা-কুণ্ডে স্নান ক'রে ফেলেছি, শ্রীরাধাকুণ্ডে ডুব দিয়ে ফেলেছি, আমি রক্ত-মাংসের পিণ্ড, আমি পত্নীর ভর্ত্তা বা আমি সন্ন্যাসী, আমি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—এরূপ বিচার নিয়ে কুণ্ড-স্নানের অধিকার নেই। এমন কি, ঐশ্বর্য্যমার্গের বিচার নিয়েও কুণ্ড-স্নান করা যায় না। আমাদিগকে শ্রীরাধার পাল্যদাসী-গণের বিচার 'অনুসরণ' ক'র্তে হ'বে, 'অনুকরণ' ক'র্তে হ'বে না। 'সখীভেকী' হ'লে মঙ্গল হ'বে না। প্রাকৃত-বিচার পরিত্যাগ ক'র্তে হ'বে। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত আত্মা

অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ ক'রে অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা গুরুরূপা সখীর অপ্রাকৃত কুঞ্জে অপ্রাকৃত পাল্যদাসীভাবে অবস্থান ক'রে বাহে অনুক্ষণ অপ্রাকৃত নামাশ্রয়-পূর্ব্বক, অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অষ্ট-কাল-সেবায় অপ্রাকৃত রাধার পরিচর্য্যা ক'রে থাকেন। জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি ও স্থূলশরীরে আত্মবুদ্ধি থাক্‌লে শ্রীরাধা-কুণ্ড-দর্শন বা শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নান হয় না।

শ্রীমতী বার্ষভানবী সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবা করেন। তাঁ'র মত শ্রীকৃষ্ণের সেবক আর কেউ হ'তে পারেন না। অলঙ্কারশাস্ত্রে 'কলহান্তরিতা', 'প্রোষিতভর্তৃকা' প্রভৃতি আট প্রকার সেবিকার কথা পাওয়া যায়; বৃষভানুনন্দিনী পূর্ণমাত্রায় সেই আট প্রকারের সেবা করেন। বার্ষভানবীর ঐ আট প্রকারের বন্ধু আছেন। এক এক প্রকার বিচারে এক এক জন সখী এবং সখীর অনুগত মঞ্জরীগণেরও এক এক প্রকার বিচার। কিন্তু বার্ষভানবীতে সমস্ত বিচার কৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবার জন্য পূর্ণভাবে র'য়েছে।

শ্রীরাধাকুণ্ড দ্রব-কৃষ্ণসেবা-বিগ্রহ ও মূল অরিষ্টবৎ।

বৃষভানুনন্দিনী অতি তরল পদার্থ, তাহাই শ্রীরাধাকুণ্ড-রূপে প্রকাশিত। শ্রীরাধাকুণ্ডের অপ্রাকৃত বারি ও শ্রীমতী রাধারাণী একই বস্তু। সেই জিনিষের যেন Mother tincture এর (মূল আরক বা অরিষ্টের) ন্যায়। সেই জলে যে-সকল পরম সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি অবগাহন করেন, তাঁ'রা চরম মঙ্গল লাভ কর্‌তে পারেন। জীবের চরম

প্রাপ্য—জীবের আকাঙ্ক্ষার শেষসীমা—প্রয়োজনের পরম প্রয়োজন—চেতন-রাজ্যের শেষ কথা—শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান। সুতরাং কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সকল কথা বৃষভানুনন্দিনীতে সর্ব্বক্ষণ পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত। অষ্টসখীর কুণ্ডে এক এক প্রকার ভাব পাই। কিন্তু রাধাকুণ্ড-স্নানে যুগপৎ আট প্রকার ভাব লাভ হয়। শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু এই সকল কথা বিশেষভাবে আলোচনা ক'রেছেন। জগতের রূপ-রসাদির বিচার সব ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের রূপ-রসাদির বিচার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত শ্রীরূপের কথা বুঝা যায় না। আমরা মনে করি, জগতের রূপ-রসাদির বিচার ছে'ড়ে দিলে থাক্‌বে কি?—থাক্‌বে সবই। কৃষ্ণ-প্রতিকূল ভাব সব ছেড়ে যা'বে, এতদ্ব্যতীত সবই থাক্‌বে। চুলকানির রোগী মনে করে যে, চুলকান রোগ যদি সে'রে যায়, তবে চুল্‌কাতে গিয়ে রক্তপাতের মধ্যেও যে অত্যন্ত কষ্টকর সাময়িক সুখানুভব হয়, তা' ত' আর থাক্‌ল না। যথা ভাঃ ৭।৯।৪৫—"যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখ-দুঃখম্। তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥ —গৃহমেধিগণের স্ত্রীসঙ্গাদিজনিত সুখ অতীব তুচ্ছ, উহা করদ্বয় সংঘর্ষণের ন্যায় দুঃখের পর দুঃখই দৃষ্ট হয়। কামুক ব্যক্তিগণ বহু দুঃখ ভোগ করিয়াও গৃহমেধসুখে পরিতৃপ্ত হয় না। (আপনার কৃপায়) কোন কোন ধীরব্যক্তি কণ্ডূতির (চুলকানির) ন্যায় কামকে ধারণ করিতে সমর্থ হন॥ 'এটা রেখে যদি সুবিধা হয়, তবে কিছু বলুন'—আমাদের এ জাতীয়

যে-সকল উক্তি, তা'তে আমরা সত্যের অনুসন্ধান করি না। চুলকানিটা বারমাস থাকুক, কেবল তা'র ভিতর যে কষ্টটুকু কমা'তে আমরা যে চেষ্টাটুকু করি, তা'ই পুণ্য বা পাপ-কার্য্য, কর্ম্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড। বার্ষভানবীর ভাবের অনুকূল যদি চিত্তবৃত্তি হয়, তা'হ'লেই পরমমুক্ত হ'য়ে যা'ব—সাংসারিক স্ত্রী-পুরুষের বিচার হ'তে মুক্ত হ'য়ে যা'ব।

শ্রীবার্ষভানবী এখন যে নেই, তা' নয়। এখন তাঁ'কে কোথায় পা'ব? এখনই আমরা তাঁ'কে পেতে পারি, তাঁ'র সেবা লাভ কর্‌তে পারি। আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীবার্ষভানবীর পদনখশোভা দর্শন করি, তা' হ'লে, বার্ষভানবীকে এখন কোথায় পা'ব, এরূপ বিচার নষ্ট হ'য়ে যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মেই শ্রীবার্ষভানবীর শ্রীপদনখ-সেবা আমরা লাভ কর্‌তে পারি। মধুর-রসে শ্রীগুরুপাদপদ্মই বার্ষভানবীর সখী বা অভিন্ন বার্ষভানবী। যাঁ'দের ললিতাকুণ্ডাদিতে নিমজ্জন হ'য়েছে, তাঁ'দের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীবার্ষভানবীর পাদপদ্মে স্বতন্ত্র বিচার আসে না। শ্রীগুণমঞ্জরী প্রভুকে দেখ্‌বার জন্য চক্ষুতারকা যখন অগ্রসর হয়, তখন গুণমঞ্জরীর গুণদর্শনে তাঁ'কে বার্ষভানবী হ'তে আলাদা মনে হয় না। তাই-বলে এটা অহংগ্রহোপাসনার কথা নয়। ইহা গুরুপাদপদ্মের কথা,—অন্য মঞ্জরীর কথা নয়। বার্ষভানবীর পাল্য-বিচার আস্‌লেই আমাদের চরম মঙ্গল হ'বে।

শরীরবেগ তিন প্রকার। বেশী খা'ব,—এটা উদরবেগ, ভাল খাব,—এটা জিহ্বাবেগ, আর তা'র ফলস্বরূপ উপস্থবেগ।

হৃদ্‌রোগ কামের হস্ত হ'তে উদ্ধার লাভ কর্‌তে হ'লে অপ্রাকৃত কামদেবের কাম-চরিতার্থকারী সেবকগণের সেবায় শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হ'তে হ'বে। নিজে কামুক হয়ে পড়্‌লে আর শ্রদ্ধা থাক্‌ল না। অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা চাই। অনেক সময় ভোগ-পিপাসাটা শ্রদ্ধার মত মুখস প'রে লোকবঞ্চনা করে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ সেটা বুঝ্‌তে পারে না। তা'রা 'বিক্রীড়িতং'-শ্লোকের অর্থ ঠিক উল্‌টো বুঝে। কি প্রকারে উৎক্রান্ত দশা লাভ কর্‌তে পার্‌ব, বার্ষভানবীর কিঙ্করী হ'তে পার্‌ব, ইহ জীবন থাক্‌তে থাক্‌তেই অপ্রাকৃত মধুর-রসের সেবায় বার্ষভানবীর পাল্যগণে গণিত হ'তে পার্‌ব, তদ্বিষয়ে সুতীব্র চেষ্টা থাকা দরকার। নতুবা—"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ ** গোখরঃ"—এই বুদ্ধিকে অতিক্রম করা যা'বে না। পশুপক্ষীর প্রেমের অভিজ্ঞতা-পূর্ণ মস্তিষ্ক নিয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলার কথা আলোচনা, কিংবা শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস ও স্বরূপ আলোচনা কর্‌বার ধৃষ্টতা দেখা'লে আমাদিগকে প্রাকৃত-সাহজিক, Archeologist, Linguist, প্রভৃতি ক'রে ফেল্‌বে। Theosophist, Panthiest হ'লেও কৃষ্ণকথা বুঝ্‌তে পার্‌ব না। কৃষ্ণকথায় তা'দের প্রবেশ নিষেধ।

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীরাধাকৃষ্ণের জলক্রীড়া, পাশখেলা, হিন্দোল-লীলা, বংশীহৃতি ইত্যাদি অপ্রাকৃত লীলা-রস নিত্য শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের আনুগত্যে প্রাকৃতভাব-রহিত শুদ্ধ-চিত্তে শ্রবণাদি অপ্রাকৃত সাধনের দ্বারা যে যে স্থানে যাঁহার আনুগত্যে ও যে সেবায় লোভোৎপাদিত হইবে, সাধক

অতিসাবধানে শুদ্ধ রূপানুগ শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাসহ সাধন করিতে করিতে সিদ্ধদেহে সেই অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডে সেবাধিকার লাভ হইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

Historyর হাত হ'তে allegoryর হাত হ'তে পরিত্রাণ পাওয়াটাই হরিভজন। কৃষ্ণের প্রতি সাক্ষাৎ অনুশীলনের চেষ্টা না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত মঙ্গলের চেষ্টা উদিত হয় না। খুব সাবধানের সহিত অনুকূল অনুশীলন না হ'লে মাঝপথে আমাদিগকে বাঘে খে'য়ে ফেল্‌বে। "অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা ** ত্বং ভজ মনঃ। শ্লোক আলোচ্য।

এই শ্রীরাধাকুণ্ডের স্নানের ব্যবস্থা:—অরিষ্টাসুর বধ কৃষ্ণকৃপায় না হইলে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা লাভ হয় না। সেই অরিষ্টাসুর বৃষ-রূপী, তাহা পুরুষাভিমানের মূর্ত্তি। সেই পুরুষাভিমানরূপ প্রবল-শত্রুর কবলিত জীব শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা লাভ করিতে কিছুতেই পারে না। তাহার প্রবল প্রতাপ ও আস্ফালন মধুররসাশ্রিত ব্রজভজনকারীর নিকট ভীষণ। আবার ধর্ম্মের যণ্ডরূপে ধর্ম্মের প্রতীক। তাহার হস্ত ও স্পর্শ-দোষ হইতে উদ্ধার লাভ করিতেই হইবে।

শ্রীরত্ন-সিংহাসন—কুসুম-সরোবরের দক্ষিণে বিরাজিত। এই রত্ন-সিংহাসনে শ্রীমতী রাধিকা বিরাজ করিতেন। এই স্থান হইতে শঙ্খচূড়-বধের কারণ উৎপত্তি হইয়াছিল। ভাঃ ১০।৩৪ বর্ণিত হইয়াছে।—"হোলিকা-পূর্ণিমা-দিনে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও অন্যান্য সখাগণের সঙ্গে বনের মধ্যে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপিকাকুল ললিত-রাগিণীতে রাম ও শ্রীকৃষ্ণের

গুণগান করিতে লাগিলেন। তখন রজনীর প্রথম যাম। রাম ও কৃষ্ণ যখন চিত্তহারিণী রাগিণীতে গান করিতেছিলেন ও ক্রীড়া করিতেছিলেন, তখন কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় ভগবান্‌কে মনুষ্যমাত্র জ্ঞান করিয়া গোপীগণকে হরণ করিতে উদ্যত হইল। গোপীকুল 'রাম' ও 'কৃষ্ণ' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলে, রাম ও কৃষ্ণ শালবৃক্ষ-হস্তে শঙ্খচূড়ের প্রতি ধাবিত হইলেন। শঙ্খচূড় প্রাণভয়ে ভীত হইয়া গোপীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মুষ্টি-দ্বারা শঙ্খচূড়ের শিরোমণির সহিত মস্তক ছেদন-পূর্ব্বক সেই মণি শ্রীবলদেবকে প্রদান করিলেন। শ্রীবলদেব সেই মণি শ্রীমতীকে দেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইলে গিরিরাজের সীমা আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে গিরিরাজ আরও অধিকতর সমৃদ্ধ ছিলেন, বর্ত্তমানে ক্রমে ক্রমে নিম্নদিকে আত্মসংগোপন করিতেছেন। পশ্চিমে 'গোয়াল-কুণ্ড'; ইহার অগ্নি-কোণে 'যুগল-কুণ্ড'। তাহার দক্ষিণে 'কিল্লল-কুণ্ড' অবস্থিত। এই কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী বনকে '**খেলন**' বন বলে। এখানে সখাগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ 'কন্দুক' ক্রীড়া করিতেন। তথায় কিল্লল-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি শ্রীরাধা-মূর্ত্তি-সহ বিরাজিত আছেন। পূর্ব্বে এই গ্রামের নাম 'হরিগোকুল' ছিল। গোবর্দ্ধন-গিরিরাজ যেন সমতল ভূমি হইতে অকস্মাৎ উদিত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিকে ৪।৫ মাইল ব্যাপিয়া এবং গড়ে প্রায় ১০০ ফিট উচ্চ স্বীয় অঙ্গ বিস্তার করিয়া আছেন। শ্রীগিরিরাজ সাক্ষাৎ শ্রীগিরিধারীর শ্রীঅঙ্গ বলিয়া শাস্ত্র এবং স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং গিরিরাজের উপরে কাহাকেও উঠিতে নিষেধ করিয়াছেন।

গিরিরাজ 'যতিপুরা' ও 'আনোর' গ্রামের মধ্য-ভাগে দক্ষিণ-দিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত অঙ্গ প্রকাশ করিয়াছেন। এই-স্থানে পর্ব্বত-শিখরে এক মন্দির আছে।

শ্রীগোবর্দ্ধন—গো-শব্দে—গো-জাতি, ইহার পূজায় গোপ-জাতির গো-সম্পত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রবাদ। গো-শব্দে —'বাণী'—সকল শব্দই শ্রীকৃষ্ণ-বাচক; যে মূল আকর শব্দ হইতে 'প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-শব্দের উৎপত্তি, সেই শব্দ-ব্রহ্মের রূপ ধারণ করিয়া বিরাজমান—তিনি গিরিরাজ। 'গিরি'-শব্দে বাণী অর্থাৎ রাজ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণীর মূর্ত্তি—যাহা কেবলমাত্র কৃষ্ণ-সেবা-সুখোৎপাদনে নিযুক্ত। গো-শব্দে—'ইন্দ্রিয়'। যিনি ভক্তের ইন্দ্রিয়কে স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে বর্দ্ধিত করিয়া অণু হইলেও বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু-ধারণ-ক্ষমতা প্রদান করিয়া বিভু, বিরাট শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার প্রদান করিতে নিরন্তর নব-নবায়-মানভাবে রতিবৃদ্ধি করিয়া অজেয় শ্রীকৃষ্ণকেও সেবা গ্রহণা-ভিলাষী করিয়া তাঁহার ভক্তের-সেবাগ্রহণ-পিপাসার উদয় করাইতে, জয় করাইতে মহাশক্তির প্রকাশক। আবার শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ অক্ষয়, সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি যাঁহার প্রতি-ইন্দ্রিয়ে পরিপূর্ণরূপে সর্ব্বদা বিরাজিত, তাঁহার ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-কেও বর্দ্ধিত করিয়া নিত্য-পূর্ণ-অক্ষয়জন্য পরিতুষ্ট থাকিলেও নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়গুলিকে এমন-ভাবে বর্দ্ধিত ও অভাবগ্রস্ত করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুধার উদ্রেক ও ভক্ত-বস্তু-গ্রহণে লোভের উদয় করাইতে সক্ষম হইয়া গিরিরাজ-রূপে নিত্য বিরাজমান থাকিয়া উভয়ের উপর নিজ কৃপা ও প্রভাব বিস্তারে

সেব্য-সেবক-ভাবের উদ্বেলনে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিপুল রতিবৃদ্ধি করিয়া নিত্য-সেবা-প্রকটকারী মহাশক্তিশালী 'গোবর্দ্ধন' নামে প্রসিদ্ধ। গো-শব্দে বেদ—সর্ব্ববেদের-উৎপত্তিস্থল-রূপে প্রকাশ পরায়ণ সর্ব্ববেদের আকর ও সর্ব্ব-সিদ্ধান্তের স্থূলীভূত মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত। তিনি শ্রীরাধা-রাণীর প্রকাশিত—'হরিদাসবর্য্য'। শ্রীহ্লাদিনীর কৃপোদ্ভা-ষিতের প্রতি নিজ ভক্তভাব প্রকাশকারী। আবার শ্রীকৃষ্ণের-শক্তি প্রকাশে তিনিই আবার কৃষ্ণাভিন্ন বিগ্রহ হইয়া ভক্তের সেবা-গ্রহণকারী মহাকৃপাশক্তির ভগবদ্ভাবের প্রকটকারী। 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদ'—বিচারে তিনি শক্তি—শ্রীরাধা ও শক্তিমান্—শ্রীকৃষ্ণের সকল শক্তি-শক্তিমানের উভয়বৃত্তির প্ররোচক ও উদ্বোধকরূপে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের আকর।

শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্

[শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামী-বিরচিতম্]

নিজপতিভুজদণ্ডচ্ছত্রভাবং প্রপদ্য প্রতিহতমদধৃষ্টোদ্দণ্ড-দেবেন্দ্রগর্ব্ব। অতুলপৃথুলশৈলশ্রেণিভূপ প্রিয়ং মে নিজনিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ১ ॥ অর্থাৎ—হে গোবর্দ্ধন! আপনি অতুলনীয় অত্যুন্নত শৈলরাজির অধীশ্বর, এবং আপনিই নিজপতি শ্রীকৃষ্ণের ভুজরূপ দণ্ডের উপরে ছত্রভাব ধারণ করিয়া গর্ব্বিত, ধৃষ্ট ও উদ্ধত দেবরাজ ইন্দ্রের অহঙ্কার বিনাশ করিয়া-

ছিলেন। আপনি আমাকে অভীষ্ট নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন॥ ১॥

প্রমদ-মদন-লীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে রচয়তি নবযুনো-র্দ্বন্দ্বমস্মিন্নমন্দম্। ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তদ্দ্বয়োর্মে নিজ-নিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥ ২॥ অর্থাৎ—হে গোবর্দ্ধন! নবযুবযুগল আপনার এই প্রতিকন্দরে কন্দর্পোন্মাদজনিত ক্রীড়াসমূহ প্রচুরভাবে অনুষ্ঠান করিতেছেন, এই হেতু উক্ত উভয়ের সেই লীলাসমূহের প্রদর্শনের জন্য মধ্যস্থ হইয়া আপনি আমাকে নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন॥ ২॥

অনুপমমণিবেদীরত্নসিংহাসনোর্ব্বীরুহঝরদরসানুদ্রোণি-সঙ্ঘেষু রঙ্গৈঃ। সহ বলসখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥ ৩॥ অর্থাৎ—হে গোবর্দ্ধন! আপনি অনুপম মণিবেদিরূপ রত্নসিংহাসন, তরু, ঝর অর্থাৎ ক্ষুদ্র তরুসমাচ্ছন্ন নিবিড় বনভাগ, গর্ত্ত, সমদেশ ও দ্রোণি অর্থাৎ অন্তরালপ্রদেশসমূহে বলদেব ও সহচর-গণের সহিত নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে রঙ্গসহকারে খেলা করাইয়া আমাকে নিজ সমীপ-বাস প্রদান করুন॥ ৩॥

রসনিধিনবযূনোঃ সাক্ষিণীং দানকেলের্দ্যুতিপরিমলবিদ্ধাং শ্যামবেদীং প্রকাশ্য। রসিকবরকুলানাং মোদমাস্ফালয়ন্মে নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥ ৪॥ অর্থাৎ—হে গোবর্দ্ধন! আপনি পরমরসময় নবযুবযুগলের দানলীলার প্রকাশিকা এবং কান্তি-সৌরভ-সমন্বিতা শ্যামবেদীর প্রকটন-পূর্ব্বক নিজ ভক্তবৃন্দের হর্ষ প্রকাশ করিয়া আমাকে নিজ-

সমীপ-বাস প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

হরিদয়িতমপূর্ব্বং রাধিকাকুণ্ডমাত্মপ্রিয়সখমিহ কণ্ঠে নর্ম্মণালিঙ্গ্য গুপ্তঃ। নবযুবযুগখেলাস্তত্র পশ্যন্ রহো মে নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ৫ ॥ অর্থাৎ—হে গোবর্দ্ধন! আপনি যে স্থানে নিজ প্রিয় সখা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পরম বিচিত্র শ্রীরাধাকুণ্ডকে কৌতুকভরে কণ্ঠদেশে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এস্থলে গুপ্ত হইয়া নবযুব-যুগলের ক্রীড়াসমূহ অবলোকন করিতে করিতে অবস্থান করিতেছেন, সেই নির্জ্জন প্রদেশে আমাকে নিজসমীপবাস প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

স্থল-জল-তল-শষ্পৈর্ভূরুহচ্ছায়য়া চ প্রতিপদমনুকালং হন্ত সম্বর্দ্ধয়ন্ গাঃ। ত্রিজগতি নিজগোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্মে নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ৬॥ অর্থাৎ—হে গোবর্দ্ধন! আপনি সর্ব্বদা নানা স্থানে স্থল, জল, তল, নূতন তৃণ, এবং তরুছায়াদ্বারা গো-সমূহকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া, ত্রিলোকে নিজ 'গোবর্দ্ধন' এই নাম সার্থকরূপে প্রকাশ করিতেছেন, আপনি আমাকে নিজ সমীপ-বাস প্রদান করুন ॥ ৬ ॥

সুরপতিকৃতদীর্ঘদ্রোহতো গোষ্ঠরক্ষাং তব নবগৃহরূপস্যান্তরে কুর্ব্বতৈব। অঘবকরিপুণোচ্চৈর্দত্তমান দ্রুতং মে নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ৭ ॥ অর্থাৎ—হে গোবর্দ্ধন! অঘবকশত্রু শ্রীকৃষ্ণ নূতন গৃহরূপী আপনার মধ্যভাগেই ইন্দ্রকৃত দীর্ঘকালব্যাপী দ্রোহ অর্থাৎ বজ্রবারিবর্ষণরূপ উৎপীড়ন হইতে নিজ গোষ্ঠের রক্ষা করিয়া অধিকরূপে আপনাকে মান দান করিয়াছেন, আপনি আমাকে সত্বর নিজ সমীপ-বাস প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

গিরিনৃপ ! হরিদাস-শ্রেণীবর্য্যেতি নামামৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকাবক্ত্রচন্দ্রাৎ। ব্রজনবতিলকত্বে কৢপ্তো বেদৈঃ স্ফুটং মে নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥ ৮॥ অর্থাৎ—হে গিরিরাজ ! গোবর্দ্ধন ! শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে আপনার 'হরিদাসবর্য্য' এই প্রসিদ্ধ নামরূপ অমৃত প্রকাশিত হইয়াছে, আর আপনি বেদগণ কর্ত্তৃক ব্রজের নূতন তিলক-চিহ্নরূপে স্পষ্টরূপেই কল্পিত হইয়াছেন। আপনি আমাকে নিজ সমীপ-বাস প্রদান করুন॥ ৮॥

নিজজনযুতরাধাকৃষ্ণমৈত্রীরসাক্তব্রজনর-পশু-পক্ষিব্রাত-সৌখ্যৈকদাতঃ। অগণিতকরুণত্বান্মামুরীকৃত্য তান্তং নিজনিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥ ৯॥ অর্থাৎ—হে গোবর্দ্ধন ! আপনি নিজগণসংযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের মৈত্রীরসে আপ্লুত ব্রজের মানব, পশু ও বিহঙ্গ-সমূহের একমাত্র সুখদায়ক, আপনি অপার করুণাবশে আমাকে নিতান্তভাবে অঙ্গীকারপূর্ব্বক নিজ সমীপ-বাস প্রদান করুন॥ ৯॥

নিরুপাধিকরুণেন শ্রীশচীনন্দনেন ত্বয়ি কপটি-শঠোঽপি ত্বং-প্রিয়েণার্পিতোঽস্মি। ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্ণন্ নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥ ১০॥ অর্থাৎ—হে গোবর্দ্ধন! আমি কপটী এবং শঠ হইলেও আপনার প্রিয় অহৈতুক কৃপাময় শ্রীশচীনন্দন কর্ত্তৃক আপনার নিকটে অর্পিত হইয়াছি, কেবল এই হেতুই আমার সেই—প্রত্যক্ষ দৃষ্ট যোগ্যত্ব বা অযোগ্যত্ব গ্রহণ না করিয়া আপনি নিজ সমীপ-বাস প্রদান করুণ॥ ১০॥

রসদদশকমস্য শ্রীলগোবর্দ্ধনস্থ ক্ষিতিধরকুলভর্ত্তুর্যঃ প্রযত্না-দধীতে। স সপতি সুখদেহস্মিন্ বাসমাসাদ্য সাক্ষাচ্ছুভদ-যুগলসেবারত্নমাপ্নোতি তূর্ণম্॥ ১১॥ অর্থাৎ—যিনি পর্ব্বত-কুলপতি এই শ্রীমদ্ গোবর্দ্ধনের রসপ্রদ দশশ্লোক প্রযত্ন-সহকারে পাঠ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সুখপ্রদ এই গোবর্দ্ধনে বসতি লাভ করিয়া সাক্ষাদ্ভাবে পরমমঙ্গলপ্রদ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-রত্ন সত্বর প্রাপ্ত হ'ন ॥ ১১॥ ইতি শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্॥

কুসুম-সরোবর—শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে দেড়মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 'সুমনঃ সরোবর' বা কুসুম-সরোবর। এই স্থানে কুসুম-চয়নের ছলে শ্রীমতীর সহিত কৃষ্ণের মিলন হইত। এস্থানে শুদ্ধ-প্রস্ফুটিত-সেবকগণের শৃঙ্খলিত-সেবা-বিধানের স্থান। এই সরোবরে স্নাত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাধিকারে সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলিত যথাযথ ভাবে ও স্থানে নিজ নিজ সেবা শ্রীমতীর গণের দ্বারা গ্রথিত হইয়া কৃষ্ণ-সুখোৎপাদনে সুষ্ঠুতা সম্পাদন করিতে সক্ষম হ'ন। এ স্থানে শ্রীমতীর কৃপায় কৃষ্ণ তথায় মিলিত হইয়া তৎসেবা গ্রহণ করেন। সরোবর-তটে ব্রজের বলাই, (বাসুদেব নহেন) দুইটী মন্দির বিরাজিত। ইনি তৎকুণ্ডতটে থাকিয়া উক্ত সেবায় সহায়তা ও সুশৃঙ্খলিত করিতে একটীতে আকর্ষণী-শক্তি ও অন্যটীতে সুষ্ঠুভাবে বিশুদ্ধ করিয়া সেবাপোষণ করিতে নিযুক্ত আছেন।

সরোবরের পশ্চিম-দক্ষিনাংশে **শ্রীউদ্ধবের মন্দির**। তাহার উত্তর-পশ্চিমাংশে **উদ্ধব-কুণ্ড**। দ্বারকার-ভক্তদিগের ব্রজভজন-

রহস্য পরমগুহ্যত্ব-হেতু অপ্রকাশিত। পুরের (দ্বারকার) ভক্তের মধ্যে শ্রীউদ্ধব ব্রজভজন-রহস্যজ্ঞতার জন্য শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কৃপায় ব্রজমণ্ডলের মহিমা পুরমহিষীগণ এস্থানে আসিয়া শ্রীউদ্ধবজীর কৃপায় শ্রবণ করিয়াছিলেন। পুরমহিষীগণ মধুর-রসাশ্রিত হইলেও ব্রজের পারকীয়-উজ্জ্বল-রস-মাধুর্য্য আস্বাদনে অক্ষমা বলিয়া শ্রীউদ্ধবজী দ্বারকায় তাঁহাদিগকে বাল্যলীলা পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াছিলেন। সেই উদ্ধবকুণ্ডে শ্রীউদ্ধবজীর কৃপা-বারিপূর্ণ-সরোবরে স্নাত হইয়া পুরমহিষীগণও ব্রজের উন্নত-রসের কথা শ্রবণ-যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। অন্যের কা কথা।

কুসুম-সরোবরের পূর্ব্ব-দক্ষিণে শ্রীনারদকুণ্ড। দ্বারকার পার্ষদভক্ত শ্রীনারদও শ্রীবৃন্দাদেবীর উপদেশানুযায়ী এস্থানে ব্রজরস-রহস্য অবগত হইতে শ্রীবৃন্দাদেবীর কৃপায় সমর্থ হইয়া-ছিলেন। তথায় শ্রীনারদজীর বৈঠক আছে। শ্রীনারদ তথায় নিত্য ব্রজের কথা কীর্ত্তন করেন। কুসুম-সরোবরের দক্ষিণে-রত্ন সিংহাসন।

পশ্চিমদিকে 'গোয়াল-কুণ্ড'—এস্থানে কৃষ্ণসখা গোয়াল-বালকগণ মধুমঙ্গলের নিকট হইতে সূর্য্যপূজার নৈবেদ্য লুণ্ঠন করেন। মধুমঙ্গলের কৃপায় তাঁহারা অপ্রাকৃত সূর্য্য—যাঁহাকে শ্রীবার্ষভানবীদেবী পূজা করিতেন। তৎকৃপায় তাহাতে সখা-গণেরও তাঁহার প্রসাদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। প্রবল ব্যাকুলতারূপ লুণ্ঠন-বৃত্তিই তাহার মূল্য।

ইন্দ্রবেদী—ইন্দ্রপূজার স্থান—স্বরূপশক্তির লীলা-পোষণী-

শক্তি কৃষ্ণেচ্ছা-প্রপূরণার্থে নিত্যসিদ্ধ ব্রজের পার্ষদগণকে তাঁহাদের স্বরূপ সংগোপন করাইয়া নরলীলার মাধুর্য্যাকৃষ্ট করাইয়া নিজদিগকে সাধারণ নৈতিক বর্ণাশ্রমান্তর্গত গৃহস্থভাবের উদয় করাইয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদাদির সংহিতা-অংশে ইন্দ্রের বহু বহু স্তব রহিয়াছে। কারণ—ইন্দ্র মেঘপতি। তৎকৃপায় বারিবর্ষনাদি-দ্বারা শস্যাদি সঞ্জীবিত হইলে স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্মাদি সাধনে সমর্থ হয়। তজ্জন্য প্রাচীন সভ্যতার যুগ হইতে ইন্দ্রের আরাধনার কথা ঐতিহ্য গ্রন্থে দেখা যায়। নিত্যধামের কার্য্যগুলি এক অদ্বয়বস্তুর সুখের জন্য সাধিত হয় বলিয়া তাহাতে হেয়তা বা অবরতা নাই। এ জগতে সেই সব কার্য্যগুলি দেহ ও মনে আবদ্ধ ভোগারামি-গণের তোষণার্থ বিকৃতভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাহাতে হেয়তা ও অবরতা বর্ত্তমান। ব্রজবাসীগণের নিজের সুখ-বাঞ্ছার লেশমাত্রও না থাকায় তাঁহাদের কৃষ্ণকে পাল্যজ্ঞান-নিবন্ধন কৃষ্ণার্থে তাহাদের ইন্দ্রপূজার আয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধভক্তি সংস্থাপনার্থে কর্ম্মজড় যাজ্ঞিক বিপ্রগণের গর্ব্ব বিনাশ করিবার অব্যবহিত পরেই কর্ম্মদেবতা ইন্দ্রের গর্ব্ব নাশার্থ কর্ম্মজড়ব্যক্তিগণের অক্ষজজ্ঞানচেষ্টা গর্হণ করিয়া অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্তি বা আত্মার সহজধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে, কর্ম্মজড়-ব্যক্তিগণের ঈশ্বর-সম্বন্ধে ধারণা এবং তাহা-দের কর্ম্মাঙ্গাধীন ঈশ্বরের পূজাচেষ্টার প্রাকৃতত্ব ও সহজ আত্মধর্ম্মের অপ্রাকৃতত্ব প্রচারার্থ এই ইন্দ্রপূজা নিষেধ করেন। ইন্দ্রপূজার জন্য আহৃত বস্তুদ্বারা নিজের পূজা বিধান

করাইয়াছিলেন। যাহারা একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে স্বতন্ত্র ভগবান্ জ্ঞান না করিয়া অন্যান্য আধিকারিক দেবতার আরাধনা-তৎপর বা স্বতন্ত্র ভগবানের সহিত অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণকে সমপর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী, যাহারা দৈবীমায়ায় বিমোহিত হইয়া প্রাকৃত-শ্রদ্ধার সহিত অন্যদেবতা-ভজনকে 'ভগবদ্ভজন' বলিয়া ধারণা করেন, কিন্তু তাহাদের কার্য্যের অবৈধত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অযোগ্য, সেই সকল প্রাকৃত ব্যক্তিগণের দুর্ব্বুদ্ধি নিরাস করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল বস্তুদ্বারা নিজের পূজা করাইলেন। কৃষ্ণই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। সর্ব্ব-প্রকার দ্রব্যের দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরের পূজা করাই যে কর্ত্তব্য তাহা বুঝাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তপনতনয়া কালিন্দীকে, অত্যুন্নত গিরিগণকে, ব্রজ-জনের আশ্রয়ীভূত ও অভীষ্টপ্রদ নন্দীশ্বরকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া ব্রজগণের রক্ষার্থে ভূধরগণের শিরোভূষণস্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডকে ক্রোড়ে ধারণকারী বলিয়া সর্ব্বরস ও ভাব-দানে রক্ষাকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তা ও সর্ব্বকামপূরণক্ষম এই গিরিরাজকে অর্চ্চন-দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীগোবিন্দের দান-ক্রীড়ার সাক্ষীস্বরূপ এবং রসিক-ভক্তগণের হ্লাদবর্দ্ধক। তাই শ্রীভগবান্ তাঁহার অপ্রাকৃত দানে দানের ও গ্রহীতার সাক্ষী-স্বরূপত্ব গোপদিগকে বিশ্বাস জন্মাইতে অন্যপ্রকার রূপ গ্রহণ করিয়া 'আমি শৈল'—এই বলিয়া সমস্ত উপকরণ খাইয়া ফেলিলেন এবং নিজের পূজা

নিজে শিক্ষা দিতে আপনি আপনাকে পূজা করিলেন। শেষে সেই সর্ব্বগ্রহীতার প্রসাদের ও দানের দাতা-স্বরূপত্ব সর্ব্ববস্তু পুনঃ সম্পূর্ণত্ব সর্ব্বউপাদেয়ত্ব প্রকাশ করিয়া সেই সকল বস্তুর অপ্রাকৃতত্ব স্থাপন করিয়া মহাপ্রসাদের মহাবৈশিষ্ট্য ও উপাদেয়ত্ব দেখাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সেই অপ্রাকৃত গিরিবরকে (বাণীরাজকে) স্বহস্তে সপ্তাহ-কাল অর্থাৎ অপ্রাকৃত সপ্তগ্রহগণের অবিস্থিতি জন্য যে কালচক্র ভ্রাম্যমান তাহাদের নিত্যত্ব ও সম্পূর্ণত্ব এবং সকলের সেবাধিকার প্রদান করিয়া গোকুলের কাল তথা গ্রহগণের সর্ব্বক্ষণই বর্ত্তমানতার স্মৃষ্ঠু ও নিত্যত্ব প্রকাশ করিতে 'সপ্তাহ'-কাল ধারণ-রহস্য জ্ঞাপন করিলেন। কনিষ্ঠাঙ্গুল অর্থে—অনায়াসে সর্ব্ববাণীরাজ তথা সর্ব্বগুরুভারত্বও তাঁহার দ্বারা অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে—ইহা জানাইয়া সর্ব্বশক্তি তদনুগত ও স্বতন্ত্রভাবে সেই সকল শক্তির অপব্যবহার শক্তির হস্ত হইতে নিজাশ্রিত জনগণকে নিত্যকাল রক্ষা অনায়াসেই করিতে পারেন ও করেন। ইহাই জ্ঞাতব্য।

শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজ 'দানকেলীর সাক্ষী' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সেই দানকেলীর রহস্য ঃ—মহাদাতৃশিরোমণি ব্রজদেবীগণের শিরোমণি স্বরূপা শ্রীমতী বার্ষভানবী দেবী ও তাঁহার প্রধানা সখীবৃন্দসহ যে মহাদানের পসরা সাজাইয়া দানবীরের সেবায় স্মৃষ্ঠুসামগ্রীর আয়োজন ও প্রয়োজনসহ শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য অভিসার, তাহা হৈয়ঙ্গবীন অর্থাৎ সদ্য উৎপন্ন নবনীত। নবনীত চৌরশিরোমণির যজ্ঞার্থে। তাহার

দাতার ও গ্রহীতার উভয়েরই কার্য্য—'দান'। সেই মহাদানের মহাজন কে? সম্পত্তি কি? সেই দানের ফল কি? শ্রীকৃষ্ণ শুল্ক গ্রহীতারূপে মহাদাতৃ-শিরোমণির দানের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ। সহায়কারী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখাগণ। আবার শ্রীবার্ষভানবীর সেই দানের সহায়কারিণীগণও প্রিয়তমা বয়স্থা কতিপয়। শ্রীপৌর্ণমাসীদেবী, কুন্দলতা ও নান্দীমুখী বিশেষ সহায়-কারিণীরূপে এই মহাদান-লীলা-পোষিকা। সেই দানলীলা অতি গূঢ় রহস্যময়ী—যাহা এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন অতি অন্তরঙ্গ ব্যতীত অসংখ্যযূথেশ্বরী ও সখাগণের ও অধিকারাভাব। দাতৃ-শিরোমণির সগনের বয়ঃসন্ধিরূপ মহা রূপমাধুর্য্যের প্রকাশে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠার বিকাশ। যাহা রসিক শেখরচূড়ামণির পরিপূর্ণ সুষ্ঠু ইন্দ্রিয়তর্পনপর রস-মাধুর্য্যের ও সৌন্দর্য্যের এবং আস্বাদনের চরম প্রকাশ। গুণে সর্ব্বগুণাকরের পরিপূর্ণ অভি-ব্যক্তি। উভয়েই ইহার মহাজন, ধন—'প্রেমপরাকাষ্ঠা'। উভয় পক্ষকে সম্প্রকাশিত ও সম্প্রস্ফূটিত এবং আস্বাদ্য ও আস্বাদনের একত্ব সম্পাদন করিয়া উভয়কেই মহাপ্রেমসম্পত্তিতে মহাধনী করিয়া সেই মহাজনের এই লীলা-সম্পাদন ও পোষণ কার্য্য। কর্ত্তা—প্রেম। কার্য্য—প্রেম; কারণ—প্রেম; সম্প্রদাতা—প্রেম, অপাদান—প্রেম ও অধিকরণও—প্রেম। উভয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষা, —কার্য্য, সেবা—ইন্দ্রিয়বর্দ্ধন (বয়ঃসন্ধি ইত্যাদি); দ্রব্যাদি সরবরাহ, ভাবাদির প্রকাশ এবং সামীপ্য, একদেশ সম্বন্ধ, বিষয় ও ব্যাপ্তি এই চতুর্ব্বিধ অধিকরণ কারক প্রেমই। সেই মহাদানের সম্পত্তি কৃষ্ণের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পন-রূপা আনন্দের বিষয়া-

শ্রয়ের পরিপূর্ণ প্রয়োজন শিরোমণি। ফল—শ্রীরূপানুগগণের সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি। শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের বিশ্রস্ত সেবকগণের মহাসৌভাগ্যের ফলে শ্রীমতীবার্ষভানবী তদীয় প্রিয়তমা সখী ও মঞ্জরীগণের প্রিয়তমগণের; তাহা সাধারণের পক্ষে অতি সুদুর্ল্লভ মহারত্ন বিশেষ। সেই দানসত্রের সাক্ষী ও ভাণ্ডার এই শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজের বাণীভাণ্ডার।

মানসী গঙ্গা—ব্রজবাসীগণ গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে গমন সময়ে শ্রীগোবর্দ্ধনে রাত্রিবাসকালে শ্রীকৃষ্ণ "সর্ব্বতীর্থই এই ব্রজধামের সেবায় সর্ব্বদা তৎপর, কিন্তু কৃষ্ণ-পার্ষদগণ সহজ সরল দৈন্যবশে নিজদিগের মহামাহাত্ম্য সংগোপিত-প্রায় জন্য অজ্ঞের ন্যায় চরিত্র প্রকাশ করিতেন। ইহার প্রকাশার্থে মানস-সঙ্কল্প-মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্করী গঙ্গাদেবীকে ব্রজবাসীগণের নয়ন-গোচর করাইলেন। একারণ এ সরোবর মানস-গঙ্গা নামে পরিচিত। কার্ত্তিকী অমাবস্যা তিথিতে উক্ত তীর্থ প্রকটিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ দীপাবলীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-পদসেবিকা পবিত্রকারিণীর উৎসব সম্পাদন করেন। গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্মোদ্ভুতা পদজল হইলেও অপ্রাকৃত-বারি বিধায় শ্রীকৃষ্ণ তদ্দারা নিজ অভিষেকাদি সেবা গ্রহণ করেন। ঐ গঙ্গা আবার ইন্দ্র নিজ দর্পচূর্ণরূপ পবিত্রতা লাভ করিয়া ঐরাবত করানীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গোবিন্দ-পদে অভিষেক সম্পাদন করেন। জগতে পবিত্র-অপবিত্র-বিচারের পরপারে অপ্রাকৃত সলিলার পরম পাবনী-শক্তি হওয়ায়, যমুনা নিত্য অপ্রাকৃত বারি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ চিদ্বিলাস সেবাধিকারিণী, কিন্তু গঙ্গাদেবী

তদনুগত্যে নিজ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে প্রার্থনা পরিপূরণার্থে সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। ইহা শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৌকা-বিহার-লীলা-স্থান। ইহার তটদেশে শ্রীহরিদেবের শ্রীমন্দির। শ্রীহরিদেব সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের পালনীশক্তির মূল আকররূপে মূল অংশী, বিষ্ণুভক্তগণের পালনার্থে মথুরা পদ্মের পশ্চিমদলের অধিদেবস্বরূপে বিরাজিত। কুণ্ডতীরে মানসীদেবী মূর্ত্তিমতী শ্রীকৃষ্ণ-মানস পরিপূরণী শক্তিরূপে বিরাজিতা। সন্নিকটে মন্দিরের বায়ুকোণে ব্রহ্মকুণ্ড—ব্রহ্মার পূজার স্থান। মানসী-গঙ্গার উত্তরতটে চক্রেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে—ব্রহ্মার মানসচক্রের শেষ সীমায় চক্রেশ্বর মহাদেব নিজ ক্ষেত্রপালত্ব ও কৃষ্ণসেবার জন্য নিত্য বিরাজিত। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু এস্থানে ভজন করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের কৃপাশক্তি শ্রীরূপানুগগণকে বিতরণ করিতে নিজ-সেবা পারিপাট্য বিধান করিতেছেন। শ্রীগিরিরাজকে কেন্দ্রীভূত করিয়াই তাঁহার ভজন-প্রণালী শ্রীরূপানুগ-বর্গকে প্রদান করিতেছেন। তাহাতে সাধন-ক্লেশ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক সেই সাধন ক্লেশ সহজে বিতরণ কৌশল প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ চিহ্নিত গোবর্দ্ধন-শিলাই সাক্ষাৎ কৃষ্ণকৃপার কেন্দ্রত্ব সংরক্ষিত শক্তি-দ্বারা শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুদ্বারা শ্রীরূপানুগগণের ভজন-কৌশল ও চাতুর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় সেই গূঢ় রহস্য অবগত করাইতে এস্থানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু 'ব্রজবিলাস-স্তবে' মানসী-গঙ্গাকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৌকা-বিলাস-লীলা প্রকটনকারী

বলিয়াছেন। এস্থানে শ্রীগোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ। এখানে গিরিরাজ ব্রজবাসিগণের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেব্য সেবকগণের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিতে উৎসুক হইলে সেবক সেই সুযোগে সেব্যের সেবায় সর্ব্ব উপকরণ প্রদান করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। সেব্যের মহাকারুণ্যের নিদর্শন-স্বরূপ বলিয়া সেবকের পরম পূজ্য ও আদরনীয়। **ইন্দ্রধ্বজবেদী**—এ-স্থানে শ্রীনন্দাদি গোপগণ ইন্দ্র-পূজা করিতেন। **ঋণমোচন-পাপমোচন-কুণ্ড**—কৃষ্ণপূজায় সর্ব্ব পাপ ও ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়; এজন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-কুণ্ডে অবগাহন করিলে সর্ব্ব ঋণ ও পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। **পরাসৌলি**—পরারাসস্থলী—এস্থান শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত-কালীয় রাসস্থলী। **চন্দ্রসরোবর**—এস্থান রাসাবেশে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামস্থল। **গন্ধর্ব্বকুণ্ড**—এস্থানে গন্ধর্ব্বগণ-কৃষ্ণগীতে বিহ্বল হইয়াছিলেন।

পৈঠগ্রাম—পরাসৌলীতে বসন্তে মহারাস হইয়াছিল। এই রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে সাধারণী গোপীগণ অন্বেষণে বাহির হইলে পৈঠগ্রামের গুহামধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্ভুজ আকারে দেখিয়া 'নমো নারায়ণ' বলিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীরাধা উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রণয় মহিমার কাছে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শন চেষ্টা পরাভূত হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ তখন দুইটি হস্ত নিজদেহে প্রবিষ্ট করাইলেন (দুই হস্ত প্রবেশ বা পৈঠকরার জন্য পৈঠ নাম) এবং শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা প্রকাশ করিয়া মাধুর্য্যময় অপ্রাকৃত নবীনমদনরূপে নিজস্ব-স্বরূপ প্রকাশ

করিতে বাধ্য হইলেন। যেমন দ্বারকার প্রকাশ কুরুক্ষেত্র, সেইরূপ পৈঠগ্রামের প্রকাশই আলালনাথ।

অনিওর—শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় ব্রজবাসীগণ যখন শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা (অন্নকূট) উৎসব করেন, তখন শ্রীগোবর্দ্ধন মূর্ত্তিধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদত্ত-দ্রব্যসকল ভোজন করিতে লাগিলেন ও আকাশবাণীতে মেঘগম্ভীর বচনে 'আনিঔর' অর্থাৎ আরও আন এই বাক্যে ব্রজবাসীগণের সেবা-কৌতুক বৃদ্ধি করিয়া পরমানন্দ প্রদান করিতেছিলেন। সেব্য সেবকের সেবা গ্রহণ করেন এবং তাহাতে উভয়েরই যে কত আনন্দ সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া পরমানন্দে বিভোর হইয়া অতৃপ্ত সেব্য সেবকভাবের অপ্রাকৃত আনন্দ-বিধান করে তাহারই প্রকাশ-স্থান।

অন্নকূট—শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃতভাব অপ্রাকৃত ভক্তের অপরিমিত বিপুল সেবাসম্ভার গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ করেন ও হয়েন তাহাই অপ্রাকৃতবাণী সমন্বিত দ্রব্য স্তূপই অন্নকুট গোবর্দ্ধনে বিরাজিত। প্রতিবৎসর এস্থানে অন্নকূট মহোৎসব হইয়া থাকে। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ এস্থানে অন্নকূট মহোৎসব সম্পাদন করেন।

গোবিন্দকুণ্ড—এস্থানে দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র নিজদর্প চূর্ণ হইলে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণকে গোবিন্দনামে আধিপত্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বরত্ব জ্ঞাপক নূতন অভিষেকোৎসব সাক্ষাদ্ভাবে ঐরাবত করানীত গঙ্গাজলে সম্পাদন করেন। সেই অভিষেক জলে এই পরম পবিত্র কৃষ্ণাভিষেক বারিপূর্ণ অপ্রাকৃত সলিলা শ্রী-গোবিন্দকুণ্ড। সেই স্মৃতিতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ এই

শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে স্নান করিয়া তথায় অবস্থিতিকালে শ্রীগোপাল দেবের দর্শন ও সেবা লাভ করিয়া প্রয়োজন শিরোমণি লাভ করিয়াছিলেন। সেই কৃপাবারিতে স্নাত হইলে অপ্রাকৃত-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের কৃপালাভ ও সেবালাভে কৃতকৃতার্থ হওয়া যায়।

সুরভিকুণ্ড—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের গোগণের প্রতি প্রচুর প্রীতি-নিবন্ধন সম্বন্ধিত সুরভিকে (স্বর্গের) প্রীতি করা হেতু ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধ করায় ভীত হইয়া সুরভিকে সম্মুখে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিলেন। সুরভির আবেদনে ইন্দ্রের কিছু ভীতির লাঘব হওয়ায় কৃষ্ণ-সমক্ষে আসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তোষণের জন্য অভিষেকের প্রার্থনা করেন। এস্থানে সুরভি মধ্যস্থ থাকিয়া অপরাধীরও ক্ষমার ভরসা ও ভজনাধিকার; সেবনাধিকার লাভ হইতে পারে;—যদি নিজ দোষ বুঝিয়া প্রবল অনুতাপ হয়। তখন সুরভিদেবী অপরাধ ক্ষালনার্থে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আবেদন জানাইয়া তাহাকে কৃপা করেন।

রুদ্রকুণ্ড—রুদ্র এই নির্জ্জন কাননে একান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণে তৎপর হইয়া কৃষ্ণকৃপা লাভ করেন। রুদ্রানুগত শুদ্ধভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে ইচ্ছুক হইলে এই স্থানাশ্রয়ে ধামের প্রভাবে রুদ্রানুগতের শ্রীকৃষ্ণভজন সম্ভবপর হয়।

কদম্বখণ্ডি—এই কদম্ব কাননে শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন-দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের সেবক তথা সখাগণকে খণ্ডিত অর্থাৎ ধেনু ইত্যাদিকে বিভক্ত করিয়া দিয়া একান্তে শ্রীরাধার মিলনের জন্য

প্রতীক্ষা করেন। একান্ত শ্রীরাধার অনুগত শ্রীরূপানুগগণের নিজেশ্বরী সহ কৃষ্ণমিলনোৎসবোৎসুকতার জন্য পরম প্রীতিপ্রদ স্থান।

ব্রহ্মকুণ্ড—এই হ্রদে পুণ্যপ্রদ চারিটী তীর্থ বিরাজমান। দক্ষিণে—যমতীর্থ, পশ্চিমে—বরুণ-তীর্থ, উত্তরে—কুবেরতীর্থ ও পূর্ব্বে—ইন্দ্রতীর্থ বর্ত্তমান। ইহারা কৃষ্ণসেবার্থ ব্রজধামান্তর্গত শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয় পূর্ব্বক একান্তে শ্রীকৃষ্ণের ভজনে ব্রতী। এস্থান আশ্রয়ে ও এই কুণ্ডে স্নানকারী উক্ত দেবগণের ব্যতিরেক কৃপা হইতে শুদ্ধ হইয়া শুদ্ধ কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণভজন করিতে অধিকার প্রাপ্ত হন।

গোবর্দ্ধনাশ্রয়ী ভক্তের তৎকৃপায় নিত্যানন্দ কৃপা লাভের কথা জানা যায়। এস্থানে এক ধনী বলদেবভক্ত বলদেবদর্শনার্থ প্রবল ব্যাকুলিত হন। সেই সময়ে তীর্থ ভ্রমণার্থ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই ভক্ত সেবোপকরণ লইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট শ্রীবলদেব কৃপালাভের কথা নিবেদন করেন। স্বপ্নে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুই যে ব্রজের শ্রীবলদেব তাহা দেখাইতে নিজে তাঁহাকে বলদেব-রূপ প্রদর্শন করেন ও উভয়ে যে একতত্ত্ব তাহাও জানান। ভক্ত তাঁহকে নানা বহুমূল্য দিব্য অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিতে ইচ্ছুক হইলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন আমি শীঘ্রই তোমার ইচ্ছায় নানাবিধ অলঙ্কার ধারণ করিব। তাই বুঝি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার-ধারণ-লীলা?

শ্রীগোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলার রহস্য—শ্রীরাধাকুণ্ডে অতি-

প্রীতিবশতঃ শ্রীগোবর্দ্ধন-তটদেশে শ্রীকুণ্ড বিরাজিত বলিয়া সকল ব্রজবাসীগণকে তদাশ্রিত ও পাল্য জ্ঞান করাইতে এই গোবর্দ্ধন ধারণ-লীলার রহস্য। দেবারাধন অপেক্ষা কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিতে দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করিলেন। দেবচরিত্র প্রকাশ করিতে দেবেন্দ্রের জীব-কোটীত্ব ও বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে ইন্দ্রের চরিত্র প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন। দেবশ্রেষ্ঠ পর্য্যন্তও নিজ পূজা না পাইলে ক্রোধান্ধ হইয়া পূজকগণের সর্ব্বনাশ করিতে একটুও বিরত হয় না। যিনি দেবেন্দ্র পদে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাহাকেও পর্য্যন্ত চিনিতে দেবেন্দ্রের পর্য্যন্ত অধিকার বা জ্ঞান নাই, এতই অতত্ত্বজ্ঞ। কিন্তু শ্রীভগবৎ কৃপাপাত্র সাধুসঙ্গকারী যাঁহার যে তত্ত্ব, অধিকার, স্বরূপ, কৃত্য, শক্তি ও চরিত্র তৎ-তৎ কৃপালাভে কৃতকৃতার্থ ও তত্ত্বজ্ঞ হইয়া নাম ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীনামের কৃপা লাভ করিতে পারেন। তাই এই শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়ী তদাশ্রিতগণকে শাস্ত্র ও বাণী-পর্ব্বতের আশ্রয়ে সর্ব্বসিদ্ধান্তে পারঙ্গত করিয়া নামাপরাধের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করিতে পারেন। অতএব শুদ্ধ নাম-ভজনকারীর সর্ব্ব প্রথমেই সর্ব্বতোভাবে শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয় করাই প্রয়োজন। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের মহা-বৈশিষ্ট্য যে 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত'—তাহারই মূর্ত্তিমান শ্রীবিগ্রহই শ্রীগোবর্দ্ধন। শ্রীরাধা-শ্রিতগণ শ্রীগোবর্দ্ধনকে হরিদাসবর্য্য স্বরূপে ও শ্রীকৃষ্ণাশ্রিতগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ হরিস্বরূপে 'শক্তিশক্তিমতোরভেদ' সিদ্ধান্তের

অপূর্ব্ব মীমাংসা ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম। লীলা-বিচারে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও মহামাধুর্য্য প্রকট করিয়া তথায় শ্রীরাধাগোবিন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামাধুর্য্যময়ী লীলার আস্বাদন ও প্রকাশার্থে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনস্থান বিচারের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডকে সানুদেশে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তদাস্বাদনোপযোগী কুণ্ড ও কুঞ্জাদি তথা কন্দরে কন্দরে গুহামধ্যে গুহ্যদেশে অতি নিগূঢ় গুহ্য-লীলা-স্থান তথা সেবোপকরণ গিরিধাতু, ফল, মূল ও জলাদি সেবা সম্ভার ধারণ তথা সরবরাহ করিয়া সকল লীলারই মহাচমৎকারিত্ব, স্ফূর্ত্তত্ব ও মহামাধুর্য্য প্রকটকারী আধার ও অভিধাবৃত্তির সঞ্চারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন পরাকাষ্ঠা প্রকট করিয়া তাহারও আধার ও অভিধাবৃত্তির সঞ্চারে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন পরাকাষ্ঠা প্রকট করিয়া তাহারও আধার ও ভাণ্ডার তথা মহাদানের পসরা-স্বরূপ হইয়াছেন। ভক্তেচ্ছাপূরণকারী অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের মহামাধুর্য্যলীলার শ্রেষ্ঠ বিলাসই এই শ্রীগোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা। সকল প্রকার রসের ভক্তগণের যখন প্রবল কৃষ্ণদর্শন ও সেবন-বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হইল, তাহাদের সেবাগ্রহণ ও প্রদানাকাঙ্ক্ষার প্রবল উদ্বেলনে এই গিরিরাজ স্ফীত ও বর্দ্ধিত হইয়া ভক্ত-ভগবানের মিলনার্থে উদ্বুদ্ধ হইলেন। সকল ভক্তের বাঞ্ছা পূরণার্থে বাঞ্ছা-কল্পতরু ভক্তবাৎসল্যরূপ সুমহৎগুণকে সম্প্রকাশিত করিতে তদীয় ইচ্ছাশক্তির অঘটন-ঘটন-পটীয়সীর মহাশক্তির প্রকাশে ব্রজবাসীগণের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের কথামৃতের সুপ্লাবন আনয়ন

করিয়া চিরপ্রথা ইন্দ্রপূজা (শ্রেষ্ঠপূজা) বন্ধ করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন পূজার জন্য উৎকণ্ঠার প্রকট করিলেন। এদিকে ইন্দ্রের চিত্তেও ব্যতিরেকভাবে তাহাতে বিদ্বেষ বুদ্ধির উদয় হইল এবং তাহার অধিকারের সর্ব্ববস্তু ও শক্তি নিযুক্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহার সর্ব্বরসের পূর্ণ বিকাশার্থে গোবর্দ্ধনের সহায়তায় তাহাকে ধারণ করিলেন। ব্রজের সর্ব্বরসের ভক্তের আলয় যে সুগোপ্যভাবে শ্রীগোবর্দ্ধনের ভিতর নিত্য অবস্থিত হইয়া সেবা করিতেছেন, তাহার প্রকাশার্থে শ্রীকৃষ্ণ স্বচ্ছন্দে গোবর্দ্ধনকে যেন আহ্বান মাত্রেই নিজ কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর নিজ প্রভুর সেবা ও নিজেও কৃতার্থ হইতে মহোৎসাহে উঠিলেন। তখন শ্রীবলদেব (ব্রজের) নিজ অনন্তশক্তির সন্ধিনী শক্তি-মত্তত্ব স্বরূপের অনন্তদেবরূপে পর্ব্বততলে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া নিজ প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। এবং ব্রজবাসীগণের নিত্য বাসস্থান যে শ্রীগোবর্দ্ধনের মধ্যে তাহা দেখাইতে সকল রসের আশ্রিত ভক্তগণকে আকর্ষণ করিলেন। সকলেই সেই অত্যাশ্চর্য্যময় বিরাটস্থান দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শাস্ত্রে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের পাল্য অসংখ্য গোধন, অসংখ্য সখা ও তাঁহাদেরও অসংখ্য গোধন, পশু, পক্ষী, মহিষ, মেষ, বৃক্ষ, লতা, কুণ্ড, কুঞ্জ, অট্টালিকা, প্রাসাদাদি ; অসংখ্য ভৃত্যবর্গ ও সমস্ত ব্রজের ভৃত্যবর্গ, শ্রীনন্দমহারাজের শ্রীবৃষভানু প্রভৃতি বাৎসল্য রসাশ্রিত রাজন্যবর্গের গো, পশু, গৃহ, পক্ষী, কুক্কুর, বিড়ালাদি ও যাঁহার যাহা পালিত পশু ইত্যাদি ছিল সমস্তই, প্রজাবর্গ, কর্ম্মচারীবর্গ, তাহার পরিজনবর্গ, আত্মীয়, স্বজন, পুরোহিত

ইত্যাদি সম্পর্কীয়, অসম্পর্কীয় ব্রজবাসীগণ ; সমস্ত সখাবর্গ, দাসবর্গ, পিতৃমাতৃ, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, বন্ধু, বান্ধব, দাস, দাসী, কর্ম্মচারী, শ্রীনন্দ যশোদার সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন সখা-দাস-কর্ম্মচারী-বন্ধুবান্ধবের সম্পর্কিত সমস্ত ব্রজবাসীগণকে আকর্ষণ করিলেন। যে প্রেয়সীবর্গ সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনোৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া তীব্র উৎকণ্ঠায় বিরহযোগে অসহনীয় হইয়াছিলেন সকলকেই সেই সুযোগে মিলন তথা সর্ব্বপ্রকার সেবা আশা-পূরণের সুযোগ প্রদান করিলেন। সকলেই শ্রীগোবর্দ্ধনের আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীযোগমায়া তথায় মহাযোগ-পীঠের বিস্তার করিয়া সেই স্থানকে অতিবিস্তৃত করিয়া সকলের অবস্থানের ও যাহাতে সকলেই স্বচ্ছন্দে নিজ প্রাণকোটী সর্ব্বস্বনিধিকে দর্শন তথা ইচ্ছামত সেবা ও সঙ্গ লাভ করিতে সমর্থ হন সেই প্রকার বিধান করিলেন। তাঁহাদের প্রথমতঃই অবস্থান বিধির ব্যবস্থা করিলেন। সর্ব্ব নিকটে শ্রীরাধাদি প্রেয়সীবর্গের স্থান, তৎপরে মধুর রসাশ্রিত সখ্য রসিকের স্থান, তৎপর বাৎসল্য রসের মাতৃবর্গের, তৎপরে পিতৃবর্গের, তৎপরে সাধারণ সখাগণের, তৎপরে দাস-দাসীবর্গের, তৎপরে প্রজা, কৃষকাদির তৎপরে ধেনু, বৎস, গো, ষণ্ড, মহিষ, মেষ, ছাগ, হরিণ, ইত্যাদি, পক্ষীবর্গ ও সমস্ত শান্ত রসের ভক্তগণের অধিকার, রস, ভক্তি ও সেবার তারতম্যানুযায়ী সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিলেন। যেমন বংশীবটের তলে রাসস্থলীতে অন্ততঃ তিন শতকোটী ব্রজদেবী, তন্মধ্যে দুই দুইজনের মধ্যে এক এক কৃষ্ণ সকলেই স্বচ্ছন্দে নৃত্যগীতাদির উপযুক্ত পরিসর স্থানের

বিস্ফারণে করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এস্থানেও ব্যবস্থা করিলেন। সকলেই প্রবল পিপাসায় শ্রীকৃষ্ণমুখচন্দ্রনিস্থত সুধারস পানে মগ্ন, কেহ কাহাকেও চিনিতেছেন না, কিছু নিবারণ বা বাধা বা কোন প্রকার অসামঞ্জস্যের সম্ভাবনা হইল না। তথায় প্রচুর সকলের উপযোগী খাদ্য-পানীয়াদি থাকা সত্ত্বেও এই সপ্তাহকাল কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও ভোজন পানাদি বর্জ্জন করিয়া অনিমেষ-নয়নে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ দর্শনসুধা পান তথা পরিতৃপ্ত হইয়া মহা আনন্দের উৎসবে মগ্ন রহিলেন। তথায় সকলেই নিজ নিজ রস, যোগ্যতা, আশানুরূপ ভজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া রহিলেন। এই সপ্তাহ বৈকুণ্ঠলীলার কালের নিত্যতা হেতু 'সদা' শব্দ বাচ্য। এই সপ্তাহের মধ্যে ভৌমকালের কত কোটী কোটী যুগ কাটিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার প্রভাবে কেহই ইহা জ্ঞাত হইতে পারিলেন না। যখন শ্রীযোগমায়াদেবী ভৌমলীলানুস্মরণে ভৌমলীলা পোষণার্থে ইন্দ্র-দৌরাত্ম্যের অবসান জ্ঞাত করাই-লেন, তখন সকলে অসহনীয় বিরহাশঙ্কায় ব্যাকুল হইলেও ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে পুনঃ মিলনাশায় ভৌমলীলানুযায়ী সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ইহাই পরবর্ত্তিকালে শ্রীরাসলীলাদির পরম বৈচিত্র্যময়ী মাধুর্য্যাস্বাদনের সূচনা।

গৌরীতীর্থ—পরাসৌলী হইতে পূর্ব্বদিকে দেড় মাইল। বর্ত্তমানে লুপ্ত; চন্দ্রাবলীর স্থান।

সূর্য্যকুণ্ড—শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে উত্তরে পাঁচ মাইল দূরে। তথায় শ্রীশ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের ভজন-স্থান ও সমাধি বর্ত্তমান নামান্তর 'মোরনাখ্যা'। এ স্থানে

শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে পুরোহিত করিয়া সখীগণসহ সূর্য্যপূজা করিয়াছিলেন। বিপিনে সূর্য্যালয়ে সূর্য্যবিগ্রহ ছিলেন। তথাহি—"যমুনাজনকং সূর্য্যং সর্ব্বরোগাপহারকম্। মঙ্গলালয়-রূপং তং বন্দে কৃষ্ণরতিপ্রদম্॥"—"যমুনার পিতা, সর্ব্বরোগ-হারী (কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা ও ভোগপ্রবৃত্ত্যাদি অনাদি অবিদ্যাব্যাধি বিনাশক), কৃষ্ণপাদপদ্মে অনুরাগপ্রদানকারী, অতএব মঙ্গলের আধার-স্বরূপ সেই মূল অংশী সূর্য্যদেবকে বন্দনা করি।" এই কুণ্ডের উপর একটী চত্বরে (সিড়ির প্রস্তরময়ী ধাপে) শ্রীমতীর মুকুটচিহ্ন বর্ত্তমান। তথায় শ্রীমতী সূর্য্য-পূজা করিতে স্নান-কালে মুকুট খুলিয়া রাখিতেন।

নিকটে 'কেঙনাই' নামক গ্রাম। শ্রীকৃষ্ণ রাই বিহনে ব্যাকুল হইয়া দূতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'কেঙনা আই' এজন্য উক্ত নাম হইয়াছে। বর্ত্তমানে কোনাই নাম হইয়াছে, এ স্থান মাহাত্ম্য - শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে উদিত হয়। ভদ্রায়র-গ্রাম—শ্রীভদ্রা যুথেশ্বরীর বিলাসক্ষেত্র। মগহেরা গ্রাম—সকলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া মগ্ন হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান নাম মঘেরা। স্থান মাহাত্ম্যে—শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থে তীব্র ব্যাকুলতায় মগ্ন হইতে হয়। গাঠুলি-গ্রাম—শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে ২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং যতিপুরা হইতে অর্দ্ধমাইল উত্তরে। এস্থানে হোলি খেলা করিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সিংহাসনে বসিলে সখীগণ সঙ্গোপনে উভয়ের বস্ত্রে গাঁঠি বাঁধিয়াছিলেন। উঠিবার কালে লজ্জিত হইলে কোন সখী ফাগু লইয়া গাঁঠি খুলিয়া দেন। এস্থান মাহাত্ম্যে—শ্রীরাধা-

কৃষ্ণের নিত্য সম্বন্ধ ও নিজের সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয়। এই মায়ার জগতে অঞ্চল বন্ধন-শ্রবণে মায়ার কারাগারে দৃঢ় বন্ধন হয় এবং এস্থান-মাহাত্ম্যে মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণ পাদপদ্মে সম্বন্ধ দৃঢ় হয়। গুলালকুণ্ড ঃ—হেলি-খেলান্তে সকলে এই কুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন। বসন্তকালে এই কুণ্ডে কোন কোন ভক্ত ফাগু দর্শন করেন। গাঁঠুলিগ্রামে মধ্যে মধ্যে শ্রীগোপালদেব ভক্তগণকে (যাঁহারা গোবর্দ্ধনের উপর উঠেন না) কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করিতে ম্লেচ্ছ-ভয়ের ছল উঠাইয়া এই গাঁঠুলি-গ্রামে গোবর্দ্ধন হইতে অবতরণ করিয়া ভক্তেচ্ছা-পূরণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বনভ্রমণ-লীলা প্রকট করেন তখন শ্রীবল্লভ ভট্টের পুত্র বিট্‌ঠলেশ্বরের গৃহে শ্রীগোপালদেব আগমন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আচার্য্য-লীলাভিনয়ের সেবায় সহায়তা করেন।

শ্যামঢাক—যতিপুরা হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। এ স্থানের কদম্ব বৃক্ষে দোনার মত পাতা হয়। রাঘবের গোফা। ঐরাবত কুণ্ড ঃ—ঐরাবত এস্থানে শুণ্ডে করিয়া গঙ্গাজল আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোবিন্দত্বে অভিষেক করিতে ইন্দ্রের কৃষ্ণ পূজার সহায়তা করিয়াছিল। হরজীকা কুণ্ড ঃ—এস্থানে শ্রীশিবজী কৃষ্ণ-ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করেন। নিকটে বিলছু কুণ্ড।

রেহেজ গ্রাম—এস্থানে ইন্দ্র আপনাকে অতি হীন মানিয়া সুরভীকে অগ্রে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করেন। এস্থান গাঁঠুলি হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে। রেহেজ গ্রামের উত্তরে

নিকটে 'দেবশীর্ষস্থান কুণ্ড'—সমস্ত দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানে অর্চ্চন ও সেবা করিয়া কৃতার্থ হন। ইহার পশ্চিমে বলভদ্রকুণ্ড ও দাউজীর মন্দির।

রেহেজের নিকট মুনিশীর্ষস্থানকুণ্ড—এস্থানে মুনিগণ তপস্যা করিয়া কৃষ্ণ দর্শন লাভ করেন।

'প্রমোদনা' গ্রাম—এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণকে প্রমোদ প্রদান করেন। এস্থান-মাহাত্ম্যে—ব্রজদেবীগণের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণে প্রেম লাভ হয়। বর্ত্তমান নাম পরমাদনা।

সখীখরা বা সখীস্থলী—গাঠুলি হইতে দেড় মাইল উত্তরে চন্দ্রাবলীর স্থান।

নিমগ্রাম—গোবর্দ্ধন হইতে দেড় মাইল উত্তরে। নিম্বার্কের ভজন স্থান বলিয়া আরোপিত। গোপিকাগণ গোবর্দ্ধন হইতে নির্গত হইয়া প্রাণাধিক প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মুখচুম্বন করেন। তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৪৩ শ্লোক—যে গোপিকাগণ মুকুন্দের পাদপদ্মযুগল হইতে নির্গত ঘর্ম্মবিন্দুর কণা প্রাণাপেক্ষাও অধিক প্রিয় পুত্রগণের দ্বারা নির্ম্মঞ্ছন করাইয়া সুচারু-ময়ূরপিচ্ছশোভিত শির অনেকক্ষণ ধরিয়া চুম্বন করেন, সেই গোপীগণের চরণরেণু আমি সর্ব্বদা নিশ্চিত নির্ম্মঞ্ছন করি।

পাটল-গ্রাম—এস্থানে সখীসঙ্গে পাটল-পুষ্প চয়ন করিয়া শ্রীমতী কৃষ্ণসেবা করেন। (শ্বেত-রক্ত বর্ণ পারুল গাছ মতান্তরে গোলাব গাছ) এস্থান নিম-গ্রামের ২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে।

কুঞ্জরা:—পাটলের ২ মাইল পূর্ব্বদিকে এবং শ্রীরাধা-

কুণ্ডের ১ মাইল উত্তরে। পূর্ব্বনাম নবাগ্রাম, শ্রীরাধাকুণ্ডতটে যে-সকল কুণ্ড বিরাজিত তাহার এক সীমা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুপম বিলাস-ক্ষেত্র।

ডেরাবলি—ষষ্ঠীঘরা হইতে নন্দীশ্বর যাইতে শ্রীনন্দ-মহারাজ এস্থানে ডেরা করিয়াছিলেন। এস্থান পালি হইতে দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে।

পালি—কুঞ্জরা হইতে দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে। পালি-নাম্নী যূথেশ্বরীর স্থান।

সাহার—ডেরাবলী হইতে ৪ মাইল উত্তরে।

সেতুকন্দরা—বা সেউ—ব্রজবাসীগণ বদ্রীনারায়ণ দর্শন করিতে অভিলাষী হইলে শ্রীকৃষ্ণ এস্থানের নিকট ব্রজবাসী-গণকে বদ্রীনারায়ণ দর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণধামে যে সকল তীর্থের অবস্থান ও ব্রজবাসীগণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। তাহার নিকট সখীগণের ইচ্ছানুসারে শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় যে সেতু-বন্ধন করিয়াছিলেন সেইলীলা প্রদর্শন করেন। শ্রাবণ মাসে ঝুলন-লীলাদি বহুলীলা প্রকাশ করেন। বদ্রীনারায়ণ-দর্শনস্থান হইতে সেতুবন্ধন স্থান ২ মাইল দক্ষিণে।

ইন্দ্রোলি—সেউ হইতে ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। এইস্থানে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানে মগ্ন হন। নিকটে কণ্বমুনির তপস্যার স্থান 'কণোয়ারো'।

বেহেজ হইতে দিগ্ বা লাঠাবন ২ মাইল।

কাম্যবন—আদিবরাহে—'চতুর্থ কাম্যক বন। ইহা বন-সকলের মধ্যে উত্তম। হে দেবি! লোক সেই বনে গমন করিয়া

আমার ধামে পূজ্য হইয়া থাকে।' এবং স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে —'হে মহারাজ ! তাহার পর কাম্যবন, যথায় আপনি বাল্যকালে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই বন স্নানমাত্রে সকলের সকল কামনার ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

কানোয়ার হইতে ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। দিগ হইতে বদ্রীনারায়ণ হইয়া কাম্যবন প্রায় ১৩ মাইল। প্রবাদ মা-যশোদার পিত্রালয়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালে অবস্থিতির স্থান। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ভজন-স্থান। বজ্রনাভের প্রতিষ্ঠিত কামেশ্বর শিব বর্ত্তমান। প্রবাদ কামেশ্বর শিবের নিকট যিনি যাহা প্রার্থনা করেন, তিনি তাহার সেই বাসনা পূরণ করেন। তথাহি ভক্তিরত্নাকরে ৫ম তরঙ্গে বর্নিত যথা :—"এই কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা মনোহর। করিবে দর্শন স্থান কুণ্ড বহুতর॥ আহে শ্রীনিবাস, দেখ 'বিষ্ণুসিংহাসন'। 'শ্রীচরণ-কুণ্ড' এথা ধুইল চরণ॥ কি বলিব অহে! এই স্থানের মহিমা। ব্রহ্মাদি বর্ণিয়া যার নাহি পায় সীমা॥ দেখ মহাতেজোময় 'শিব কামেশ্বর'। গরুড় আসন স্থান অতি মনোহর॥ এই 'ধর্ম্মকুণ্ড'—ধর্ম্মরূপে নারায়ণ। এথা বিলসয়ে, শোভা না হয় বর্ণন॥ এই ত 'বিশোকা' নাম বেদী সবে জানে। পঞ্চপাণ্ডবের কুণ্ড দেখ এইখানে॥ এই 'মণিকর্ণিকা' সকল লোকে গায়। বিশ্বনাথ-প্রভাবাদি অনেক এথায়॥ এ 'বিমল-কুণ্ড'-স্নানে সর্ব্বপাপ-ক্ষয়। এথা প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয়॥ তথাহি আদিবরাহে— 'বিমলস্য চ কুণ্ডে চ সর্ব্বং পাপং প্রমুচ্যতে। যস্তত্র মুঞ্চতি প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি॥ —'বিমল কুণ্ডে সর্ব্বপাপের

মোচন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই কুণ্ডে প্রাণত্যাগ করে সে আমার ধাম প্রাপ্ত হয়॥'

বিমলকুণ্ডের কথা কহা নাহি যায়। এথা শ্রীবিমলাদেবী রহেন সদায়॥ দেখহ 'যশোদাকুণ্ড' পরম নির্ম্মল। এথা গোচারয়ে কৃষ্ণ হইয়া বিহ্বল॥ দেখহ 'নারদকুণ্ড'—নারদ এখানে। হৈল মহা অধৈর্য্য কৃষ্ণের লীলাগানে॥ এই যে 'কামনাকুণ্ড' জানে সর্ব্বজনা। এথা পূর্ণ হয় সব মনের কামনা॥ এই 'সেতুবন্ধকুণ্ড' —ইথে বহুকথা। সমুদ্রবন্ধন-লীলা কৈল কৃষ্ণ এথা॥ এই 'লুকলুকান--মিচলি-স্থান' হয়। এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অতিশয়॥ মিচলীর অর্থ—নেত্র মুদ্রিত এখানে। লুকলুকানীতে সুখ বাড়ে লুকায়নে॥ লুকলুকানী মিচলীকুণ্ড সুশোভয়। অতি নিবিড় বন অন্ধকারময়॥ দেখ 'কাশীকুণ্ড-গয়া-প্রয়াগ-পুষ্কর'। গোমতী-দ্বারকাকুণ্ড নির্জ্জন সুন্দর॥ এই 'তপকুণ্ড' —মুনি-তপস্যার স্থান। এই ধ্যানকুণ্ড—কৃষ্ণ কৈল রাধা-ধ্যান॥ শ্রীচরণ-চিহ্ন দেখ পর্ব্বত উপরে। এই ক্রীড়াকুণ্ডে কৃষ্ণ জল-ক্রীড়া করে॥ শ্রীদামাদি পঞ্চ গোপকুণ্ড মনোহর। ঘোষরাণীকুণ্ড এই পরমসুন্দর॥ ঘোষরাণী যশোধর-গোপের দুহিতা। গোপরাজ কন্যার বিবাহ দিল এথা॥ দেখহ বিহ্বলকুণ্ড—রাই এইখানে। হইলা বিহ্বল কৃষ্ণ-মুরলীর গানে॥ এই 'শ্যামকুণ্ড' এথা শ্যাম রসময়। রাধিকার পথপানে নিরখিয়া রয়॥ শ্রীললিতাকুণ্ড, এ বিশাখাকুণ্ড নাম। এথা দোঁহে পূর্ণ কৈলা কৃষ্ণ-মনস্কাম॥ দেখ মানকুণ্ড—রাধা মানিনী এথায়। মানভঙ্গ কৈল কৃষ্ণ কৌতুক-কথায়॥ এ মোহিনী-কুণ্ডে কৃষ্ণ

মোহিনী হইলা। যে মোহিনীরূপে সুধা প্রদান করিলা॥ দেখ এ 'দোহনীকুণ্ড' গোদোহন স্থান। বলভদ্রকুণ্ড এই—ব্রহ্মার নির্ম্মাণ॥ এই সূর্য্যকুণ্ড কৃষ্ণকুণ্ড-সন্নিধানে। কৃষ্ণে স্তুতি কৈলা সূর্য্য রহি' এইখানে॥ চন্দ্রসেন-পর্ব্বতে এ পিছলিনী শিলা। এথা সখা সহ কৃষ্ণ খেলে এই খেলা॥ ভঙ্গিতে বসিয়া খর্ব্ব পর্ব্বত উপরে। পিছলি নাময়ে—ঐছে পুনঃ পুনঃ করে॥ দেখ গোপিকারমণ কামসরোবর। কে বর্ণিব এথা যে বিলাস মনোহর॥ তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—'তত্র কামসরো রাজন্ গোপিকারমণং সরঃ। তত্র তীর্থ সহস্রাণি সরাংসি চ পৃথক্ পৃথক্॥"

—তথায় কাম্যবনে গোপিকারমণ সরোবর বিরাজিত। ইহার অপর নাম—কাম্যসরোবর। এথায় সহস্র সহস্র তীর্থ ও পৃথক্ পৃথক্ সরোবর-সকল আছে॥ এই কামসরোবর মহাসুখময়। কামসরোবরে কামসাগর কহয়॥ দেখহ সুরভিকুণ্ড—শোভা অতিশয়। গো-গোপ সহিত কৃষ্ণ এথা বিলসয়॥ এই চতুর্ভুজ-কুণ্ড—পরম নির্জ্জন। এথা যে কৌতুক তাহা না হয় বর্ণন॥ দেখহ ভোজনস্থলী—কৃষ্ণ এইখানে। করিলেন ভোজন-কৌতুক সখা-সনে॥ (এই ভোজনস্থলী ব্রহ্মা যথা হইতে গোবৎস ও সখাগণকে হরণ কালীন ভোজনস্থলী হইতে অন্য। সেইটী শ্রীবৃন্দাবনান্তর্গত স্থান। গোফাসুর বধের পর সখাগণের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ এস্থানে গোফাসুরের কবল হইতে উদ্ধৃত সখাগণের সহিত এস্থানে ভোজন-লীলা প্রকাশ করেন।)

দেখহ বাজন-শিলা, অহে শ্রীনিবাস। এথা নানা বাদ্যে হয় সবার উল্লাস॥ 'পরশুরাম'-স্থিতিস্থান করহ দর্শন। এথা

সিংহাসনে বসিলেন নারায়ণ॥ এ সন্তনকুণ্ড, বেদকুণ্ড, দামোদর। এ গন্ধর্ব্বকুণ্ড, পৃথুদক-কুণ্ডবর॥ দেখহ অযোধ্যাকুণ্ড—পরম-নির্জ্জন। বিস্তারিতে নারি এ কুণ্ডের বিবরণ॥ শ্রীনৃসিংহ-কুণ্ড দেখ, অর্ঘ্যকুণ্ড আর। এ মধুসূদনকুণ্ড—মহিমা প্রচার॥ রোহিণীকুণ্ড, গোপালকুণ্ড, গোদাবরী। দেখহ দেবকীকুণ্ড—অপূর্ব্ব মাধুরী॥ চৌর্য্যখেলা-স্থান এ পর্ব্বত—ব্যোমাসুরে। বধিলা কৌতুকে কৃষ্ণ এই গোফাদ্বারে॥ দেখহ প্রহ্লাদকুণ্ড, লক্ষ্মীকুণ্ড আর। কাম্যবনে যত তীর্থ—লেখা নাই তার॥ কৃষ্ণক্রীড়া-স্থান এই পর্ব্বত-উপর। এথা হৈতে দেখ চতুর্দ্দিক্ মনোহর॥ ওই ধুলাউড়া-গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস। ওথা গাভীপদরেণু ব্যাপিল আকাশ॥ উধা নামে গ্রাম ওই সর্ব্বলোকে কয়। ওথা রহি' উদ্ধব গেলেন নন্দালয়॥ এ আটোর-গ্রাম রম্য, নির্জ্জন এথায়। কৃষ্ণাষ্টপ্রহর মগ্ন রহেন ক্রীড়ায়॥ দেখহ কদম্বখণ্ডী, 'স্বর্ণহার'-গ্রাম। 'রত্নকুণ্ড,' 'চতুর্ম্মুখ'—স্থান অনুপম॥ স্বর্ণহার-স্থানেতে বিলাস অতিশয়। 'সোন আর' 'সোনহেরা' নাম এবে কয়॥ দেখহ পর্ব্বত—এথা কৃষ্ণ গোচারণে। যে আনন্দ পান তা' কহিতে কেবা জানে॥

এস্থান হইতে উচাগাও—শ্রীবলদেবের স্থান ও প্রাচীন মন্দির বিরাজমান।

ইতি পূর্ব্ব বিভাগ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও ভজন-রহস্য

উত্তর বিভাগ

উচাগাঁও—শ্রীবলদেবের স্থানে প্রাচীন মন্দির আছে।

বর্ষাণঃ—উচাগাঁও এর ১মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব-সংলগ্ন পাহাড়ের উপরে বৃষভানুপুর। শ্রীনন্দমহারাজ যখন গোকুল ত্যাগ করিয়া কংসভয়ে নন্দীশ্বর বা নন্দগ্রামে বাসস্থান করেন, তখন শ্রীবৃষভানু-রাজ রাভেল পরিত্যাগ করিয়া এই বর্ষাণে বাসস্থান করেন। এখানে শ্রীরাধিকা বাল্যাবেশে সখীগণসহ বহু বাল্য-লীলা করেন। শ্রীকৃষ্ণও এস্থানে দান-লীলা, শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনাদি বিবিধ লীলাবিলাসে মত্ত হইয়াছিলেন। দুই পর্ব্বতের মধ্যে সঙ্কীর্ণপথে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সহ শ্রীরাধিকাদি ও তৎসখীগণকে অবরোধ করিয়া দান-সংগ্রহরূপ অপূর্ব্ব লীলা-বিলাস প্রকট করেন, এ স্থানের নাম **সাঁকরিখোর**। **দান-মান-বিলাস** পর্ব্বত গড়ত্রয় এস্থানে বিরাজিত। এই বর্ষাণেই নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নিত্য সঙ্গিনীগণ মূল প্রধানা আশ্রয়-শিরোমণির আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবা-পরাকাষ্ঠা বিধানার্থে তাঁহাদের নিত্য অপ্রাকৃত তত্ত্বতে ভাব ও লীলোপযোগী নানারূপ মাধুর্য্যের প্রকটন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা-চমৎকারিতা বিধান করেন। শ্রীরাধা বিবিধ বাল্যলীলা আস্বাদন করণান্তর অপূর্ব্ব **বয়স-সন্ধি** সখীগণসহ প্রকট করিয়া ব্রজরাজ নন্দনের বিচিত্র সেবা পারিপাট্য বিধান করেন। তাহাতে বয়ঃসন্ধি—বাল্য অর্থাৎ পৌগণ্ড ও যৌবনের সন্ধিকে অর্থাৎ

কৈশোরের প্রথমাংশকে বয়ঃসন্ধি বলে। তাহার লক্ষণ উজ্জল-নীলমণি—"নৃপতি নবযৌবন শ্রীরাধার তনুরাজ্যে আগমন করিলে পর, গুণবান্ (কটিডোর শোভিত) নিতম্ব নিজের উন্নতি সম্ভাবনা (স্থূলত্বপ্রাপ্তি) জানিয়া রাজার সম্মানের জন্য কিঙ্কিণীবাদ্য সংগ্রহ করিল: ক্ষীণত্বপ্রাপ্ত কটি নিজের ধ্বংস বুঝিতে পারিয়া ত্রিবলীর সহিত মিলিত হইল এবং সাধু বক্ষঃস্থল রাজাকে উপহার দেওয়ার যোগ্য দুইটী ফল চয়ন করিল। উক্ত বয়সে স্তনস্থানে স্তনভাবের কিঞ্চিৎ প্রকাশ, নয়নে ঈষৎ চাঞ্চল্যের প্রকাশ, মৃদু হাস্য ধীরে ধীরে নির্গত হয়, মনে ভাবের ঈষৎ স্ফূরণ হয়। তাহাকে নব্যযৌবন কহে।

ব্যক্ত যৌবনের স্ফূর্ত্তি হইলে স্তনদ্বয়ের সুপ্রকাশ হয়, কটি-দেশে সুন্দর ত্রিবলী শোভা করে, এবং অঙ্গসকল উজ্জ্বল হয়। এবং পূর্ণ-যৌবনে নিতম্ব বিপুলাকার, কটি ক্ষীণ, অঙ্গ উজ্জ্বলকান্তি-মণ্ডিত, স্তনদ্বয় স্থূল, উরুযুগল কদলী-বৃক্ষসদৃশ হয়। উক্ত বয়ত্রয়ে সুপ্রকাশিত সৌন্দর্য্য-মাধুরী প্রকট করিয়া শ্রীরাধাদি ব্রজরাজনন্দনের পরিপূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণার্থে নানাভাবে নানাবিধ বিলাস-মাধুরী প্রকট করিয়া রসাস্বাদন তৎপরা হয়েন। শ্রীব্রজযুবরাজও নানা-প্রকার রূপমাধুরী প্রকট করিয়া কৈশোর-বিলাস সফল করেন।

বর্যানেশ্বর—মূল অংশী-ব্রহ্মা। তিনিই শ্রীগৌরলীলায় ঠাকুর শ্রীহরিদাস। ইনিই যজ্ঞ করিয়া বৃষভানু রাজার গৃহে শ্রীবার্ষভানবী দেবীকে প্রকট করান।

'চিকসৌলী' বা চিত্রশালী—এস্থানে বিচিত্র বেষ-বিন্যাস-নিপুনা সখীগণদ্বারা বেষ রচনা করিয়া শ্রীব্রজরাজকুমারের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেন। **গহ্বর-বন**—পর্ব্বতগহ্বরে নিবড়

কাননে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন স্থান। **শীতলাকুণ্ড**—সুবেষ্টিত বৃক্ষগণের শীতল ছায়ায় শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিবিধ বিলাসস্থান। **দোহনী-কুণ্ড**—গোদোহন স্থান। **ডভরারো বা ডাভরো** —শ্রীরাধা-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়াছিল। (ডভরারো-অর্থে—অশ্রুযুক্ত-নেত্র)।

মুক্তাকুণ্ড—মুক্তা চরিতে বর্ণিত (শ্রীল দাসগোস্বামী বর্ণিত) শ্রীকৃষ্ণ ক্ষেত্রে মুক্তা বপন করিয়া প্রচুর মুক্তাফল উৎপাদন করেন। তাহা দেখিয়া সখীগণ নিজেদের সমস্ত মুক্তা এস্থানে বপন করিয়া মুক্তাক্ষেত্র প্রস্তুত করেন।

ভানুখোর—বৃষভানু রাজার কুণ্ড। **পিয়াল-সরোবর**—গ্রামের উত্তরে। প্রিয়া-প্রিয় এস্থানে নানা ক্রীড়া করেন। **জিয়ালবৃক্ষের বন**—পরম মনোরম শোভাময় স্থান। **পিলূ-খোর**—পিলূফল লইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের ক্রীড়া কৌতুক-স্থান।

ত্রিবেণী নদী—শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলা স্থান।

প্রেমসরোবরঃ—প্রেমবৈচিত্ত্য-ভাবের প্রকাশ স্থান। (প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রেমোৎকর্ষ স্বভাব হইতে প্রিয়ের অতি সন্নিকটে অবস্থিত হইয়াও তৎসহ বিচ্ছেদ-ভয়ে যে ক্লেশের উদয় হয়।) **বিহ্বল কুণ্ড**—শ্রীকৃষ্ণ এস্থানে শ্রীরাধার নাম শ্রবণে বিহ্বল হইয়াছিলেন।

সঙ্কেত কুঞ্জ—সখীগণ সঙ্কেত করিয়া রাইকানুকে অনেক যত্ন করিয়া আনিয়া পূর্ব্বরাগে এস্থানে প্রথম মিলন করান (নায়ক-নায়িকার মিলনের পূর্ব্বে পরস্পরের দর্শন-শ্রবণাদিজনিত যে রতি উন্মেষ লাভ করে, তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে।) সঙ্কেতের উত্তর-পশ্চিমে চন্দ্রাবলীর ভবন **রিটোর**।

শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড—শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিবিধ বিলাস স্থান।

বর্ষাণা হইতে নন্দগ্রাম যাইতে পথে এই সকল স্থান আছে। শ্রীমতী পিত্রালয় বর্ষাণা হইতে শ্বশুরালয় যাবটে যাইবার সময় এই রাস্তা দিয়া যাইতেন।

নন্দীশ্বর—শ্রীনন্দ মহারাজ কংসভয়ে গোকুল হইতে এই নন্দীশ্বরে নিজালয় করেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পরিসমাপ্তি হইয়া কৈশোর-লীলা-বিলাসের ইচ্ছা প্রপূরণার্থে এই কৈশোর-লীলার স্থান নন্দীশ্বরে আসিয়া তথায় বিবিধ প্রকারে স্বতন্ত্র ইচ্ছা পূরণ করেন। এস্থানে নন্দীশ্বর শিব ক্ষেত্রপালরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া নিজ প্রভু শ্রীনন্দনন্দনের সেবায় সুষ্ঠুতা বিধানে তৎপর। (ইনিই শ্রীগৌরহরির লীলায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-নামে শ্রীগৌরহরির সেবা বিধান করেন।) এ সম্বন্ধে ভাঃ ১০ম স্কন্ধে ৪৪।১৩ বর্ণিত আছে—"আহা! ব্রজভূমি সকলই ধন্য যথায় মনুষ্যরূপী, গূঢ়, বিচিত্র বনমালা শোভিত, শিব ও লক্ষ্মীকর্ত্তৃক সেবিতচরণ সেই সনাতন পুরুষ (শ্রীকৃষ্ণ) বলদেবের সহিত গো-চারণ ও বেণুবাদন করিতে করিতে বিবিধ-ক্রীড়া প্রকাশ-পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

পাবন-সরোবর—যথা, মথুরা মাহাত্ম্যে—পাবনে সরসি স্নাত্বা কৃষ্ণং নন্দীশ্বরে গিরৌ। দৃষ্ট্বা নন্দং যশোদাঞ্চ সর্ব্বাভীষ্ট-মবাপ্নুয়াৎ॥ অর্থাৎ—পাবন-সরোবরে স্নান করিয়া নন্দীশ্বর পর্ব্বতে কৃষ্ণ; নন্দ ও যশোদাকে দর্শন করিলে লোক সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। এবং স্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৫৭তম শ্লোকের অর্থ—ভ্রমরকুলের ঝঙ্কারে মনোরম কদম্ববৃক্ষসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত যে

পাবনসরোবরে কমলাক্ষী গোপীগণ প্রিয় জলখেলা-চৌর্য্য-জল-সেচনদ্বারা কৃষ্ণের আনন্দবিধান করিবার জন্য প্রীতিভরে গোপেন্দ্র-নন্দনের পুনঃ পুনঃ অভিসার করান সেই এই পাবনসরোবর আমাদের রক্ষা করুন"। ভক্তিরত্নাকরে ৫ম তরঙ্গে যথাঃ—"দেখ নন্দীশ্বর-চতুর্দ্দিকে কুণ্ড-বন। কৃষ্ণবিলাসের স্থান ভুবন-পাবন॥ পর্ব্বত-উপরে দেখ পুত্রের সহিতে। শ্রীনন্দ-যশোদা শোভে অপূর্ব্ব গোফাতে॥ অহে শ্রীনিবাস, এথা শ্রীচৈতন্যরায়। করিতে দর্শন গিয়া প্রবেশে গোফায়॥ শ্রীনন্দ-যশোদা দুইদিকে দুই জন। মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে দেখে' প্রফুল্ল নয়ন॥ শ্রীনন্দ-যশোদার চরণ বন্দিয়া। কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শে উল্লসিত হৈয়া॥ প্রেমের আবেশে নৃত্য গীত আরম্ভিল। দেখিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল॥ এই যে তড়াগ-তীর্থ সর্ব্বত্র বিদিত। চতুর্দ্দিকে কিবা বৃক্ষলতা সুশোভিত॥ অহে শ্রীনিবাস, অল্পে কহি আর কথা। দেবমীঢ়-পুত্র পর্জ্জন্যের বাস এথা॥ কৃপা করি' নারদ আসিয়া নন্দীশ্বরে। লক্ষ্মীনারায়ণ-মন্ত্র দিলা পর্জ্জন্যেরে॥ পর্জ্জন্য তড়াগতীর্থে তপস্যা করিল। নিজাভীষ্ট পূর্ণ—পঞ্চ নন্দন হইল॥ উপানন্দ, অভিনন্দ, নন্দ নাম আর। সনন্দ, নন্দন—পঞ্চ ভ্রাতা এ প্রচার॥ সেই এ তড়াগ দেখ—কৃষ্ণপ্রিয় হন। ভক্তের প্রার্থনা সদা তড়াগ সেবন॥ স্তবাবলীতে ব্রজবিলাস স্তবে ৬০শ্লোকে—"নিজপুত্র গোষ্ঠপতি নন্দ অপুত্রক হইলে পর এই যে তড়াগে পিতামহ পর্জ্জন্যগোপ আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক একান্তভাবে নারায়ণের আরাধনা করিয়া অসুরবিনাশন গিরিধারী, সর্ব্বগুণের একমাত্র আধার পৌত্রকে লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষুণ্ণাহার-নামে জগতে প্রসিদ্ধ সেই তড়াগ আমার গতি হউন।" ক্ষুণ্ণাহার-সরোবর

দেখ শ্রীনিবাস! কি বলিব এথা যৈছে কৃষ্ণের বিলাস॥ **ধোয়ানি-কুণ্ড,** এ—নন্দীশ্বরের ঈশানে। **দধিপাত্র** ধৌতজল রহে এই-খানে॥ এই **কৃষ্ণকুণ্ডে** দেখ কদম্বের বন। এথা বিহরয়ে রঙ্গে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ দেখহ **ললিতাকুণ্ড**—ললিতা এথায়। রাধিকারে আনি' ছলে কৃষ্ণেরে মিলায়॥ পরম আশ্চর্য্য **সূর্য্যকুণ্ড** এইখানে। হইলা অধৈর্য্য সূর্য্য কৃষ্ণ দরশনে॥ এই যে **বিশাখাকুণ্ড** করহ দর্শন। এথা মহারঙ্গে রাইকানুর মিলন॥ দেখ **পৌর্ণমাসী-কুণ্ড** পরম-নির্জ্জনে। পৌর্ণমাসী রহে পর্ণকুটীরে এখানে॥ রাধা-কৃষ্ণ-বিলাসে উল্লাস অনিবার। যৈছে তাঁর ক্রিয়া তা' বুঝিতে শক্তি কার॥ তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ২৫শ্লোকে—"যে পৌর্ণমাসী রাধাকৃষ্ণের অভিসারাদি সংঘটনকার্য্যে নিপুণতাহেতু সকলের পূজ্যা, সখীদ্বারা গোষ্ঠে প্রত্যহ প্রেমভরে গোপনে ও সুষ্ঠুভাবে রসময় রাধামাধবের মান-অভিসারোৎসব সম্পাদন করাইয়া রাধাকৃষ্ণের আনন্দামৃতরস পুনঃ পুনঃ উপভোগ করিয়া থাকেন, মঙ্গলবিধায়িণী ভগবতী সেই পৌর্ণমাসীর ভজনা করি॥" এথা **নান্দীমুখীর আলয়** মনোহর। সেহ রাধাকৃষ্ণসুখে সুখী নিরন্তর॥ শ্রীনান্দী-মুখীর চারু চরিত্র যতনে। বর্ণিলেন পূর্ব্বে মহাভাগবতগণে॥ তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৩৪শ্লোকঃ—"যে নান্দীমুখী রাধামাধবের যশোগাথা শ্রবণভরে অন্তরে মুগ্ধ হইয়া প্রগাঢ় উৎকণ্ঠাবশতঃ অবন্তী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রজভূমিতে অবস্থান স্বীকার করিয়া আনন্দের সহিত রাধাকৃষ্ণের মধুর রসানন্দ বর্দ্ধন করেন, সেই নান্দীমুখীকে প্রেমভরে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে বন্দনা করি॥ (পৌর্ণমাসী—অবন্তীনগরের সান্দীপণিমুনি, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার নিকট

৬৪ কলাবিদ্যা শিক্ষা করেন, তাঁহার মাতা : ও কন্যা নান্দীমুখী এবং পুত্র মধুমঙ্গল।)

এই **শ্রীযশোদাকুণ্ড**—যশোদা এখানে। দেখে রামকৃষ্ণ ক্রীড়া করে সখাসনে॥ অহে শ্রীনিবাস, কৃষ্ণ প্রেমানন্দময়। বিবিধ বয়সে এথা বিলাসে অতিশয়॥ ভঃ রঃ সিঃ—সেই বয়স তিনভাগে বিভক্ত, যথা কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর। জন্ম হইতে পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত—কৌমার : তাহার পর দশমবৎসর পর্য্যন্ত—পৌগণ্ড : তারপর, ষোড়শবৎসর পূর্ব্বপর্য্যন্ত—কৈশোর। অতঃপর যৌবনকাল। ক্রীড়াভেদে বৎসলরসে কৌমারবয়স উচিত হয়॥

কৌমার বয়সে কৃষ্ণে যশোদা এখানে। প্রকাশে যে বাৎসল্য তা' কহিতে কে জানে॥ কৌমার-বয়সাবেশে কৃষ্ণ নিরন্তর। বাঢ়ান মায়ের সুখ অন্য অগোচর॥ পৌগণ্ড বয়সে এ-নীপ-কাননে। উপজে কৌতুক যে তা দেখে প্রিয়গণে॥ পৌগণ্ড বয়স আদি, মধ্য, শেষত্রয়। ইথে যে খেলাদি সে পরমানন্দময়॥ "ক্রীড়াভেদে সখ্যরসে সেইপ্রকার পৌগণ্ড বয়স কথিত হয়।" আদ্য পৌগণ্ডে অধরাদির মনোহর রক্তিমা, উদরের কৃশতা, কণ্ঠে শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়ের উদ্গম ইত্যাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। পৌগণ্ডবয়সে পুষ্পালঙ্কারের বিচিত্রতা, গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা চিত্র বিচিত্র ও পীত-পট্টবস্ত্রাদি এই সকল প্রসাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অপর বনসমূহের মধ্যে গমন করিয়া গোচারণ, বাহুযুদ্ধ ক্রীড়া ও নৃত্য-শিক্ষারম্ভ ইত্যাদি পৌগণ্ড বয়সের চেষ্টা। আদ্য পৌগণ্ডে কৃষ্ণাঙ্গ শোভাতিসুন্দর। এথা বৎস চারণাদি চেষ্টা মনোহর॥

মধ্য পৌগণ্ডে—নাসা ও ললাট উচ্চ : গণ্ডদ্বয় মণ্ডলাকৃতি,

পার্শ্বাদি অঙ্গসকল স্পষ্টরূপে ত্রিবলিরেখাযুক্ত হয়। মধ্য পৌগণ্ডের ভূষণ যথা—বিদ্যুদ্বর্ণ পট্টসূত্রজনিত রজ্জুদ্বারা উষ্ণীষ বন্ধন এবং অগ্রভাগে স্বর্ণমণ্ডিত ত্রিহস্ত উচ্চ শ্যামবর্ণ যষ্টিধারণ। (পৌগণ্ডে প্রায় কৈশোর স্পর্শকরে।) চেষ্টা—ভাণ্ডীরবটে ক্রীড়া ও পর্ব্বতোত্তোলনাদি। অতিশয় মাধুর্য্যপ্রযুক্ত মধ্য-পৌগণ্ডেই শ্রীকৃষ্ণ প্রথম-কৈশোরাংশের ন্যায় ক্রীড়াপর হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

শেষ পৌগণ্ডে—নিতম্বপর্য্যন্তলম্বিত বেণী, লীলানিবন্ধন চূর্ণকুন্তলের বিন্যাস এবং স্কন্ধদ্বয়ের উচ্চতা হয়। উষ্ণীষের বক্রিমা, হস্তে লীলাপদ্মধারণ এবং কুঙ্কুমদ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি নির্ম্মাণ—এই সকলকে অন্ত্যপৌগণ্ডের ভূষণ বলে। ইহাতে বাক্যের ভঙ্গী, নর্ম্মসখাদিগের সহিত কর্ণাকর্ণি কথারস এবং ঐ সকল নর্ম্মসখাদিগের সমীপে গোকুলবালিকাদিগের শোভার প্রসংসাকরণ ইত্যাদি চেষ্টা। তথাপি মধুররসে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ। এই কৈশোরও আদ্য, মধ্যও অন্ত্যভেদে ত্রিবিধ॥

কৈশোরে—**প্রথম কৈশোরে** বর্ণের অনির্ব্বচনীয় উজ্জ্বলতা, নেত্রান্তে অরুণবর্ণ কান্তি ও লোমাবলীর প্রকাশ। বৈজয়ন্তী, ময়ূরপুচ্ছাদি, নটবর বেশ, বংশী মাধুর্য্য, বস্ত্রশোভা এবং পরিচ্ছদসকলও উদ্দীপনরূপে বর্ণিত হয়। তীক্ষ্ণ নখাগ্র, চঞ্চল ভ্রূধনু ও চূর্ণখদিরাদিদ্বারা দন্ত-রঞ্জন ইত্যাদি উদ্দীপন।

মধ্যম কৈশোরে—উরুদ্বয়, বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের কোন অনির্ব্বচনীয় শোভা এবং মূর্ত্তির মধুরিমাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। মন্দহাস্যযুক্ত মুখ, বিলাসম্বিত চঞ্চললোচন এবং ত্রি-গং [illegible]হনকারী গীত ইত্যাদি মাধুরী। রসিকতার সারবিস্তার,

কুঞ্জক্রীড়ামহোৎসব এবং রাসলীলাদির আরম্ভ ইত্যাদি মনোহর চেষ্টা ॥

শেষ কৈশোরে—অঙ্গসকল পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় উৎকর্ষ ধারণ করে এবং তাহাতে স্পষ্টরূপে ত্রিবলীরেখা প্রকাশ পায়। ব্রজদেবীগণের অপূর্ব্ব কন্দর্পক্রীড়ারূপ লীলানন্দ ভাবসমুদয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রাজ্ঞগণ ইহাকেই হরির নবযৌবন বলিয়া থাকেন। (উঃ নীঃ)। **ভক্তিরত্নাকরে**—দেখহ **'করেল'** কুণ্ড করিলের বন। এথা কৃষ্ণ রহি' শোভা করে নিরীক্ষণ ॥ নন্দীশ্বর পর্ব্বতে কৃষ্ণের পদচিন। দেখয়ে প্রভাব বহু কহয়ে প্রাচীন ॥ এ **'মধুসূদন'** কুণ্ড পুষ্প বনান্তরে। কৃষ্ণ মহা হর্ষ এথা ভ্রমর গুঞ্জরে ॥ দেখ **'পাণিহারি'** কুণ্ড পরম নির্ম্মল। ভোজনের কালে কৃষ্ণ পিয়ে এই জল ॥ এই যে **রন্ধনাগার** দেখ শ্রীনিবাস। রোহিণী সহিতে রাধার রন্ধনে উল্লাস ॥ এইখানে সখা সহ কৃষ্ণের ভোজন। শতপাদ আসি' এথা করয়ে শয়ন ॥ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-অবশেষান্ন ভুঞ্জিয়া। বাটী মধ্যে এ স্নিগ্ধ আরামে বৈসে গিয়া ॥ অলক্ষিত সখী কৃষ্ণে আনিয়া মিলায়। উপজে কৌতুক যত কেবা অন্ত পায় ॥ এথা শ্রীযশোদা রামকৃষ্ণে সাজাইয়া। বিপিনে বিদায় দিতে বিদরয়ে হিয়া ॥ সখাগণ মধ্যে রামকৃষ্ণ এই পথে। চলে গোচরণে শোভা উপমা কি দিতে ॥ এইখানে যশোদা রাধায় করি' কোলে। যাবটে বিদায় দিতে ভাসে নেত্রজলে ॥ ললিতাদি সখীগণ প্রতি স্নেহ যত। এক মুখে তাহা কহিবেক কেবা কত ॥ যশোদা রোহিণী সখী সহ রাধিকারে। করিয়া বিদায় স্থির হইবারে নারে ॥ দেখ **দধি-মন্থনের** স্থান এই হয়। এই যে দেখহ দেবী-প্রভাবাতিশয় ॥

পৌর্ণমাসী আসি' যশোদায় কত কৈয়া। এই পথে যান নিজালয়ে হর্ষ হৈয়া॥ এই কথোদূরে বৃন্দা দেবী এ নির্জ্জনে। দোঁহে মিলাইতে যুক্তি বিচারয়ে মনে॥ দোঁহে মিলাইয়া সখী সহ সুখে ভাসে। এহেন বৃন্দার গুণ কেবা না প্রকাশে॥ তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৩১শ্লোকঃ—'অহো যিনি প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক নবনব কুঞ্জ সুগন্ধিকুসুমসমূহে ভূষিত করত সখীগণ-পরিবৃত রাধাকৃষ্ণের লীলানন্দ বিস্তার করিতেছেন, আমি নিয়ত সেই বৃন্দাকে বন্দনা করি॥

এ **'সাহসি' কুণ্ড** সখী কৃষ্ণে এইখানে। জন্মাইয়া সাহস মিলায় রাই সনে॥ এথা বৃক্ষডালে রচি' বিচিত্র হিড়োর। ঝুলে রাইকানু সখীসহ সুখে ভোর॥ এই **মুক্তা কুণ্ড** এথা নন্দের কুমার। মুক্তাক্ষেত্র কৈল, হৈল কৌতুক অপার॥ (শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরচিত 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থে প্রকাশিত আছে।) অহে শ্রীনিবাস, এই **অক্রূরের** স্থান। কহিতে তাহার কথা বিদরে পরাণ॥ মথুরা হইতে কংস-প্রেরিত অক্রূর। রামকৃষ্ণে লইয়া যাইবেন মধুপুর॥ এ হেতু আসিয়া হেথা চিন্তে মনে মনে। কৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখে এইখানে॥ প্রেমেতে বিহ্বল এথা হইলা অক্রূর। অক্রূরের স্থান এই লোকে কহে ক্রূর॥ দেখহ **'যোগিয়া'**-স্থান উদ্ধব এখানে। কহিলেন যোগ-কথা বিবিধ বিধানে॥ **উধো-ক্রিয়া**-স্থান এই উদ্ধব হেথায়। গোপী-ক্রিয়া দেখি' ধন্য মানে আপনায়॥ এই ঠাঁই উদ্ধব নন্দাদি প্রবোধিলা। দেখিয়া অদ্ভুতভাব অধৈর্য্য হইলা॥ কথোদিন উদ্ধব ছিলেন এইখানে। সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয় এস্থান দর্শনে॥ তথাহি,

স্তবাবলি ব্রজবিলাসে ৯৯শ্লোক—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসে পূর্ণ এবং তদীয় দাস এবং মিত্র যে উদ্ধব স্বীয় প্রাণসমূহ হইতেও প্রিয়তম কৃষ্ণপাদযুগল ত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে বাস করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে আগতপ্রায়, তোমরা দর্শন কর।" এইরূপ আশ্বাসবাক্যে ব্রজবাসিগণকে দশমাস কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই জীবিত রাখিয়াছিলেন, সেই উদ্ধবকে আমি শিরে ধারণপূর্ব্বক বন্দনা করি ॥"

শ্রীউদ্ধব গোপীগণের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া নিজেকে অযোগ্য বিধায় গোপীপদরেণু প্রার্থনায় ব্রজে তৃণ গুল্মাদি জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রার্থনা পূরণ করিয়া তাহাকে ব্রজে জন্ম লাভাষা পূরণ করেন। তাই **উদ্ধব কেওয়ারী** নামে বিখ্যাত উদ্ধবের স্থান। এ সব **'গোশালা'** স্থান দেখ শ্রীনিবাস। এথা গোপগণসহ কৃষ্ণের বিলাস ॥ স্থবলাদি সহ কৃষ্ণ উল্লাসিত-চিতে। অতিশয় শোভা এই বিপিন যাইতে ॥ দেখহ গোবৎস-বন্ধনের শঙ্কু (কিলক) গণ। পূজে ব্রজস্ত্রী অদ্যাপি করিয়া যতন ॥ নন্দীশ্বরে কৃষ্ণলীলা স্থান বহু হয়। যথা যে বিলাস তা কহিতে সাধ্য নয় ॥ নন্দীশ্বর বায়ুকোণে দেখ **'গেন্দুখোর'** ॥ এই গেন্দুখোরে গেন্দু লইয়া উল্লাসে। সখা সহ রামকৃষ্ণ মত্ত খেলারসে ॥ দেখ এই **'কদম্বকানন'** শোভাময়। এথা বলরাম নানারঙ্গে বিলসয়। এই খানে বলদেব করিলা শয়ন। কৃষ্ণ করিলেন তাঁর পাদসম্বাহন ॥ (ভাঃ ১০।১৫।১৪)

এই **গুপ্তকুণ্ড** এথা গুপ্তে নানা রঙ্গ। ভ্রময়ে কাননে কৃষ্ণ স্থবলাদি সহ ॥ ঐদেখ **'মেহেরান'** গ্রাম সবে জানে। অভিনন্দ গোপের গোশালা ঐ খানে ॥ ঐ দেখ যাওগ্রাম **'যাবট'** আখ্যান।

যাবট গ্রামেতে বিলাসের স্থান যত। সে অতি আশ্চর্য্য তাহা কে কহিবে কত॥ দেখ অভিমন্যুর আলয় এইখানে। এথা বিলসয়ে রাই সখীগণ সনে॥ অভিমন্যু শ্রীযোগমায়ার প্রভাবেতে। রাধিকা কা কথা ছায়া না পায় স্পর্শিতে॥ অভিমন্যু রহে নিজ গো-গোপ-সমাজে। জটিলা কুটিলা সদা রহে গৃহকাযে॥ সখী সুচতুরা কৃষ্ণে আনিয়া এথায়। দোঁহার বিলাস দেখে উল্লাস হিয়ায়॥ জটিলা, কুটিলা, অভিমন্যু ভাঁড়াইয়া। বিলাসে কৌতুকে কৃষ্ণ এথাই আসিয়া॥ মুখরা নাতিনী এথা দেখিয়া উল্লাসে। জটিলার প্রতি কত কহে মৃদুভাষে॥ এই খানে কুটিলা হইয়া মহাহর্ষ। রাধিকায় দুষিতে করয়ে পরামর্শ॥ ঐ পথে রাধিকা চলেন সূর্য্যালয়ে। কদম্ব-কাননে রহি' কৃষ্ণ নিরিখয়ে॥ পথে আসি' রাধিকার বস্ত্র আকর্ষয়। রাইকানু দোঁহার কৌতুক অতিশয়॥ এই **'কৃষ্ণকুণ্ড'** বটবৃক্ষাদি-বেষ্টিত। এথা শ্রীকৃষ্ণের লীলা অতি সুললিত॥ এই **'মুক্তা' কুণ্ড**—গ্রীষ্মসময়ে এথায়। মুক্তাময় ভূষা সখী রাইরে পরায়॥ এ **'পীবন' কুণ্ড**-নদী কদম্ব কাননে। সুখে রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে সখীসনে॥ পরম কৌতুকী কৃষ্ণ সখীঙ্গিত পাইয়া। রাধিকার অধর-সুধা পিয়ে মত্ত হইয়া॥ এই যে **'লাড়িলী' কুণ্ড**—ললিতা এথায়। সঙ্গোপনে রাই-কানু মিলন করায়॥ দেখহ **'নারদ' কুণ্ড** অহে শ্রীনিবাস। এথা স্নান কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ॥ এইখানে মুনি (দুর্ব্বাসা) রাধিকারে বরদিল। হইল অমৃতহস্তা সবেই জানিল॥ (লীলানুকূলে শ্রীমতীর সিদ্ধহস্তার প্রকাশ জন্য মুনিবরের আবশ্যকতা সাধনার্থে যোগমায়ার প্রস্তাবে মুনির বরদান শক্তি ও বরদান সফল হইয়া থাকে।) শ্রীরাধিকা এথায় দাঁড়াইয়া সখীসনে। দেখেন

শ্রীকৃষ্ণ যবে যান গোচারণে ॥ সখাগণ-সঙ্গে রঙ্গে বেণু বাজাইয়া। গোচরনে যান কৃষ্ণ এই পথ দিয়া ॥ ভুবনমোহন কৃষ্ণ গো-গোপ মধ্যেতে। রাই-নেত্রে নেত্র সমর্পয়ে অলক্ষিতে ॥

কৃষ্ণ মহাকৌতুকী পরমানন্দময়। কোকিল সৌভাগ্যহেতু সে শব্দে মিলয় ॥ যাবটের পশ্চিমে এ বন মনোহর। লক্ষ লক্ষ কোকিল কুহরে নিরন্তর ॥ একদিন কৃষ্ণ এই বনেতে আসিয়া। কোকিল-সদৃশ শব্দ করে হর্ষ হৈয়া ॥ সকল কোকিল হৈতে শব্দ সুমধুর। যে শুনে বারেক তার ধৈর্য্য যায় দূর ॥ জটিলা কহয়ে বিশাখারে প্রিয়বাণী। কোকিলের শব্দ ঐছে কভু নাহি শুনি ॥ বিশাখা কহয়ে—এই মো সভার মনে। যদি কহ এ কোকিলে দেখি গিয়া বনে ॥ বৃদ্ধা কহে—যাও: শুনি' উল্লাস অশেষ। রাই—সখীসহ বনে করিলা প্রবেশ ॥ হৈল মহাকৌতুক সুখের সীমা নাই। সকলেই আসিয়া মিলিনা এক ঠাঁই ॥ কোকিলের শব্দে কৃষ্ণ মিলে রাধিকারে। এহেতু **'কোকিলাবন'** কহয়ে ইহারে ॥ অহে শ্রীনিবাস, দেখ **'আঁজনক'** গ্রাম। এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অনুপম ॥ রাধিকা নিজবেশ করয়ে নির্জ্জনে। হইলা ভূষিতা নানা রত্নাদি ভূষণে ॥ কেশবন্ধনাদি করি' অঞ্জন পরিতে। অকস্মাৎ বংশীধ্বনি প্রবেশে কর্ণেতে ॥ সেইক্ষণে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে। এথা আসি' কৃষ্ণে মিলিলেন মহারঙ্গে ॥ আগুসারি' আনি কৃষ্ণ বৃন্দাবিরচিত পুষ্পাসনে বসাইলা ॥ দেখে অঙ্গ-বিহ্বল হইলা। শোভা—নেত্রে না দেখে অঞ্জন। জিজ্ঞাসিতে বৃত্তান্ত কহিলা সখীগণ ॥ রসের আবেশে কৃষ্ণ অঞ্জন লইয়া। দিলেন রাধিকা-নেত্রে মহা হর্ষ হৈয়া ॥ অঞ্জনের ছলে নানা পরিহাস কৈল। এ

হেতু এ স্থান নাম **'আঁজনক'** হৈল ॥ এই **'বিত্যুদ্বারি'** গ্রাম, 'বিজো-আরি' কয়। এ গ্রাম প্রসঙ্গ শুনি' কেবা না দ্রবয় ॥ অহে শ্রীনিবাস, ব্রজে অক্রূর আসিতে। হৈল এই ধ্বনি—আইলা রামকৃষ্ণ নিতে ॥ রাত্রিবাস আনন্দে করিয়া নন্দালয়ে। নন্দাদিক-সহ প্রাতে মথুরা চলয় ॥ ব্রজশূন্য হৈল রামকৃষ্ণের গমনে। কহিতে কি—তাহা যে দেখিল সেই জানে ॥ কৃষ্ণেরে দেখিতে ধায় ব্রজাঙ্গনা-গণ। নদীর প্রবাহ-প্রায় ঝরয়ে নয়ন ॥ সে দশা দেখিতে দারু পাষাণ বিদরে। লক্ষ লক্ষ মুখে তা' বর্ণিতে কেহ নারে ॥ চতুর্দ্দিকে ব্যাকুল কৃষ্ণের প্রিয়গণ। এথা কৃষ্ণ রথেতে করিলা আরোহণ ॥ কৃষ্ণ-মুখপদ্মে গোপীনেত্র সমর্পিলা। হা হা প্রাণনাথ বলি' মূর্চ্ছিত হইলা ॥ স্থির বিজুরির পুঞ্জ আকাশ হইতে। যৈছে পড়ে তৈছে গোপী পড়ে পৃথিবীতে ॥ বিজুরির পুঞ্জ—জ্ঞান হইল সবার। এই হেতু **'বিজো-আরি'** নাম সে ইহার ॥ **'পরশো'** নাম গ্রাম এই দেখহ অগ্রেতে। পরশো নাম হৈল যৈছে কহি সংক্ষেপেতে ॥ রথে ছড়ি' কৃষ্ণ মথুরায় যাত্রা কৈলা। গোপিকার দশা দেখি ব্যাকুল হইলা ॥ লোকদ্বারে কহিলেন শপথ খাইয়া। 'কালি' 'পরশ্বের' মধ্যে মিলিব আসিয়া' ॥ এ হেতু **'পরশো'** নাম হইল ইহার। কহিতে না জানি—যৈছে চেষ্টা গোপিকার ॥ পরশো নিকট এই **'শী-নামেতে'** গ্রাম। সংক্ষেপে কহিয়ে যৈছে হইল শী-নাম ॥ এথা কৃষ্ণচন্দ্র ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। গোপিকার দশা দেখি' কহে বারে বারে ॥ মথুরা হইতে শীঘ্র করিব গমন। এই হেতু শীঘ্র শী, কহয়ে সর্ব্বজন ॥ অসংখ্য গোপীর নেত্র-অঞ্জন সহিতে। নেত্র-অশ্রু বুক বহি' পড়ে পৃথিবীতে ॥ একত্র হইয়া

জল চলে নদীপারা। সবে কহে'—এই হয় যমুনার ধারা॥ এই গোপিকার প্রেম-অশ্রুময় স্থান। অহে শ্রীনিবাস, এ দেখয়ে ভাগ্যবান্॥

দেখ এই '**কামাই**', '**করালা**' গ্রামদ্বয়। কামাই গ্রামেতে বিশাখার জন্ম হয়॥ ললিতার স্থান এই করালা গ্রামেতে। '**লুধৌনী**' গ্রামেও বাস বিদিত ব্রজেতে॥ এই করালা গ্রামেতে চন্দ্রাবলী-স্থিতি। করালার পুত্র গোবর্দ্ধন যার পতি॥ চন্দ্রভানু, পিতা, ইন্দুমতী মাতা যার। চন্দ্রাবলী হন জ্যেষ্ঠা ভগ্নী রাধিকার॥ শ্রীচন্দ্রাবলীর পিতা—পঞ্চ সহোদর। সকলের জ্যেষ্ঠ বৃষভানু নৃপবর॥ চন্দ্রভানু, রত্নভানু, সুভানু, শ্রীভানু। ক্রমে এ পঞ্চের সূর্য্যসমতেজ তনু। গোবর্দ্ধন মল্ল চন্দ্রাবলীর সহিতে। সখীস্থলী-গ্রামে কভু রহে করালাতে॥ পদ্মা-আদি যূথেশ্বরী রহি' এই ঠাঁই। কৃষ্ণে যৈছে মিলে সে কৌতুক অন্ত নাই॥ ওই যে '**পিয়াসো**' গ্রামে কৃষ্ণে পিয়াস হৈল। বলদেব আনি' জল কৃষ্ণে পিয়াইল॥ শ্রীনন্দের প্রিয় ও মন্ত্রী উপনন্দ মহাশয়—এ '**সাহার**' গ্রামে উপনন্দের বসতি। অধিক বয়স মন্ত্রণাতে বিজ্ঞ অতি॥ যথা ব্রঃ বিঃ ১৬শ্লোক—'যিনি শুভ্র শ্মশ্রুরাজিতে সুন্দরমুখ শ্যামবর্ণ, কৃতী, মন্ত্রণা-কুশল, ব্রজরাজ নন্দের সভায় সর্ব্বদা অবস্থানপূর্ব্বক নিজ অর্ব্বুদ প্রাণত্যাগে ভ্রাতুষ্পুত্র মুরারি কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন, সাহার গ্রাম-নিবাসী উপনন্দ-নামে খ্যাত তিনি গোষ্ঠকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন॥ উপনন্দ গোপের অদ্ভুত স্নেহ-প্রথা। যার পুত্র সুভদ্র কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥ সুভদ্রের প্রিয় গুণ কহিল না হয়। পরম পণ্ডিত, কৃষ্ণে স্নেহ অতিশয়॥ যথা ব্রজবিলাস—

১৭শ্লোক—'যিনি শ্যামকান্তি, সূক্ষ্মবুদ্ধি, যুবক, অতিমধুরস্বভাব, জ্যোতিষিগণের অগ্রণী, পাণ্ডিত্যে বৃহস্পতিকে পরাজিত করিয়াছেন ব্রজরাজের বামপার্শ্বে অবস্থিত, অর্ব্বুদপ্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় বলিয়া এই গোষ্ঠে কৃষ্ণকে পরামর্শ দানে রক্ষা করেন সেই উপনন্দ পুত্র সুভদ্রকেও প্রীতিভারে এই গোষ্ঠে স্তুতি করিতেছি।

সুভদ্রের ভার্য্যা কুন্দলতা নাম যা'র। কৃষ্ণ সে জীবন—যেঁহা সখী রাধিকার ॥ যথা—যিনি পরিহাস হেতু মধুর, অতীব সখ্যভাবের দ্বারা অতিপ্রিয়া, যশোমতীর আজ্ঞায় রন্ধনার্থ রাধাকে আনয়নকালে পথে পথে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথার দ্বারা প্রীতির সহিত রাধার তৃপ্তিবিধান করিয়া নিজেও পরমানন্দ লাভ করেন সেই কুন্দলতাকে এই গোষ্ঠে ভজনা করি ॥ ব্রঃ বিঃ ৩২শ্লোক।

এই **'সাঁখি'** নামে গ্রাম দেখ—এইখানে। দুষ্ট শঙ্খচূড়ে কৃষ্ণ বধিলা আপনে। শঙ্খচূড়-মাথে মণি ছিল—তাহা লৈয়া ॥ বলদেব-পাশে আসি' দিলা হর্ষ হৈয়া ॥ এই কথোদূরে যথা ছিলা বলরাম। তথা 'রামকুণ্ড' এবে **'রামলতাও'** নাম ॥ বলদেব মণি মধুমঙ্গল-দ্বারায়। রাধিকারে দিলা—মহা কৌতুক তাহায় ॥

ছত্রবনের উমারও-নাম হইবার লীলা-বিবরণ—

'ছত্রবনে' কৃষ্ণে রাজা করি' সখাগণ। রাজ আজ্ঞা-বলে করে সর্ব্বত্র শাসন ॥ মধুমঙ্গলাদি সবে প্রগল্ভ বচনে। কৃষ্ণের দোহাই দিয়া ফিরে বনে বনে ॥ "মহারাজ ছত্রপতি নন্দের কুমার। তাঁর এ রাজ্যেতে নাই অন্য অধিকার ॥ যদি কেহ পুষ্পচয়নেতে এথা আইসে। তবে দণ্ড দিব তারে লৈয়া রাজা পাশে ॥" ললিতাদি সখী ক্রোধে কহে বার বার! "রাধিকার রাজ্য কে করয়ে অধিকার ॥

ঐছে কত কহি ললিতাদি সখীগণ। রাধিকারে উমরাও কৈলা সেইক্ষণ॥ উমরাও-যোগ্য সিংহাসনে বসি' রাই। সখীগণ প্রতি কহে চতুর্দ্দিকে চাই॥ "মোর রাজ্যে অধিকার করে যেইজন। পরাভব করি' তারে আন এইক্ষণ॥" শুনি' সজ্জ হৈয়া চলে যুদ্ধ করিবারে। বৃন্দা-বিনির্ম্মিত পুষ্প-যষ্টি লৈয়া করে॥ সহস্র সহস্র সখী চলে চারিভিতে। সুবলাদি সখা তাহা দেখে দূর হৈতে॥ শ্রীমধুমঙ্গল না কহিয়া পলাইল। কোন সখী গিয়া মধুমঙ্গলে ধরিল॥ পুষ্পমালা দিয়া হস্ত বন্ধন করিলা। উমরাও-পাশে শীঘ্র লইয়া আইলা॥ দেখি' মধুমঙ্গলে কহয়ে বার বার। "কা'র রাজ্যে করাও কাহার অধিকার॥ তোমা সবাসহ দণ্ড দিব সে রাজারে। যেন ঐছে কর্ম্ম আর কভু নাহি করে॥" শুনি' মধু কহয়ে করিয়া মুণ্ড হেট। ঐছে দণ্ড কর যাতে ভরে মোর পেট॥ উমরাও কহে—এই পেটার্থী ব্রাহ্মণে। ছাড়ি' দেহ যাউক রাজার সন্নিধানে॥ সখীগণ দিলা মধুমঙ্গলে ছাড়িয়া। বন্ধন-সহিত মধু চলিল ধাইয়া॥ মহাদর্পে রাজা বসি' রাজ-সিংহাসনে। মধুমঙ্গলেরে কহে—ঐছে দশা কেনে॥ বিমর্ষ হইয়া মধু কহে বার বার। "তোমারে করিনু রাজা এই ফল তার॥ তেঁহ উমরাও—তাঁ'র প্রতাপ অপার। তুমি কি করিবে তাঁর রাজ্যে অধিকার॥ যে কন্দর্প জগতের ধৈর্য্যধন হরে। সে কন্দর্প কাঁপে তাঁর নেত্র ভঙ্গিদ্বারে॥ তাহাতে মানহ তুমি আমার বচন। নিজাঙ্গ সমর্পি' লেহ তাঁহার শরণ॥" কৃষ্ণ কহে—মধু যে কহিলা সর্ব্বোপরি। তোমারে বান্ধিল দুঃখ সহিতে না পারি॥ মধু কহে—তোমার মঙ্গল মাত্র চাই।

অপমান হইলেও কোন দুঃখ নাই॥ এত কহি' কৃষ্ণ-হস্ত করি' আকর্ষণ। রাধিকার নিকটে আইসে সেইক্ষণ॥ প্রাণনাথ-আগমন দেখিয়া সুখে রাই। হইলেন অধৈর্য্য—লজ্জার সীমা নাই॥ উমরাও-বেশ রাই ঘুচাইতে চায়। সখী কহে—এই বেশে রহিবে এথায়॥ রাধিকার ঐছে বেশ কৃষ্ণ দেখি' দূরে। হইলা অস্থির, ধৈর্য্য ধরিতে না পারে॥ কৃষ্ণ চেষ্টা দেখি' মধু উল্লাস হিয়ায়। রাধিকা-সমীপে কৃষ্ণে আনিল ত্বরায়॥ রাধিকা দক্ষিণ পাশে কৃষ্ণে বসাইল। কৃষ্ণবামে রাই—কি অদ্ভুত শোভা হৈল॥ রাধিকার প্রতি মধু কহে বার বার। এবে কৃষ্ণ লহ, রাজ্যে কর অধিকার॥ কৃষ্ণ যে দিবেন এক আলিঙ্গন-রত্ন। সে তোমার ভেট—তা' লইবে করি' যত্ন॥ শুনি' মধুবচন-ললিতা হাসি' সুখে। দিলেন মোদক মধুমঙ্গলের মুখে॥ মধু কহে—কৈলা দোষ,বাঁধিলা আমায়। ঐছে লক্ষ লড্ডু ভুঞ্জাইলে দোষ যায়॥ এত কহি' ভঙ্গি করি' মোদক ভুঞ্জয়ে। সখী-সুবেষ্টিত দুঁহু-শোভা নিরীক্ষয়ে॥ মোদক ভুঞ্জিয়া অতি সুমধুর ভাষে। 'বহুকার্য্য আছে'—বলি' চলয়ে উল্লাসে॥ উমরাও, রাজা—দোঁহে নিকুঞ্জ ভবনে। করিলা প্রবেশ অতি উল্লসিত মনে॥ সুরত-সমরে দোহে শ্রমযুক্ত হৈলা। বিবিধ কৌতুকে সখী শ্রম দূর কৈলা॥ অহে শ্রীনিবাস, রঙ্গ কহিতে কি আর। 'উমরাও'-গ্রাম নাম এ-হেতু ইহার॥ 'কিশোরীকুণ্ড'—বৃষভানু-কিশোরীর প্রিয় অতিশয়। এই যে কিশোরী-কুণ্ড সদা-শোভাময়॥ দেখি' এ অপূর্ব্ব বন মহাহর্ষ মনে। লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন এইখানে॥ যে বৈরাগ্য তাঁর—তা' কহিতে

অন্ত নাই। শ্রীরাধাবিনোদ কৃপা কৈল এই ঠাঁই॥ ফল, মূল, শাক, অন্ন যবে যে মিলয়। যত্নে তাহা শ্রীরাধাবিনোদে সমর্পয়॥ বর্ষা শীতাদিতে এই বৃক্ষতলে বাস। সঙ্গে জীর্ণ কাঁথা, অতিজীর্ণ বহির্ব্বাস॥ আপনি হইত সিক্ত অতিবৃষ্টি-নীরে। ঠাকুরে রাখিত এই বৃক্ষের কোটরে॥ অন্য সময়েতে জীর্ণ ঝোলায় লইয়া। রাখিতেন বক্ষে অতি উল্লসিত হিয়া॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলা করিয়া স্মরণ। হইত ব্যাকুল, এথা করিত ক্রন্দন॥

পণ্ডিত-কহয়ে—'নন্নীসেমরী' এ গ্রাম। 'শ্যামরী-কিন্নরী'—এ গ্রামের পূর্ব্বনাম॥ রাধিকার মানভঙ্গ-উপায় না দেখি'। এইখানে শ্রীকৃষ্ণ হইলা শ্যামাসখী॥ বীণাযন্ত্র বাজাইয়া আইলা এথায়। শ্রীরাধিকা কহে—এ কিন্নরী সর্ব্বথায়॥ শুনি, বীণাবাদ্য রাই বিহ্বল হইলা। নিজ রত্নমালা তার গলে পরাইলা॥ কিন্নরী কহে—'মানরত্ন মোরে দেহ। অনুগ্রহ করিয়া আপন করি' লেহ'॥ এ বাক্য শুনিয়া রাই মন্দ মন্দ হাসে। দূরে গেল মান—মগ্ন হইলা উল্লাসে॥ এইরূপে এই দুই গ্রামের নাম হয়। এথা এই দেবীর প্রভাব অতিশয়॥ অহে শ্রীনিবাস, আগে দেখ ছত্রবন। এইখানে হৈল রাজা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ কৃষ্ণ রাজা হইলে কিছুদিনে পৌর্ণমাসী। রাধিকার অভিষেক কৈলা সুখে ভাসি'॥ বৃন্দারণ্য-রাণী রাধা রাধাস্থলী স্থানে। অভিষেকে যে রঙ্গ তা' কহিতে কে জানে॥ যথা স্তবাবলীতে ব্রজবিলাস স্তবের ৬১ শ্লোকে—"ব্রহ্মার আকাশবাণীক্রমে শ্রীপৌর্ণমাসী নানাবর্ণযুক্ত মানসগঙ্গাপ্রমুখ নদীবর্গ ও সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীগণসহিত যথায় বৃন্দারণ্যরূপ

শ্রেষ্ঠ রাজ্যাধিকারে শ্রীরাধাকে সানন্দে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন সেই রাধাস্থলী আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন ॥

দেখহ 'খদিরবন' বিদিত জগতে। বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি এথা গমন-মাত্রেতে ॥ যথা আদিবরাহে—লোকপ্রসিদ্ধ খদিরবন এই জগতে সপ্তম বন। হে ভদ্রে! তথায় গমন করিলে সে লোক আমার ধামে গমন করে ॥ (খোয়াড়—গো-বন্ধনস্থলীর খয়েড়া হইতে খদির বনের নামান্তর) এস্থানে শ্রীলোকনাথ-গোস্বামী প্রভুর ভজনস্থলী বর্ত্তমান।

অহে শ্রীনিবাস, দেখ কৃষ্ণ এইখানে। সখাসহ নানা খেলা খেলে গোচারণে ॥ দেখহ 'সঙ্গমকুণ্ড' অতি মনোরম। কৃষ্ণসহ গোপিকার এথা সুসঙ্গম ॥ পরম নির্জ্জন এথা সুখে লোকনাথ। মধ্যে মধ্যে রহিতেন ভূগর্ভের সাথ ॥ এই যে 'কদম্বখণ্ডি', শোভা মনোহর। এথাদ্ভুত লীলা করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ গো-চারণ হইতে শ্রীকৃষ্ণ গৃহাগমন কালে (সমস্ত সখাগণের গোধন একত্রে বিচরণ করিত) এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন-দ্বারা বিভাগক্রমে প্রত্যেক সখাগণের পৃথক্ পৃথক্ গোধন সমূহকে বিভাগ বা কদম একত্রিতকে খণ্ডিত বা বিভক্ত করিতেন এস্থানে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর ভজন-স্থান ও কুণ্ড বিরাজিত।

'বকথরা' গ্রাম এ যাবট সন্নিধানে। বকাসুরে কৃষ্ণ বধিলেন এইস্থানে ॥ 'নেওছাক' স্থান এই—দেখ শ্রীনিবাস। এথা শ্রীকৃষ্ণের হয় ভোজন-বিলাস ॥ ছাক শব্দে ভক্ষণ-সামগ্রী ব্রজে কয়। কৃষ্ণ ভুঞ্জিবেন—তেঞি যশোদা প্রেরয় ॥ আর যত গোপবালকের মাতাগণে। সবে

ভক্ষ্যদ্রব্য পাঠায়েন এই বনে॥ এই 'ভাণ্ডাগোর' গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস। এথা শ্রীকৃষ্ণের অতি অদ্ভুত বিলাস॥ এবে গ্রাম নাম লোকে 'ভাদালি' কহয়। একুণ্ডের স্নানাদিতে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। যথা আদিবরাহে—তারপর ভাণ্ডাগোর নামে প্রসিদ্ধ আমার গুহ্যস্থান আছে। লোক তথায় নিঃসংশয়ে স্থানসিদ্ধি লাভ করে। হে মহাভাগে। সেই স্থানে বৃক্ষ-গুল্ম-লতাবেষ্টিত এক কুণ্ড আছে। যে ব্যক্তি অহোরাত্র উপবাস করিয়া সেই কুণ্ডে স্নান করে, সে বিদ্যাধর-লোকে যাইয়া সুখভোগ করে, ইহা নিশ্চয় কহিলাম। এথায় চতুর্ব্বিংশতি দ্বাদশী তিথিতে উপবাসাদদ্বারা আমার সেবার ব্যবস্থা আছে, এবং সেই সকল লোক অর্দ্ধ-রাত্রে কর্ণের আনন্দপ্রদ গীত শ্রবণ করিয়া থাকে॥

পাবনসরোবর—সনাতন গোস্বামীর কুটীর দর্শনে। হইলা অধৈর্য্য—অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ বৃন্দাবন হৈতে (শ্রীসনাতন গোস্বামী) আসি' এ নির্জ্জন বনে। প্রেমেতে বিহ্বল সদা কৃষ্ণ-আরাধনে॥ সঙ্গোপনে রহে, ভক্ষণের চেষ্টা নাই। কেহো না জানয়ে—কে আছয়ে এই ঠাঁই॥ কৃষ্ণ গোপবালকের ছলে দুগ্ধ লৈয়া। দাঁড়াইলা গোস্বামি-সম্মুখে হর্ষ হৈয়া॥ গোরক্ষক-বেশ, মাথে উষ্ণীষ শোভয়। দুগ্ধভাণ্ড হাতে করি' গোস্বামীরে কয়॥ আছহ নির্জ্জনে, তোমা কেহ নাহি জানে। দেখিলাম তোমারে আসিয়া গোচারণে॥ এই দুগ্ধ পান কর আমার কথায়। লইয়া যাইব ভাণ্ড রাখিহ এথায়। কুটীরে রহিলে মো-সভার সুখ হবে। ঐছে রহ—ইথে ব্রজবাসী দুঃখ পাবে॥ এত কহি' গোপালের হইল গমন। মুগ্ধ হৈয়া দুগ্ধপান কৈল সনাতন॥

দুগ্ধপানমাত্রে প্রেমে অধৈর্য্য হইল। নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া বহু খেদ কৈলা॥ অলক্ষিত প্রভু সনাতনে প্রবোধিলা। ব্রজ-বাসিদ্বারে এক কুটীর করাইলা॥ ঐছে সনাতনের হইল বাসালয়। মধ্যে মধ্যে এথা শ্রীরূপের স্থিতি হয়॥ একদিন শ্রীরূপগোস্বামী সনাতনে। ভুঞ্জাইতে দুগ্ধান্নাদি করিলেন মনে॥ ঐছে মনে করি' পুনঃ সঙ্কোচিত হইলা। শ্রীরূপের মনোবৃত্তি রাধিকা জানিলা॥ ঘৃত-দুগ্ধ-তণ্ডুল-শর্করাদিক লইয়া। গোপবালিকার ছলে আইলা হর্ষ হৈয়া॥ রূপ-প্রতি কহে 'স্বামি, এই সব লেহ। শীঘ্র পাক করি' কৃষ্ণে সমর্পি ভুঞ্জহ॥ মাতা মোর এই কথা কহিল কহিতে। কোনই সঙ্কোচ যেন নহে কভু চিতে'॥ এত কহি' শ্রীরাধিকা কৌতুকে চলিলা। শ্রীরূপগোস্বামী সুখে শীঘ্র পাক কৈলা॥ কৃষ্ণে সমর্পিয়া গোস্বামী সনাতনে। করে পরিবেশন পরমানন্দ মনে॥ সনাতন গোস্বামী সামগ্রী-সুগন্ধিতে। না জানে কতক সুখ উপজয়ে চিতে॥ দুই এক গ্রাস মুখে দিয়া সনাতন। হইলা অধৈর্য্য —অশ্রু নহে নিবারণ॥ সনাতন সামগ্রী-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিল। শ্রীরূপ ক্রমেতে সব বৃত্তান্ত কহিল॥ শুনিয়া গোস্বামী নিষেধয়ে বার বার। 'ঐছে ভক্ষ্য-দ্রব্য-চেষ্টা না করিহ আর॥' এত কহি শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা কৈলা। শ্রীরূপগোস্বামী অতি খেদযুক্ত হৈলা॥ স্বপ্নছলে শ্রীরাধিকা দিয়া দরশন। প্রবোধিলা শ্রীরূপে—জানিলা সনাতন॥ অহে শ্রীনিবাস, যৈছে শ্রীরূপের ধৈর্য্য। বৈষ্ণবসমাজে ব্যক্ত হইল আশ্চর্য্য॥ একদিন রাধাকৃষ্ণ বিচ্ছেদ-কথাতে। কান্দয়ে বৈষ্ণব মূর্চ্ছাগত

পৃথিবীতে॥ অগ্নিশিখা-প্রায় জ্বলে রূপের হৃদয়। তথাপি বাহিরে কিছু প্রকাশ না হয়॥ কারু দেহে শ্রীরূপের নিশ্বাস স্পর্শিল। অগ্নিদগ্ধ প্রায় তার দেহে ব্রণ হৈল॥ দেখিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার। ঐছে শ্রীরূপের ক্রিয়া—কহিতে কি আর॥ কি কহিব—যতসুখ এই নন্দীশ্বরে। এত কহি' চলে গোস্বামী শ্রীকুটীরে॥ তথা বিপ্র শ্রীগোপালমিশ্র সুচরিত। সনাতন গোস্বামীর পুরোহিত-পুত্র॥ শ্রীসনাতন-শিষ্য, সর্ব্বাংশে সুন্দর। এ সবে দেখিতে তাঁ'র উল্লাস অন্তর॥ শ্রীপণ্ডিত শ্রীনিবাস-নরোত্তমে কয়। আগে এই দেখহ 'বৈঠান'-গ্রাম হয়॥ যবে যে পরামর্শ করয়ে গোপগণ। এই খানে আসিয়া বৈসয়ে সর্ব্বজন॥ গোপগণ বৈসে—এই হেতু এ বৈঠান। এবে লোকে কহে "ছোট" "বড়" দুই নাম॥ ব্রজবাসি স্নেহে বদ্ধ হৈয়া হর্ষমনে। সনাতন গোস্বামী ছিলেন এইখানে॥ এইরূপে গ্রামে গ্রামে করিয়া ভ্রমণ। আইসেন বৈঠান-গ্রামেতে সনাতন॥ দেখ 'নীপবন'—মন মোহয়ে শোভায়॥ এই 'কৃষ্ণকুণ্ড'—এথা কৌতুক অশেষ॥ এ 'কুণ্ডলকুণ্ডে' কৃষ্ণ কৈল কেশবেশ॥ এই 'বেড়োখোর'-কুঞ্জ ভবন-মাঝার। বিলসয়ে দোঁহে বদ্ধকরি' কুঞ্জদ্বার॥ 'চরণপাহাড়ি' এই পর্ব্বতের নাম। এথা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌতুক অনুপম॥ সখা-সুবেষ্টিত কৃষ্ণ চড়িয়া পর্ব্বতে। গো-গণ চরয়ে দূরে—দেখে চারিভিতে॥ ভুবনমোহনবেশে বংশী করে লৈয়া। দাঁড়াইল বৃক্ষতলে ত্রিভঙ্গ হইয়া॥ বংশীবাদ্যারম্ভমাত্রে জগত মাতিল। যে যথা ছিলেন সবে ধাইয়া আসিল॥ বংশীগান শ্রবণে

স্থগিত সবে হৈলা। তুলনা কি গানে?—এই পর্ব্বত দ্রবিলা॥ বংশীধ্বনি শুনিয়া যে আইল এথায়। তা' সবার পদচিহ্ন দেখহ শিলায়॥ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিহ্ন এ রহিল। এই হেতু 'চরণ-পাহাড়ি' নাম হৈল॥ দেখ কৃষ্ণকুণ্ড এই, 'হারোয়াল' গ্রাম। এথা বিলসয়ে রঙ্গে রাই-ঘনশ্যাম॥ পাশা খেলাইতে রাই কৃষ্ণে হারাইলা। খেলায় হারিয়া কৃষ্ণ মহালজ্জা পাইলা॥ ললিতা কহয়ে—'রাই, পাশক-ক্রীড়াতে। অনায়াসে তুমি হারাইলা প্রাণনাথে॥ হইল তোমার জিত অনেক প্রকারে। দেখিব - কন্দর্পযুদ্ধে কেবা জিতে হারে॥ এত কহি' নিকুঞ্জ-মন্দিরে দোঁহে থুইয়া। সখীগণ দেখে রঙ্গ অলক্ষিত হৈয়া॥ হইল পরমানন্দ—কহিতে কি আর। এই হারোয়াল হয় অদ্ভুত বিহার॥ দেখহ 'সাতোঞা' নাম গ্রাম শোভা করে। এথা শ্রীশান্তনুমুনি আরাধে কৃষ্ণেরে॥ 'সূর্য্যকুণ্ড', 'নন্দনকূপ', 'বাস্তশিলা', আর। অপূর্ব্ব পর্ব্বত—এথা কৃষ্ণের বিহার॥ দেখ 'পাই-গ্রাম',—রাই সখীগণ সনে। কৃষ্ণের অন্বেষণ করি' পাইল এখানে॥ দেখ এ 'চলনশিলা'—এথা শ্যামরায়। চলিতে নারয়ে প্রেমে, বৈসয়ে শিলায়॥ দেখহ 'কামরি গ্রাম',—কৃষ্ণ এই খানে। কামে ব্যস্ত হইয়া চাহে রাইপথ পানে॥ দেখ এ 'বিছোর-গ্রাম'—এথা চন্দ্রমুখী। কৃষ্ণসহ মিলয়ে সঙ্গেতে প্রিয়সখী॥ ক্রীড়াবসানেতে দোঁহে চলে নিজালয়। বিচ্ছেদ-প্রযুক্ত এ বিছোর নাম হয়॥ দেখহ কদম্বখণ্ডি 'তিলোয়ার'-গ্রাম। এথা ক্রীড়ারত, নাই তিলেক বিশ্রাম॥ এই যে 'শৃঙ্গার-বট'—কৃষ্ণ এই খানে। রাধিকার বেশ কৈল

বিবিধ বিধানে ॥ এই দেখ কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলাস্থান। এবেএ হইল 'ললাপুর' নাম গ্রাম ॥ এই যে 'বাসোসী' গ্রাম —কৃষ্ণাঙ্গ-সুবাসে। ভ্রমর মাতিব কি ?—জগত-ধৈর্য্য নাশে ॥ এথা রাধাকৃষ্ণ প্রিয়সখীগণ-সঙ্গে। নিরন্তর মগ্ন হোলিখেলা-দিক-রঙ্গে ॥ ওহে দেখ 'পয়-গ্রাম',—শ্রীকৃষ্ণ এখানে। পয়ঃপান কৈলা সর্ব্ব-সখাগণ সনে ॥ (চরণপাহাড়ির ৪ মাইল উত্তরে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে সীমান্তে) এ 'কোটঃবন', 'কোটবন', সবে কয়। এথা সখাসহ কৃষ্ণ সুখে বিলসয় ॥ এই 'দধি-গ্রামে' কৃষ্ণ দধি লুঠ কৈল। গোপাঙ্গণা সহ মহা কৌতুক বাড়িল ॥ (হোডোলের ৩ মাইল দক্ষিণে বসোলির দেড় মাইল দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভিমুখে,) এ 'শেষশায়ী' 'ক্ষীরসমুদ্র'—এথাতে। কৌতুকে শুইলা কৃষ্ণ অনন্তশয্যাতে ॥ শ্রীরাধিকা পাদপদ্ম করয়ে সেবন। যে আনন্দ হৈল—তাহা না হয় বর্ণন ॥ তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯১ শ্লোক :—'যস্য শ্রীমচ্চরণকমলে কোমলে কোমলাপি' শ্রীরাধোচ্চৈর্নিজসুখকৃতে সন্নয়ন্তী কুচাগ্রে। ভীতাপ্যারাদথ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্যদোষাৎ স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা শেষশায়ী স্থিতিং নঃ ॥ অর্থাৎ—"যে কৃষ্ণের কোমল সুমনোহর চরণযুগল কোমলাঙ্গী শ্রীরাধাও নিজ সুখার্থে বক্ষঃসমীপে অনেক দূর উত্তোলন করিয়াও পরে এই কুচাগ্রের কর্কশতাদোষ বিচার করিয়া ভীত হইয়া উন্নত কুচাগ্রে ধারণ করেন না, সেই শেষশায়ী কৃষ্ণ মনোরম গোষ্ঠে আমার অবস্থান বিধান করুন ॥" এই শেষশায়ী-মূর্ত্তি দর্শন করিতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আইলা এথাতে ॥ করিয়া দর্শন

মহা কৌতুক বাঢ়িল। সে প্রেম-আবেশে প্রভু অধৈর্য্য হইল॥ এই দেখ কদম্বকানন মনোহর। এথা বিহরয়ে রঙ্গে রসিকশেখর॥ এই ব্রজ-সীমা—খম্বহরে 'খানীগ্রাম'। এথা গোচারয়ে রঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম॥ 'বনচারী' আদি গ্রামে অদ্ভুত বিলাস। এ সব ব্রজের সীমা, ওহে শ্রীনিবাস॥ যমুনা-নিকট গ্রাম 'খরন্নো'—এখানে। বলরাম মঙ্গল জিজ্ঞাসে সখাগণে॥ দেখহ "উজানি'-স্থান—যমুনা এখানে। বহয়ে উজান শ্রীকৃষ্ণের বংশীগানে॥ দেখহ 'খেলনবন'—এথা দুই ভাই। সখাসহ খেলে—ভক্ষণের চেষ্টা নাই॥ মায়ের যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ-বলরাম। এ খেলন-বনের 'খেলাতীর্থ' নাম॥ অহে শ্রীনিবাস! এই "রামঘাট" হয়। এথা রাসলীলা করে রোহিণীতনয়॥ যথা কৃষ্ণ প্রিয়া-সহ কৈল রাসকেলি। তথা হৈতে দূর—এ রামের রাসস্থলী॥ কহিতে কি—তেঁহো কোটি-সমুদ্র গভীর। কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ—পরম সুধীর॥ দ্বারকা হইতে উৎকণ্ঠায় ব্রজে আইলা। চৈত্র বৈশাখ দুই মাস স্থিতি কৈলা॥ শ্রীনন্দ-যশোদা-আদি প্রবোধে সবারে। সখাগণে সন্তোষয়ে বিবিধ প্রকারে॥ নানা অনুনয়বিজ্ঞ রোহিণীতনয়। কৃষ্ণপ্রিয়াগণে নানা প্রকারে শান্তয়॥ নিজ প্রিয় গোপীগণ-মনোহিত করে। যে সব সহিত পূর্ব্বে বসন্তে বিহরে॥ কে বর্ণিতে পারে সে কৌতুক অতিশয়। শঙ্খচূড়ে বধ কৃষ্ণ করে সে সময়॥ বলদেবপ্রিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া সম্বলিত। হোরিক্রীড়া,—রঙ্গবৃদ্ধি হৈল যথোচিত॥ রাম-কৃষ্ণ দোঁহে নিজ নিজ প্রিয়া সনে। বিলসয়ে যৈছে—তা' বর্ণয়ে বিজ্ঞগণে॥ তথাহি শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে

চতুর্থ প্রক্রমে—তারপর দেখ, এইস্থানে বসন্তোপযোগি-বেশ ধারণকারী, রসিক, সুবর্ণভূষিত শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ নিজ যূথেশ্বরী ব্রজসুন্দরীগণের সহিত কেলি করিয়াছিলেন। তাঁহারা রসে ভরপূর ও শোভাময় হইয়া গানকারিণী নৃত্যশীলা সুন্দরী গোপীগণের সহিত পান ও নৃত্য করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন॥ পরম অদ্ভুত বলদেবের বিহার। বলদেব-প্রেয়সীগণের নাহি পার॥ কৃষ্ণক্রীড়াকালে অনুৎপন্ন বালাগণ। বলদেব-প্রিয়া সে-সবার গণন॥ এ সকল গোপী-রতিবর্দ্ধন বলাই। যৈছে ক্রীড়ারত—তা' কহিতে অন্ত নাই॥ চৈত্রবৈশাখ মাসের ভাগ্য অতিশয়। রোহিণীনন্দন যা'তে ব্রজে বিলসয়॥ তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৬৫ম অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে—"ভগবান্ শ্রীবলরাম রাত্রিতে গোপীগণের রতি-বিধানপূর্ব্বক তথায় চৈত্র ও বৈশাখ দুই মাস বাস করিয়াছিলেন।" অহে শ্রীনিবাস! বলদেব প্রিয়াসনে। করিবেন রাসক্রীড়া—এ উল্লাস মনে॥ কে বুঝিতে পারে বলরামের চরিত। পরম কৌতুকে এথা হৈলা উপনীত॥ এই রম্য যমুনা-পুলিন-উপবন। সদা মন্দ মন্দ বহে সুগন্ধি পবন॥ পূর্ণচন্দ্রকিরণে রজনী উজিয়ার। বিকশিত পুষ্পপুঞ্জ—শোভা চমৎকার॥ ভ্রমর ভ্রমরীগণ গুঞ্জে মনোহর। নানা পক্ষী নানা শব্দ করে নিরন্তর॥ লক্ষ লক্ষ ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করে। কুরঙ্গ কুরঙ্গী রঙ্গে চতুর্দ্দিকে ফিরে॥ বৃক্ষতলে রহি' দেখে রোহিণীনন্দন। কিবা সে অপূর্ব্ব ভঙ্গি ভুবন-মোহন॥ শ্রীরামের শোভা দেখি' অনন্দ-অন্তরে। স্বর্গে দেবগণ জয় জয় ধ্বনি করে॥ অহে শ্রীনিবাস! বলদেব-সন্দর্শনে।

ত্রিজগতে ধৈর্য্য বা ধরিব কোন্ জনে ॥ এথা রাম রত্নসিংহাসনে বিলসয়। রামোৎসব-বেশের সুষমা অতিশয় ॥ বলদেব-শোভা কোটিকন্দর্প জিনিয়া। প্রতি অঙ্গ-বলনী মুনীন্দ্র-মোহনিয়া॥ ভুবনমোহন প্রভু রোহিণীনন্দন। যাঁ'র শৃঙ্গবাদ্যে হরে ব্রহ্মাদির মন॥ এই খানে বলদেব ত্রিভঙ্গ হইয়া। বাজায় মোহন শিঙ্গা উল্লসিত হিয়া॥ তথা ভাঃ ১০।৬৫।১২—"পূর্ণচন্দ্রের প্রভায় প্লাবিত, কুমুদের গন্ধে ভরপুর, বায়ুদ্বারা সেবিত যমুনার উপবনে স্ত্রীগণবেষ্টিত হইয়া বলদেব ক্রীড়া করিয়াছিলেন।" প্রিয়াসহ বারুণী পানেতে মহারঙ্গ। সর্ব্বত্র বিদিত এই বারুণী প্রসঙ্গ॥ যথা ভাঃ ১০।৬৫।১৩—বরুণকর্ত্তৃক প্রেরিত বারুণী দেবী বৃক্ষকোটর হইতে নির্গত হইয়া সেই সমগ্র বনকে সুগন্ধে পরিপূর্ণ করিলেন। বায়ুদ্বারা আনীত মদধারার সেই গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বলদেব সেই বনে আসিয়া স্ত্রীগণের সহিত মদ পান করিলেন॥ মদিরাধিষ্ঠাত্রী দেবী সুধা-সহোৎপন্না। রামে জানাইল—মুই বরুণের কন্যা॥ হরিবংশে—"হে অনঘ! পিতা বরুণকর্ত্তৃক আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি॥"

এথা প্রিয়াগণসহ রোহিণীকুমার। রাসারম্ভে মত্ত হইলেন অনিবার॥ মৃদঙ্গ, পিনাক, বীণা আদি যন্ত্রগণে। বিবিধ ভঙ্গিতে বাজায়েন বহুজনে॥ প্রেয়সী প্রবীণা নানারাগ আলাপয়। শ্রুতি, স্বর, মূর্চ্ছনা-গ্রামাদি প্রকাশয়॥ গায় প্রাণনাথের চরিত্র গোপীগণ। ব্রহ্মাদি মোহিত গীত করিয়া শ্রবণ॥ শ্রীরাসমণ্ডলে সে সুখের সীমা নাই। গীত, বাদ্য, নৃত্যে মহা বিহ্বল বলাই॥ অহে শ্রীনিবাস! শ্রীরামের রাসলীলা।

প্রভু-ভক্তগণ বহু প্রকারে বর্ণিলা ॥ যমুনা আকর্ষি' রঙ্গে আনি' এইখানে। জল-ক্রীড়া কৈল বলদেব প্রিয়াসনে ॥ কি বলিব অহে শ্রীনিবাস, সে না কথা। যমুনাকে প্রসন্ন বলাই হৈল এথা ॥ বিবিধ কৌতুক এই রাসবিলাসেতে। এ রামের রাসস্থলী বিখ্যাত জগতে ॥ কি বলিব—রামঘাট-প্রদেশ সুন্দর। ভক্তগোষ্ঠী বন্দনা করয়ে নিরন্তর ॥ স্তবাবলীর ব্রজবিলাসস্তবের ৯৪ম শ্লোকে—"কৃষ্ণসম্বন্ধবিরহিত হইয়া লবণসমুদ্রাভিমুখে গমনকারিণী যে ধীরনায়িকা যমুনা ক্রুদ্ধ হলধরকর্ত্তৃক লাঙ্গলাগ্রদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন সেই যমুনাকে যে স্থানে সকল লোকে অদ্যাপি এইরূপই দেখিয়া থাকে, অহো। এই আশ্চর্য্য রামঘাট-প্রদেশকে ভক্তিপূর্ব্বক বন্দনা করি ॥"

বলদেবের রাসলীলার রহস্যঃ—মধুর রসে সর্ব্বরসের সমাবেশ আছে। যে সকল ব্রজদেবীগণের মধ্যে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের আধিক্য ছিল শ্রীবলদেবে সেই রসোৎকর্ষ থাকায় সেই রসাস্বাদন-লোলুপা ব্রজদেবীগণ শ্রীবলদেবের রাসোৎবের প্রেয়সীবর্গ। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজের বলদেবের মধ্যে ব্রজরসের পরমবিশুদ্ধতা থাকায় কৃষ্ণাভিন্ন-বিগ্রহ বলদেবের স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ উক্ত রাসলীলা-রস আস্বাদন করেন। কৃষ্ণ হইতে বলদেবের কোনদিনই বিচ্ছিন্নভাব নাই। একারণ বলদেবের শ্রীবিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ প্রবিষ্ট হইয়া উক্ত রসাস্বাদন-বৈশিষ্ট্য আস্বাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন বলদেবে মধুর রসের প্রাবল্য না থাকায় উক্ত রাসলীলা প্রকটন বলদেব ভাবের সহিত মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব-

রস-বৈচিত্র্য আস্বাদন মাধুরীর গূঢ় রহস্য। হোলীতেও দুই ভ্রাতা একত্রে উক্ত রসাস্বাদন-লীলা যোগমায়া সেই সেই ব্রজদেবীগণের মধ্যে প্রকট করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা-পূর্ত্তিরূপ অভিলাস পরিপূরণ করেন। তখনকার ভাব, স্থান, কাল ও পাত্রোপযোগী সেই সেই ব্রজদেবীগণকে শ্রীরামের সহিত রাসক্রীড়া সম্পাদন করিয়া কৃষ্ণেচ্ছা-প্রপূরণ ও লীলারসাস্বাদন-রূপ-লীলা প্রকটন করিয়াছিলেন।

যমুনায় জলকেলি করে নানা রঙ্গে॥ জলযুদ্ধ করি' উঠে তীরে। পরে বাস ভূষণ-শোভায় প্রাণ হরে॥ বলরাম রসের মূরতি। করে মধুপানাদি মদনমদে মাতি'॥ প্রিয়াসহ নিকুঞ্জ-ভবনে। শুতয়ে কুসুমশেযে, কত উঠে মনে॥ দেখি নিশি শেষ প্রিয়াগণ। প্রাণনাথে ছাড়ি' নারে যাইতে ভবন॥ বলাই কত না আদরিয়া। করিতে বিদায় হিয়া যায় বিদরিয়া॥ সবে গেলা নিজ নিজ বাসে। নরহরি নিছনি এ বলাইর বিলাসে॥ এথা প্রিয়াগণ-সঙ্গে বিবিধ বিহার। নিশান্তে হইল গৃহগমন সবার॥ এই খানে যমুনা পাইয়া মহাভয়। বলদেব-পাদপদ্মে পড়ি' প্রণময়॥ আপনা মানিয়া হীন কাতর অন্তরে। দুই কর জুড়িয়া অনেক স্তুতি করে॥' রামঘাট-প্রসঙ্গ শুনিতে যার মন। অনায়াসে ঘুচে তার এ ভববন্ধন॥ শ্রীযমুনা দেবীর শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসে সাক্ষাদ্ভাবে বিলাসবৈচিত্র্য-আস্বাদনহেতু বলদেবের এই মধু-রসের তাৎপর্য্য বোধের অনাবশ্যকতা বোধে উপেক্ষাপ্রায় লীলা প্রদর্শন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা-পূরণার্থে শ্রীযোগমায়াকর্ত্তৃক সমৃদ্ধ হইয়া বলদেবের

এই অত্যদ্ভুত লীলা-রহস্য অবগত হইয়া স্তবের দ্বারা তাহা প্রকাশ ও পূরণ করেন। বলদেবের মধ্যেও উক্ত যোগমায়ার প্রক্রিয়া-প্রভাব জানিতে হইবে।

শ্রীরাসবিলাসী রাম নিত্যানন্দ রায়। তীর্থপর্য্যটন-কালে রহিলা এথায় ॥ গোপশিশু-সঙ্গে সদা খেলায় বিহ্বল। ক্ষুধা হৈলে ভুঞ্জে দধি, দুগ্ধ, মূল, ফল ॥ বলদেব-আবেশে নারয়ে স্থির হৈতে। আপনা লুকায়—না পারে লুকাইতে ॥ সবে কহে—'এই রোহিণী-নন্দন। অবধূত বেশে ব্রজে করয়ে ভ্রমণ' ॥ অহে শ্রীনিবাস, দেখি' নিতাইর রীত। কিবা বাল, বৃদ্ধ, যুবা সবেই মোহিত ॥ নিতাই চাঁদের এথা অদ্ভুত বিহার। এই যে শাকট বৃক্ষ দন্তকাষ্ঠ তাঁর ॥ এই রামঘাটে এক বিপ্র ভাগ্যবান্। বলদেব বিনু সে ধরিতে নারে প্রাণ ॥ নিত্যানন্দ-রাম ভক্ত-রক্ষার কারণ। বলদেব-রূপে বিপ্রে দিলেন দর্শন ॥ শ্রীরাসবিলাসী নিত্যানন্দ বলরামে। স্তুতি কৈল কালিন্দী দেখিয়া এইখানে ॥ এথা নিত্যানন্দ-রঙ্গ দেখি' দেবগণ। হইলা বিহ্বল—অশ্রু নহে নিবারণ ॥ এই বৃক্ষতলে ধূলা-বেদীর উপর। শয়নে বিহ্বল নিত্যানন্দ-হলধর ॥ শয়নে থাকিয়া প্রভু কহে বার বার। "কত দিনে পাষণ্ডীর হইব উদ্ধার ॥ নবদ্বীপনাথ নবদ্বীপে কতদিনে। হইবেন ব্যক্ত—গিয়া দেখিব নয়নে" ॥ ঐছে কত কহে—কেহ বুঝিতে না পারে। নিতাইর অদ্ভুত লীলা বিদিত সংসারে ॥ রামঘাট-নিকট দেখহ 'কচ্ছবন'। কচ্ছপের প্রায় এথা খেলে শিশুগণ ॥ দেখহ 'ভুষণবন' এ অতি নির্জ্জনে। কৃষ্ণে পুষ্পভূষা পরাইল

সখাগণে ॥ এই আর দেখ কৃষ্ণবিলাসের স্থান। এ সব দর্শনে কা'র না জুড়ায় প্রাণ ॥ চলয়ে 'ভাণ্ডীরপথে' উল্লাস অন্তরে। এবে লোক কহে 'অক্ষয়বট' তারে ॥ দেখহ 'ভাণ্ডীরবট' স্থান অনুপম। এথা ভাল বিলসয়ে কৃষ্ণ-বলরাম ॥ সখাসহ মল্লবেশে খেলা খেলাইতে। প্রলম্ব অসুর (প্রলম্ব—স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাদি) আসি' মিশাইল তাতে ॥ বলরাম কৌতুকে প্রলম্ব বধ কৈলা। সখাসহ ভাণ্ডীরে কৃষ্ণের নানা লীলা ॥ একদিন কৃষ্ণ একা ভাণ্ডীর-তলায়। বংশীবাদ্য কৈল—যাতে জগত মাতায় ॥ বংশীধ্বনি শুনি' রাধা অধৈর্য্য হইলা। সখীসহ আসি শীঘ্র কৃষ্ণেরে মিলিলা ॥ হইল পরমানন্দ দোঁহার অন্তরে। সখীগণ সঙ্গে নানা রঙ্গেতে বিহরে ॥ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রতি কহে মৃদুভাষে। 'সখাসহ কৈছে ক্রীড়া কর এ প্রদেশে' ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন—'এথা মল্লবেশ ধরি'। সখাগণ সহ সুখে মল্লযুদ্ধ করি ॥ মোর সম মল্লযুদ্ধ কেহ না জানয়। অনায়াসে করি অন্য মল্লে পরাজয় ॥' হাসিয়া ললিতা কৃষ্ণে কহে বার বার। 'মল্লবেশে যুদ্ধ আজি দেখিব তোমার ॥' এত কহি' সকলেই কৈলা মল্লবেশ। কৃষ্ণ মল্লবেশে দর্প করয়ে অশেষ ॥ কৃষ্ণপানে চাহি' রাই মন্দ মন্দ হাসে। মল্লযুদ্ধ হেতু যুদ্ধস্থলেতে প্রবেশে ॥ মহামল্লযুদ্ধে নাহি জয় পরাজয়। হইল আনন্দ কন্দর্পের অতিশয় ॥ স্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৯০ম শ্লোকে যথা—যথায় আমার অধীশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়তমা রসময়ী শ্রীরাধা মল্লযুদ্ধের কৌতূহলবশতঃ স্বয়ং মল্লবেশে সজ্জিতা হইয়া নিজ সখীগণকে মল্লবেশে সজ্জিত করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছিলেন এবং মল্লবেশধারী

বকারি কৃষ্ণের সহিত আনন্দভরে মল্লযুদ্ধ করিয়া মদনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, আমি সেই ভাণ্ডীরকে ভজনা করি ॥

ভাণ্ডীর নিকটে দেখ এই 'আরাগ্রাম'। 'মুঞ্জাটবী' এ পুনঃ ঈষিকাটবী নাম ॥ এথা দাবানল পান করি' কৃষ্ণচন্দ্র। রক্ষা কৈল গো-গোপাদি—হৈল মহানন্দ ॥ (দাবানল—নাস্তিক্যাদি দ্বারা ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের প্রতি উপদ্রব। সাম্প্রদায়িক দলাদলি-দ্বারা দাবানল, পরস্পর বাদ, অন্য দেবতাদির বিদ্বেষ, যুদ্ধ ইত্যাদি সংঘর্ষ-সৃষ্টি ; তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অগ্নি ভক্ষণ করান হয় ॥) ঐ যে 'ভাণ্ডারী'-গ্রাম যমুনার পার। উহা মুঞ্জাটবী সব লোকেতে প্রচার ॥ (ভাণ্ডীর বটের ডাল যমুনার পারসেতু-রূপে ছিল।) অহে শ্রীনিবাস, এই দেখ 'তপোবন'। এইখানে কৈল তপ গোপকণ্যাগণ ॥ দেখ 'গোপীঘাট'—এথা গোপীগণ আইলা। যমুনা-স্নানেতে অতি উল্লসিত হৈলা ॥ এই 'চীরঘাট'—এথা গোপকন্যাগণ। কাত্যায়নী পূজিয়া সবার হর্ষ মন ॥ পরিধেয় বস্ত্র রাখি' যমুনার কূলে। স্নান করিবারে সবে প্রবেশিলা জলে ॥ অলক্ষতে সবাকার বস্ত্র চুরি করি'। নীপবৃক্ষ-উপরে কৌতুক দেখে হরি ॥ গোপকণ্যাগণ মহা লজ্জিত হইয়া। কৃষ্ণকে মাগেন বস্ত্র জলেতে রহিয়া ॥ নিজ মনোবৃত্তি কৃষ্ণ করিয়া প্রকাশ। দিলেন সবার বস্ত্র হইয়া উল্লাস ॥ বস্ত্র পরিলেন হর্ষে গোপকণ্যা-গণ। নিজ নিজ আত্মা কৃষ্ণে করি' সমর্পণ ॥ (বস্ত্রহরণ লীলায়—কৃষ্ণ সম্পূর্ণ নিরাবরণ, অসঙ্কোচ ও শরণাগত করিয়া আত্মসাথ করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রদত্ত লজ্জাদি আবরণ বিতরণ-শিক্ষা)।

এই 'নন্দঘাট' দেখ—নন্দাদিক এথা করিলা যমুনা-স্নান

—ইথে বহু কথা॥ একাদশী নিরাহার করি' দ্বাদশীতে। স্নান-হেতু প্রবেশয়ে কালিন্দী জলেতে॥ বরুণের দূত নন্দে হরিয়া লইল। কৃষ্ণ তথা হৈতে নন্দে কৌতুকে আনিল॥ অহে শ্রীনিবাস, এথা নন্দ ভয় পাইলা। তেঞি 'ভয়'-নামে গ্রাম বজ্র বসাইলা॥ (বারুণী ইত্যাদি আসব-সেবায় ভজনানন্দ বৃদ্ধি হয়—এই বুদ্ধি দূরীকরণ বরুণ হইতে নন্দোদ্ধারের রহস্য। বারুণীব্রত-পালন ও বরুণাদি দেবপূজারও নিষেধ আছে।)

শ্রীনিবাসে কহে—এই দেখ 'বৎসবন'। এথা চতুর্ম্মুখ হরিলেন বৎসগণ॥ (কর্ম্মজ্ঞানাদি-চর্চ্চায় সন্দেহবাদ ও ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে মাধুর্য্যের অবমাননা—ব্রহ্মমোহন)॥ সেই ব্রজবিলাস-স্তবের ২৬ম শ্লোকে—নিজ প্রভু কৃষ্ণের মহিমাতিশয্য প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে কৌতূহলী ব্রহ্মা যে-স্থলে বৎসবৃন্দ ও গোপালবৃন্দকে দ্রুত অপহরণ করিলে পর, শ্রীহরি সেই সকল গো-গোপালরূপ ধারণ করিয়া সেই সকল গো-গোপজননীগণের আনন্দবিধান ও সেই সেই মাতৃগণ-প্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন, সেই বৎসহরণস্থলীর ভজন করি॥ এই যে 'উনাই' গ্রাম,—এথা সখা সঙ্গে। বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণ ভুঞ্জে নানা রঙ্গে॥ এই 'বালহারা'-নাম গ্রাম—এইখানে। বালকাদি হরে চতুর্ম্মুখ হর্ষমনে॥ 'পরিখম'-নাম স্থান দেখহ এথাতে। চতুর্ম্মুখ ছিলা কৃষ্ণে পরীক্ষা করিতে॥ 'সেই' স্থান নাম এ সকল লোকে জানে। কৃষ্ণের মায়াতে ব্রহ্মা মোহিত এখানে॥ শিশু-বৎস হরি' ব্রহ্মা রাখি' সঙ্গোপনে। সেই শিশু-বৎস দেখে কৃষ্ণ-সন্নিধানে॥ 'সেই এই, এই সেই' বলে বার বার। এই হেতু

'সেই' নাম হৈল সে ইহার ॥ 'এচোমুহা'-গ্রামে ব্রহ্মা আসি' কৃষ্ণপাশে। করিল কৃষ্ণের স্তুতি অশেষ বিশেষে ॥ ব্রঃ বিঃ স্তঃ ৯৭ম শ্লোক যথা—ব্রহ্মা বৎস ও বৎসপালকগণের অপহরণ হইতে জাত অপরাধের অতি ভয়ে সাশ্রুনেত্রে পতিত হইয়া পৃথিবীর যে প্রদেশে অপরূপ বৎসপালক ঈষৎ-হাস্যযুক্তবদন ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে অপূর্ব্ব স্তুতিসমূহের দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন, সেই সপ্রভু 'ভীরুচতুর্ম্মুখ'-নামক প্রদেশকে বন্দনা করি ॥

অঘাসুর বধে কৃষ্ণ—এই সর্পস্থলী। 'অঘবন' নাম, লোকে কহয়ে 'সপৌলী' ॥ ব্রঃ বিঃ স্তঃ ৯৫ম শ্লোক যথা—যে স্থানে বলবান্ মুরারি অগ্রে স্থিত পাপিষ্ঠ অঘাসুরের ভীষণ-দাবানলের ন্যায় প্রবল বিষে বিষাক্ত উদরে প্রবিষ্ট প্রাণপ্রেষ্ঠ বয়স্যগণকে ব্যগ্র দেখিয়া ক্রোধে সবেগে প্রবেশপূর্ব্বক সেই দুষ্টকে বধ করিয়া নিজ প্রেষ্ঠগণকে সম্যগ্‌ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন সেই সর্পস্থলী আমাকে রক্ষা করুন ॥

(অঘাসুর—ভূতহিংসা, দ্বেষজনিত পরদ্রোহরূপ পাপবুদ্ধি ইহা একটী নামাপরাধ।) এথা পুষ্প বর্ষে দেব, জয়ধ্বনি করে। এই হেতু 'জয়েত'-গ্রাম কহয়ে ইহারে ॥ সবে কহে—অঘাসুর-বধে এ সিয়ান। তেঞি এ 'সোয়ানো'—গ্রাম—সেহোনা-আখ্যান ॥ এই দেখ 'ভয়োলী', 'বরোলী' গ্রামদ্বয়। পূর্ব্বে গোপকৃত নাম—সকলে কহয় ॥ অহে শ্রীনিবাস! আর দেখ রম্যস্থান। এথা বিহরয়ে নন্দপুত্র ভগবান্ ॥ এত কহি' 'কৃষ্ণকুণ্ডটীলায়' চড়িয়া। চতুর্দ্দিকে চাহে মহা প্রফুল্লিত হৈয়া ॥ শ্রীনিবাসে কহে—দেখ 'মঘেরা' এ গ্রাম। পূর্ব্বে জানাইল 'মঘহেরা' হয় নাম ॥ অগ্রে

দেখ তমালকানন ঐখানে। বাঢ়ে মহারঙ্গ রাধাকৃষ্ণের মিলনে॥ এ 'আটস্থ'-গ্রামে মহা কৌতুক হইল। অষ্টবক্রমুনি এথা তপস্যা করিল॥ এই 'শক্রস্থান', এবে 'শকরোয়া' কয়। ব্রজে বৃষ্টি করি' শক্র এথা পাইল ভয়॥ এই 'বরাহর'-গ্রামে বরাহ-রূপেতে। খেলাইলা কৃষ্ণ প্রিয় সখার সহিতে॥ দেখ 'হরাসলী'-গ্রাম অহে শ্রীনিবাস! এই রাসস্থলী—কৃষ্ণ এথা কৈল রাস॥ ব্রঃ বিঃ স্তঃ ৬৫ম শ্লোকে—চাতুর্য্যহেতু উজ্জ্বল ও সুন্দর গোপবধূগণের সহিত নৃত্য করিতে করিতে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যেস্থানে নির্জ্জনে প্রেমভরে পুষ্পালঙ্কাররাশির দ্বারা শ্রীরাধিকাকে অলঙ্কৃত করিয়া বিবিধ প্রমোদে ক্রীড়া করেন, ত্রিজগতের অপরূপ মাধুরীতে পরিপূর্ণ সেই রাসস্থলী আমাদিগকে পোষণ করুন॥

নন্দঘাট—শ্রীনিবাসে কহে—এই নির্জ্জন স্থানেতে। শ্রীজীব ছিলেন অতি অজ্ঞাত-রূপেতে॥ কহি সে প্রসঙ্গ—একদিন বৃন্দাবনে। শ্রীরূপ লিখেন গ্রন্থ বসিয়া নির্জ্জনে॥ গ্রীষ্ম-সময়েতে স্বেদ ব্যাপয়ে অঙ্গেতে। শ্রীজীব বাতাস করে রহি' একভিতে॥ যৈছে রূপগোস্বামীর সৌন্দর্য্যাতিশয়। তৈছে শ্রীজীবের শোভা, যৌবন-সময়॥ কেবা না করয়ে সাধ শ্রীরূপে দেখিতে। শ্রীবল্লভভট্ট আসি' মিলিলা নিভৃতে॥ ভক্তিরসামৃত-গ্রন্থ-মঙ্গলাচরণ। দেখি' ভট্ট কহে—ইহা করিব শোধন॥ এত কহি' গেলা স্নানে যমুনার কূলে। শ্রীজীব চলিলা জল আনিবার ছলে॥ শ্রীবল্লভভট্ট-সহ নাহি পরিচয়। 'মঙ্গলা-চরণে কি সন্দেহ'?—জিজ্ঞাসয়॥ শুনি' শ্রীবল্লভভট্ট যে কিছু

কহিল। শ্রীজীব সে সব শীঘ্র খণ্ডন করিল॥ প্রসঙ্গে হইল নানা শাস্ত্রের বিচার। শ্রীজীবের বাক্য ভট্ট নারে খণ্ডিবার॥ কতক্ষণ করি' চর্চ্চা, চর্চ্চা সমাধিয়া। শ্রীরূপের প্রতি ভট্ট কহে পুনঃ গিয়া॥ 'অলপ-বয়স যে ছিলেন তোমা-পাশে। তাঁর পরিচয় হেতু আইলু উল্লাসে'॥ শ্রীরূপ কহেন—'কিবা দিব পরিচয়। জীব-নাম, শিষ্য মোর, ভ্রাতার তনয়॥ এই কথোদিন হৈল আইলা দেশ হইতে। শুনি' ভট্ট প্রশংসা করিল সর্ব্বমতে॥

অনভিজ্ঞ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে তিনটী অপবাদ প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা কৃষ্ণ-বৈমুখ্যহেতু হরিগুরুবৈষ্ণব বিরোধ-মূলে অবশ্যই তাহাদের অপরাধ বর্দ্ধিত হয় মাত্র॥ (১) জড়প্রতিষ্ঠাভিক্ষু এক দিগ্বীজয়ী পণ্ডিত নিষ্কিঞ্চন শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া শ্রীরূপ-সনাতনের মূর্খতা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীজীবকেও জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলেন। শ্রীজীবপ্রভু তাহা শুনিয়া দিগ্বীজয়ীকে পরাজিত করিয়া গুরুর অপবাদকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া গুরুদেবের পদ-নখ-শোভার মর্য্যাদা প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রকৃত "গুরুদেবতাত্মা" শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন। ঐ সকল সহজিয়া বলেন, শ্রীজীবের এতাদৃশ আচরণে তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা ও মানদ-ধর্ম্মের বিরোধহেতু শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন, পরে শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভুর ইঙ্গিতে পুনরায় শ্রীজীবপ্রভুকে গ্রহণ করেন। ঐ গুরুবৈষ্ণববিরোধিগণ কৃষ্ণকৃপায় যে দিন

আপনাদিগকে গুরুবৈষ্ণবের নিত্যদাস বলিয়া জানিবেন, সেইদিন শ্রীজীবপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'মানদ' হইয়া হরিনাম কীর্ত্তনের অধিকারী হইবেন। (২) কোন কোন অনভিজ্ঞ বলেন,—'শ্রীকবিরাজগোস্বামী প্রভুর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-রচনা-সৌষ্ঠব ও অপ্রাকৃত ব্রজরস মাহাত্ম্য-দর্শনে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় শ্রীজীবের হিংসার উদয় হওয়ায় তিনি মূল 'চরিতামৃত'-খানা কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন, কবিরাজগোস্বামী তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার শিষ্য 'মুকুন্দ' নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বে মূল পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় চরিতামৃত প্রকাশিত হইলেন, নতুবা জগৎ হইতে লুপ্ত হইত।' এরূপ হেয় বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলক কল্পনা—নিতান্ত মিথ্যা ও অসম্ভব। (৩) অপর কোন ইন্দ্রিয়তর্পণ-তৎপর ব্যভিচারী বলেন,—'শ্রীজীবপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীর মতানুযায়ী ব্রজ-গোপীগণের 'পারকীয় রস' স্বীকার না করিয়া স্বকীয়রসের অনুমোদন করায় তিনি রসিক ভক্ত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে।' প্রকটকালে স্বীয় অনুগতগণের মধ্যে কোন কোন ভক্তকে স্বকীয়রসে' রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরম-চমৎকারময় পারকীয়-ব্রজরসের সৌন্দর্য্য ও মহিমা বুঝতে না পারিয়া স্বয়ং তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্য বৈষ্ণবা-চার্য্য শ্রীজীবপ্রভু স্বকীয়বাদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু

ইহাতে তাঁহাকে অপ্রাকৃত পারকীয় ব্রজরসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না, কেননা, তিনি স্বয়ং শ্রীরূপানুগবর,—সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষা গুরুবর্গের অন্যতম ॥ (অনুভাষ্য আঃ ১০।৮৫) ॥ শ্রীরূপ-সনাতন-অনুগ্রহ হৈতে। শ্রীজীবের বিদ্যাবল ব্যাপিল জগতে ॥ বৃন্দাবনে আইলা দিগ্বীজয়ী এক জন। বহুলোক সঙ্গে, সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ তেঁহ কহে—যদি চর্চ্চা না পার করিতে। তবে মোর জয়পত্রী পাঠাহ ত্বরিতে ॥ শুনিয়া শ্রীজীব শীঘ্র পত্রী পাঠাইল। পত্রীপাঠে দিগ্বীজয়ী পরাভব হৈল ॥ ঐছে দর্প করি' যত দিগ্বীজয়ী আইসে। পরাভব হইয়া পলায় নিজদেশে ॥ শ্রীজীবের প্রভাব কহিতে নাহি পার। অহে শ্রীনিবাস,—এই কুটীর তাঁহার ॥ ঐছে কত কহিয়া যমুনা পার হৈলা। 'স্বুক্লুখুক্লু'-গ্রামে আসি' সে দিন রহিলা ॥ তথা যৈছে কৃষ্ণ প্রসন্ন দেবগণে। তাহা জানাইলা শ্রীনিবাস-নরোত্তমে ॥

(৭ম) 'ভদ্রবন :—কৃষ্ণপ্রিয় হয় ভদ্রবন গমনেতে। নাকপৃষ্ঠ-লোকপ্রাপ্তি বন-প্রভাবেতে ॥ যথা আদিবারাহে—ভদ্রবন-নামক ষষ্ঠ উত্তম বন আছে। হে বসুধে! তথায় গমন করিলে আমার ভক্ত আমাতে একনিষ্ঠ হয় এবং সেই বনের প্রভাবে সেই ভক্ত স্বর্গে গমন করে।

(৮ম) ভাণ্ডীর বন :—সখ্যরসের স্থান ॥ "পরম নির্জ্জন দেখ ঐ ভাণ্ডীর-বনে। নানা খেলা খেলে রামকৃষ্ণ সখাসনে ॥ যোগিগণপ্রিয় এ ভাণ্ডীরবন হয়। দর্শন মাত্রেতে গর্ভ-যাতনা ঘুচয় ॥ সর্ব্ববনোত্তম এ ভাণ্ডীর—শাস্ত্র কহে। এথা বাসুদেব-দৃষ্টে পুনর্জ্জন্ম নহে ॥ ভণ্ডীরে নিয়ত স্নানাদিক করে যে'। সর্ব্ব-

পাপ-মুক্ত ইন্দ্রলোকে যায় সে'॥" সখাসহ শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীরে খেলাইয়া। ভুঞ্জে নানা সামগ্রী এ ছায়ায় বসিয়া॥ এ হেতু 'ছাহেরী'-নাম গ্রাম এই হয়। যমুনা নিকট স্থান দেখ শোভা-ময়॥ এই 'মাঠগ্রাম'—মহা আনন্দ এখানে। নানা ক্রীড়া করে রাম-কৃষ্ণ সখাসনে॥ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র—'মাঠ' নাম। মাঠোৎপত্তি-প্রশস্ত—এ হেতু মাঠ-গ্রাম॥ দধিমন্থনাদি লাগি' ব্রজবাসিগণ। লয়েন অসংখ্য 'মাঠ'—ঐছে সবে ক'ন॥ (কৃষ্ণ-সেবোপকরণ প্রস্তুত-পাত্র উৎপাদন হেতু সাধু ও ভগবানের পরম প্রিয়স্থান)।

(৯ম) বিল্ববন :—রামকৃষ্ণ সখাসহ এ 'বিল্ববনে'তে। পক্ক বিল্বফল ভুঞ্জে মহাকৌতুকেতে॥ দেবতা-পূজিত বিল্ববন শোভাময়। এ বন গমনে ব্রহ্মলোকে পূজ্য হয়॥ বিল্ববনে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে যে করে স্নান। সর্ব্বপাপে মুক্ত সে পরম ভাগ্য-বান্॥ (রাসে অনধিকার-হেতু শ্রীলক্ষ্মীদেবী সর্ব্বভোগ পরিহার করিয়া এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ সদয় হইয়া বরদান করিতে চাহিলেন। শ্রীলক্ষ্মী রাসে যোগদানা-ধিকার লাভার্থে প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ "ব্রজদেবীগণের আনুগত্য-ব্যতীত রাসে যোগদানে অধিকার হইতে পারে না" বলিলে, শ্রীলক্ষ্মী তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় স্বর্ণরেখার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষে স্থান লাভ করেন।) দেখ অতি পূর্ব্বে এই ধারা যমুনার। মান-সরোবর ছিলা যমুনা-ওপার॥ এবে হইলেন যমুনার ধারাদ্বয়। মধ্যে 'মান-সরোবর' অতি শোভাময়॥ (রাসস্থলী হইতে শ্রীরাধা মান করিয়া এখানে আসেন)। এই আর

দেখ এ প্রদেশে নানা গ্রাম। কৃষ্ণলীলাস্থলী এ সকল অনুপম ॥

(১০ম) লোহবন, নৌকাকেলি ঃ—অহে শ্রীনিবাস! এই দেখ 'লোহবন'। লোহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত-গোচারণ।। নানাপুষ্প-সুগন্ধে ব্যাপিত রম্যস্থান। এথা লোহজঙ্ঘাসুরে বধে ভগবান্॥ লোহজঙ্ঘবন নাম হয়ত ইহার। এ সর্ব্বপাতক হৈতে করয়ে উদ্ধার॥ দেখ এ প্রদেশে নানাস্থান মনোহর। সর্ব্বত্র বিহরে সদা নন্দের কুমার॥ এত কহি' সর্ব্বত্রই করিল দর্শন। কৃষ্ণ-বলরাম-নৃসিংহাদি মূর্ত্তিগণ॥ যমুনা-নিকটে যাই' শ্রীনিবাসে কয়। এই ঘাটে কৃষ্ণ 'নৌকা-ক্রীড়া' আরম্ভয়॥ সে অতি কৌতুক রাই সখীর সহিতে। দুগ্ধাদি লইয়া আইসেন পার-হৈতে॥ দেখি, সে অপূর্ব্ব শোভা কৃষ্ণ মুগ্ধ হৈয়া। এক ভিতে রহিলেন জীর্ণ নৌকা লৈয়া॥ শ্রীরাধিকা সখীসহ কহে বারে বারে। "পার কর নাবিক—যাইব শীঘ্র পারে"। যথা পদ্যাবলীতে নৌকা-ক্রীড়াবর্ণনায় ২৬৯ম শ্লোক—"যমুনার পার কর' বলিয়া গোপীগণ-কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ অত্যন্ত আহূত, নৌকার উপর কপটনিদ্রিত, দ্বিগুণ আলস্য-প্রদর্শক শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন।"

কতক্ষণে কৃষ্ণ চড়াইয়া সে নৌকায়। কিছু দূর চলে অতি আনন্দহিয়ায়॥ পদ্যাবলীতে নৌকাক্রীড়াবর্ণনায়—২৭২, ২৭৪-৭৬ম শ্লোক—এই তরী জীর্ণ, নদীর জল অতি গভীর, আমরা বালিকা—এই প্রকারে সমস্তই অনর্থের কারণ। কিন্তু হে মাধব! ইহাই আমাদের উদ্ধারের বীজ যে, তুমি এখন কর্ণধার হইয়াছ। হে যদুনন্দন! তোমারই কথায় আমি

গব্যভার এবং হারও জলে নিক্ষেপ করিয়াছি, এই কুচদ্বয়ের বস্ত্রও দূর করিয়াছি ; তথাপি যমুনার কূল নিকটবর্ত্তী হইল না। এই তরী জলরাশিতে পূর্ণ ও বাতাসে ঘুর্ণিপাকে পতিত হইয়া যমুনার গভীর জলে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করিবে। হায়! আমার কিছু দুর্দ্দৈব! তথাপি কৃষ্ণ অতি কৌতুকপূর্ণ চিত্তে বারংবার করতালি দিতেছে। আমার দুই হাত জলসেচনে বিশ্রাম করে নাই, তথাপি তোমার পরিহাসবাক্যের বিরাম নাই। হে কৃষ্ণ! যদি বাঁচি তাহা হইলে আর কখনও তোমার তরণীতে আমার চরণ স্থাপন করিব না॥

১১। **মহাবন**—'মহাবনে' গিয়া শ্রীপণ্ডিত মহাবেশে। শ্রীনিবাস-নরোত্তমে কহে মৃদুভাষে॥ দেখ নন্দ-যশোদা-আলয় মহাবনে। এথা যে যে রঙ্গ—তা কে বর্ণিতে জানে॥ এই দেখ 'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মস্থল'। পুত্রমুখ দেখি' এথা নন্দাদি বিহ্বল॥ ব্রজগোপ-গোপী ধাই' আইসে এ অঙ্গনে। পুত্রজন্ম-মহোৎসব হৈল এইখানে॥ বহু দান কৈল নন্দ পুত্র-কল্যাণেতে। পরম অদ্ভুত সুখ ব্যাপিল জগতে॥

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে মধ্যরাত্রে অজ ভগবান্ জন্মলীলা প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক লীলা নিত্য হওয়ায় তাঁহার এই অপূর্ব্ব জন্মলীলাও নিত্য। তথাপি ভৌম বৃন্দাবনে ভৌম জন্মলীলা প্রকট করিয়া বাৎসল্য রসাশ্রিত ভক্তগণের পরমানন্দ বিধান করিলেন। আঃ বৃঃ চম্পূ দ্বিতীয় স্তবক :—অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পিতা শ্রীনন্দরাজ ও মাতা শ্রীযশোদার তাদৃশ সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত ধরাতলে অবতার গ্রহণের ইচ্ছা

করেন। ইহা প্রথম হেতু। লৌকিক লীলা-গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে শৃঙ্গারাদি রসদ্বারা রসিত করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, ইহাই জন্মলীলার দ্বিতীয় হেতু। এই হেতুদ্বয় অপ্রকটলীলায় যোগমায়া-কল্পিত প্রপঞ্চান্তবর্ত্তী গোকুল-প্রকাশের ন্যায় মায়িক-প্রপঞ্চবর্ত্তী ভূলোকেও বিদ্যমান। শ্রীধরণী-দেবীর পরিত্রাণের নিমিত্ত ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত কারণদ্বয়বশতঃ মায়া-কল্পিত প্রপঞ্চের অন্তর্গত ভূলোকেও অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়া পূর্ব্বেই উক্ত প্রকার পিতৃ-মাতৃ ও বন্ধু সকলকে আবির্ভূত করিলেন। নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপকন্যাগণও সে সময়ে লোক মধ্যে আবির্ভূতা হন। সে সময় তৎকাম-কামিত শ্রুতি-সকল তাঁহাদের সহিত গোপ-গোপীদের ভবনে আবির্ভূতা হইলেন এবং সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের মধুর বিলাস অবলোকন করিয়া দণ্ডকারণ্যবাসী, মুনিগণের স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীমদনগোপালের প্রতি তাদৃশ মনোরথের উদয় হওয়ায় তত্তৎ সাধনসমূহ দ্বারা সিদ্ধদশা-প্রাপ্ত হইয়া এবং তত্তৎ সৌভাগ্যভাজন শরীর লাভ করিয়া উক্ত প্রকারে অন্য গোপ-গোপীদিগের ভবনে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুপমা শক্তিস্বরূপা অশেষ দুর্ঘট-ঘটন-পটীয়সী ভগবতী যোগমায়া, ভগবৎ-প্রেরিতা হইয়া অলক্ষ্য শরীর ধারণপূর্ব্বক গোকুলে অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীনন্দরাজের পিতা পর্জ্জন্য, কেশীদৈত্যভয়ে নন্দীশ্বরে বাস করিতে অশক্ত হইয়া বৃহদ্বনে গিয়া বাস করেন। তথায় ভগবান্ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীনন্দ-যশোদা প্রভৃতি অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন। ভগবান্ অবতার গ্রহণ করিলে পর তদীয় নিত্যসিদ্ধ সখা ও প্রেয়সীগণ অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর শ্রুতিনিষ্ঠ ও মুনিচর্য্যাধারী এই দ্বিবিধ সাধনসিদ্ধগণও তথায় অবতীর্ণ হইলেন।

পরিপূর্ণ মঙ্গলময় ভাবের বিকাশে দোষাশঙ্কাশূন্য দ্বাপর যুগের অবসানে নিবিড় ভদ্র অর্থাৎ কল্যাণসমূহের আশ্রয়-স্বরূপ অথবা নিরন্তর ভদ্র অর্থাৎ সাধুব্যক্তিগণের আশ্রয়স্বরূপ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে এবং অবিরোধী পরহিতকর বিহিত রসময় সময়ে এবং সুধাকর, গুণগণবিশিষ্টা রোহিণীনক্ষত্র প্রাপ্ত হইলে ও আয়ুষ্মান্ নামক যোগে, যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, উৎসবদায়িনী রজনীর মধ্যভাগে পূর্ণানন্দস্বরূপে এবং জীবের ন্যায় জননী-জঠর সম্বন্ধ ও বদ্ধাভাববশতঃ কেবল নিখিল জীবের প্রতি অনুরাগ-বিলসিত করুণা-বিতরণের নিমিত্তই তাদৃশী অনির্ব্বচনীয়া করুণা-ব্যঞ্জনময়ী লীলাশ্রেণী প্রকাশপূর্ব্বক স্বপ্রকাশরূপে স্বীয় প্রাদুর্ভাব-লীলা প্রকটন করিলেন। শ্রীভগবানের এই আবির্ভাবাদি লীলা-নিচয় চিন্ময় ও স্বতন্ত্ররূপে বিরাজ করে। লোক-সমাজে সেই লীলা প্রকটন করায় শ্রীভগবান্ই কেবল উক্ত লীলাদির প্রবর্ত্তক।

প্রথমে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্ম-জনিত বসুদেবদেবকীর অংশ-স্বরূপের তপঃ-সৌভাগ্যের ফলে শ্রীবসুদেব ও দেবকী শ্রীভগবানের পিতৃ-মাতৃভাব জাত হয়েন। ইহাদের সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ 'বাসুদেব'-স্বরূপে স্বীয় আবির্ভাব প্রকাশপূর্ব্বক ক্ষণকালের জন্য তাঁহাদের পুত্রত্বাভিমান প্রকটন করেন। পরে

অনাদি-পিতৃ-মাতৃ-ভাবসিদ্ধ শ্রীনন্দ-যশোদায় স্বীয়পূর্ণতম স্বয়ং-রূপ শ্রীলীলাপুরুষোত্তমাখ্য শ্রীগোবিন্দস্বরূপে পুত্রত্ব-স্বীকার করিলেন। নির্ব্বিশেষভাবে অপ্রকাশিত (কংশ ভয়ে) বসুদেব-কর্ত্তৃক আনীত শ্রীবাসুদেব-স্বরূপ নন্দালয়ে শ্রীগোবিন্দ-স্বরূপে ঐক্যপ্রাপ্ত হয়েন। শ্রীবাসুদেবের শঙ্খচক্রাদি শ্রীগোবিন্দের করতলে ও চরণতলে বিরাজ করিতে লাগিল এবং কৌস্তুভ, বেনু ও বনমালা শ্রীগোবিন্দের সহিত অবতীর্ণ হইয়া অলক্ষে সময় প্রতীক্ষা করিতেছিল।

পূর্ব্বেই শুদ্ধসত্ত্ব ভূমিকাস্বরূপ বসুদেব নির্ব্বিশেষ (কংশ ভয়ে) শ্রীভগবানের লীলামাধুরী সঙ্গোপণ-ভয়ে দেবকী ব্যতীত অন্য ভার্য্যাগণকে স্থানান্তরিত করেন। প্রিয়সুহৃদ্ ব্রজপতি শ্রীনন্দের ভবনে শ্রীরোহিণী দেবীকে প্রেরণ করেন। শ্রীদেবকীতে বাসুদেব-স্বরূপে বলদেবের আবির্ভাব হইলে দেবকীগর্ভে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবোপযোগী ধামের সেবা প্রকটনান্তর নন্দালয়ে শ্রীযোগমায়া প্রভাবে ব্রজলীলা পোষণ-সেবার্থে ব্রজে শ্রীরোহিণীতে আকর্ষিত হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার ব্যবস্থার্থ ব্রজের বলাই আবির্ভূত হইলেন।

(১) আত্মারাম মুনিদিগকে স্বীয় মধুর চরিতাবলী দ্বারা ভক্তি-যোগে প্রবর্ত্তনার্থ; (২) অত্যদ্ভূৎচমৎকারী বিবিধ লীলারস আস্বাদন দ্বারা নিজ ভক্তগণকে আনন্দিত করিতে; ও (৩) দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণের বিপুল-ভারে আক্রান্তা ধরণীর ভার-মোচন নিমিত্ত মূর্ত্তিমান আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্ শ্রীনন্দালয়ে জন্ম-গ্রহণ করিলেন। তখন স্বরূপভূতা অচিন্ত্যাদ্ভুতশক্তি যোগ-

মায়াপ্রভাবে সূতিকা-ভবনের চারিদিকে মণিময়ভিত্তিসমূহে শ্রীভগবানের নবপ্রসূত সেই একই দেহ তখন এমন চমৎকার-রূপে পৃথক্ পৃথক্ বহু বিম্ব-প্রতিবিম্ব প্রকাশে প্রতিফলিত হওয়ায় বোধ হইল যেন সেই স্নিগ্ধ মধুর বিম্ব-প্রতিবিম্বগুলি সচ্চিদানন্দ-গুণাবলীবিশিষ্ট কায়ব্যূহ। এইরূপ সুদৃশ্য বিম্ব-প্রতিবিম্বের সুষমা-সম্পদে তখন সেই সূতিকাসদন যেন প্রফুল্ল কুসুম-সমূহের শোভাভরে পরাজিতা অপরাজিতা-লতা-মণ্ডপের ন্যায় পরম রমণীয়তার খনিস্বরূপ প্রতীয়মান হইল।

অনন্তর সেই মূর্ত্তিমান আনন্দজ্যোতি শ্রীযশোদার ক্রোড়ে যেন চিদানন্দ-সরোবরে একটী নীলকমল ফুটিয়া উঠিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রীনারায়ণাদির ভক্তগণ সেই শ্রীকৃষ্ণরূপামৃত আস্বাদনে অক্ষম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাকবীশ্বরগণদ্বারাও সেই শ্রীকৃষ্ণযশো-গাথা কীর্ত্তিত হন নাই। এই শ্রীকৃষ্ণরূপ পূর্ব্বে কখনও প্রপঞ্চে অবতীর্ণ না হওয়ায় প্রাপঞ্চিক গুণনিচয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ কখনও স্পৃষ্ট হন নাই। শ্রীভগবানের মাধুর্য্যাদি ক্ষণে ক্ষণে নব-নব-ভাবে উল্লসিত হওয়ায় তদীয় ভক্তগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা অনাস্বাদিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই আবির্ভাবকালে শ্রীযশোদাদি ও পরিজন সকলে আনন্দ-মূর্চ্ছার ন্যায় নিদ্রিত ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিয়া ওঁ-কার ধ্বনি সম্বলিত লীলা-মাধুরী প্রকাশক মাঙ্গলিক ধ্বনি সকলকে পরমানন্দে পরমাবিষ্ট করিলেন। তাঁহারা সেই সদ্য আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণরূপ-মাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। বাৎসল্য-রসের পরিণামবিশেষ নিরুপাধি স্নেহগুণেই যেন শিশুর অভ্যঙ্গ

স্বতঃসংসিদ্ধ, তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ দেহের সৌরভে উদ্বর্ত্তন, তাঁহার আপাদমস্তক এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যরসে অভিষেক ক্রিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইহা কেবল তৎকালিক নহে—সার্ব্বকালিকরূপেই উদ্ভাসিত। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ যেন স্বয়ং লাবণ্য-দ্বারাই পরিমার্জ্জিত. এই সকল অতি-বৈশিষ্ট্যই প্রতীত হইল। নানাবিধ বিস্ময়কর অত্যাশ্চর্য্যরূপ-গুণ-লীলামাধুর্য্য প্রকট করিয়া সেই বাৎসল্য-রসাশ্রিতগণকে লীলামাধুর্য্যরসকুণ্ডে নিমজ্জিত করিয়া বাৎসল্য-লীলা প্রকট করিতে লাগিলেন।

শ্রীল নন্দমহারাজ পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ও পুত্রের মঙ্গলার্থে ধনাদি বিতরণ করিলেন। তাহাতে চিন্তামণি, কল্পতরু ও কামধেনু যেন রত্নরাজি প্রসবে শক্তিহীন হইয়া পড়িল। রত্নাকরসকল তাহার গর্ভস্থিত যাবতীয় রত্নরাশি আনিয়া দিয়া যেন জলজন্তু-মাত্রাবশিষ্ট হইল—অধিক কি ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীরও যেন লীলাপদ্ম মাত্রই অবশেষ রহিল।

"শ্রীব্রজপুর-পুরন্দরের শুভ কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছে"—এই জগন্মঙ্গলময় ধ্বনি প্রচারিত হইলে বাৎসল্য-রসাশ্রিত গোপগণ নানাবিধ বহুমূল্য কৃষ্ণের নয়নোৎসবার্থে বেষভূষাদিতে সুসজ্জিত হইয়া মণিময় কলসে ও পাত্রে ঘৃত,দধি, নবনীত, ছানাদি বিবিধ দ্রব্যসম্ভার-সহ উপনীত হইলেন। তখন ব্রজনাগরীগণও কৃষ্ণের নয়নোৎসব বিধানোপযোগী বেশে সুসজ্জিত হইয়া সুবর্ণপাত্রে আরত্রিকোপযোগী দ্রব্য, ফল, ফুল, দধি, দুর্ব্বা, আতপ-তণ্ডুল, মণিপ্রদীপ প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য সকল লইয়া শ্রীনন্দরাজ-ভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনানন্দে পরম

পরিতৃপ্ত হইয়া স্থানাভাববশতঃ বহিরঙ্গনে আসিয়া মহোৎসব করিতে লাগিলেন। পরস্পর পরস্পরকে বিভিন্ন প্রকারে কৃষ্ণ-প্রসাদে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন এবং নানা বাদ্যাদি সহযোগে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-মাধুর্য্যময়ী লীলা গান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই মহা-মহোৎসবের মহারস জীর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া ব্রজপুরভূমি দধি দুগ্ধাদি কৃষ্ণপ্রসাদ ধারা-প্রপাত দ্বারা পুরপথ সকল অতীব সৌরভময় ও পরিপূর্ণ হইল। তখন স্বর্গবাসী দেবগণ পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া সেই মহোৎসবের প্রসাদে পরিতৃপ্ত হইলেন। ধেনু বৎসগণও হর্ষব্যঞ্জক হম্বারবে ভুবনতল মুখরিত করিয়া তুলিল। ভগবতী রোহিনীদেবী গোপাঙ্গনাগণকে তৈল, সিন্দুর, মাল্য, বসন ও আভরণাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিলেন। গোপগণ শ্রীনন্দমহারাজকে অগ্রণী করিয়া মণিময় অলঙ্কার মহামূল্য বস্ত্র, মাল্য, চন্দনাদি দ্বারা প্রত্যেকের অর্চ্চনা করিয়া বিনয় সহকারে নবজাত কুমারের মঙ্গলোদয় প্রার্থনা করিলেন।”

শ্রীনারদ এই শুভ সংবাদে আসিয়া শ্রীনন্দমহারাজের নিকট দান প্রার্থনা করিলেন। শ্রীনন্দমহারাজ শ্রীনারদের প্রার্থিত দান দিতে স্বীকৃত হওয়ায় শ্রীনারদ জগতের অন্যত্র সুদুর্ল্লভ একমাত্র শ্রীনন্দমহারাজেরই করায়ত্ত শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইয়া চলিলেন। তখন সমস্ত ব্রজবাসী স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-বনিতা শ্রীনারদের অনুগমন করিলেন। তখন শ্রীনারদ ‘শ্রীকৃষ্ণের নাম-নামী অভিন্ন’ জানাইয়া সেই নামী অপেক্ষাও অধিক কৃপাময়‘ শ্রীনামকে’ পরিকর, রূপ, গুণ ও লীলা-সমন্বিত করিয়া জগতে বিতরণার্থে প্রার্থনা করিলেন।

সকল পরিকরগণের কৃপা ও শক্তিসমন্বিত সেই অপ্রাকৃত 'নামকে' লইয়া শ্রীনারদ জগতে বিতরণার্থে আদেশ গ্রহণ করিয়া নন্দালয় হইতে ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র বিতরণার্থে গমন করিলেন। ইহাই "সুদিতাশ্রিত-জনার্ত্তিরাশয়ে রম্যচিদ্‌ঘন-সুখস্বরূপিণে। নাম গোকুলমহোৎসবায় তে কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ॥" ও "নারদবীণোজ্জীবন সুধোর্ম্মিনির্যাস-মাধুরীপূর। ত্বং কৃষ্ণনাম! কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা॥" (শ্রীনামাষ্টক ৭-৮ শ্লোক) শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু গোকুলের মহোৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন।

গোকুল-মহোৎসবে মহামত্ত গোপ-গোপীগণ শ্রীব্রজরাজ-নন্দনের কৃপায় প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণবপু শ্রীকৃষ্ণেরও সর্ব্বমাধুর্য্য সৌন্দর্য্যাদি আস্বাদন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের আনন্দে প্রফুল্লিত হইয়া প্রতিক্ষণে নিত্য নূতন অপ্রাকৃত রূপ-গুণাদির প্রবল বন্যায় উচ্ছলিতের ন্যায় ব্রজগোপ-গোপীদিগের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে প্লাবিত করিয়া সেই গোকুল-মহোৎসবটীর অভিনব পূর্ণ আনন্দের প্লাবনের প্রাকট্য করিলেন। সকলেই সেই হরিরস মদিরা-মদাতিমত্ত হইয়া কৃষ্ণ জন্মোৎসব বিধান করিলেন। এই উৎসব-কালে ভৌম কত কোটী যুগ কাটিয়া গেল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। এ সকল যোগমায়াকৃত ব্যবস্থা।

এই দেখ নন্দের গোশালা-স্থান এথা। গর্গাচার্য্যে নন্দ জানাইল মনঃকথা॥ কংসভয়ে গর্গ রাম-কৃষ্ণেরে গোপনে। কৈল নামকরণ এথাই হর্ষমনে॥ পুতনা বধিল৷ এথা ব্রজেন্দ্রকুমার।

এইখানে অগ্নিক্রিয়া হৈল পূতনার ॥ ওহে শ্রীনিবাস, কৃষ্ণ রহিয়া শয়নে। শকট ভঞ্জন করিলেন এইখানে ॥ উত্তান শয়নে কৃষ্ণ-শোভা অতিশয়। শৈশবে অদ্ভুত লীলা দেখিতে বিস্ময় ॥ এথা কৃষ্ণচন্দ্র চড়ি' মায়ের ক্রোড়েতে। স্তনদুগ্ধ পিয়ে মহা অদ্ভুত ভঙ্গিতে ॥ যশোদা কৃষ্ণের মুখ করি' নিরীক্ষণ। আনন্দে বিহ্বল হৈল পিয়ায়েন স্তন ॥ এথা কৃষ্ণ যশোদা-আকর্ষে মহা-সুখে। হামাগুড়ি যান, কি মধুর হাসি মুখে ॥ এথা কৃষ্ণে গোপীগণ জিজ্ঞাসয়ে যাহা। অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কৃষ্ণ দেখায়েন তাহা ॥ এথা কৃষ্ণ ধূলায় ধূসর হৈয়া হাসে। দেখি' মাতা পুত্রে কত কহে মৃদুভাষে ॥ পরমসুন্দর কৃষ্ণ বসি' এইখানে। দুগ্ধপান লাগি' চাহে জননীর পানে ॥ এথা দুষ্ট তৃণাবর্ত্ত, কৃষ্ণেরে লইয়া। উঠিল আকাশে অতি উল্লসিত হৈয়া ॥ পরম কৌতুকে কৃষ্ণ চাহি' চারিপাশে। তৃণাবর্ত্তে বধে এই কংসের আবাসে ॥ এথা কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ কৈল সুখে। ব্রজেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড দেখিল কৃষ্ণমুখে ॥ এহেতু 'ব্রহ্মাণ্ডঘাট' নাম সে ইহার। দেখ যমুনার তীরশোভা চমৎকার ॥ যশোদা আনন্দে বসি' গোপীগণসনে। দেখয়ে পুত্রের চারু শোভা এ অঙ্গনে ॥ শৈশবে তারুণ্য কৃষ্ণ প্রকাশয়ে যথা। বর্ণে কবিগণ সুখে এ অদ্ভুত কথা ॥ এথা কৃষ্ণ মনে বিচারয়ে মাতৃভয়। নবনীত চৌর্য্যেতে নিপুন অতিশয় ॥ এথা কৃষ্ণ স্বপ্নে সম্বোধয়ে দেবতায়। শুনিয়া সে বাক্য মাতা ব্যাকুলিত হয় ॥ এথা নন্দ-যশোদা কৃষ্ণেরে নিদাইতে। শ্রীরাম-প্রসঙ্গাদি শুনান নানা মতে ॥ এথা উদূখলে কৃষ্ণে যশোদা বান্ধিলা। বন্ধন স্বীকার কৃষ্ণ কৌতুকে করিলা ॥ এই 'যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন' তীর্থস্থল। অপূর্ব্ব কুণ্ডের শোভা সুনির্ম্মল জল ॥ দেখ গোপীশ্বর—

মহাপাতক নাশয়। কৃষ্ণপ্রিয় মহাবন কৃষ্ণলীলাময়॥ সপ্ত-সামুদ্রিক কূপ দেখ এইখানে। পিণ্ড-প্রদানাদি-ফল ব্যক্ত সে পুরাণে॥ ওহে শ্রীনিবাস! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এথায়। জন্মোৎসব-স্থান দেখি' উল্লাস হিয়ায়॥ অহে শ্রীনিবাস! স্থান করহ দর্শন। এইখানে ছিলেন গোস্বামী সনাতন॥ সনাতন মদনগোপাল দরশনে। মহাসুখ পাইয়া রহয়ে মহাবনে॥ 'রমনক'-বালু এই যমুনার তীরে। এথা রঙ্গে মদনগোপাল ক্রীড়া করে॥ একদিন মহাবনবাসী শিশু-সনে। গোপশিশুরূপে আইলা এ দিব্য পুলিনে॥ নানা খেলা খেলয়ে—তা' দেখি' সনাতন। মনে বিচারয়ে—এ সামান্য শিশু ন'ন॥ খেলা সাঙ্গ করি' শিশু গমন করিতে। সনাতন চলিলেন তাহার পশ্চাতে॥ মন্দিরে প্রবেশে শিশু, তথা সনাতন। শিশু না দেখিয়া দেখে মদন-মোহন॥ সনাতন মদনগোপালে প্রণমিয়া। আইলেন বাসাঘরে কিছু না কহিয়া॥ গোস্বামীর প্রেমাধীন মদনগোপাল। ব্যাপিল জগতে যাঁর চরিত্র রসাল॥ দেখ এই কূপে 'গোপকূপ' সবে কয়। শ্রীগোকুল, মহাবন—দুই এক হয়॥ এই শ্রীগোকুল মহাবন শোভা অতি। ক্রমে উপনন্দাদিক গোপের বসতি॥ গোকুলে কৃষ্ণের বাল্যলীলা অতিশয়। যাতে উল্লসিত গোপ-গোপীর হৃদয়॥ অহে শ্রীনিবাস, এই বৃক্ষ পুরাতন। দেখ এই বৃক্ষের শোভা না হয় বর্ণন॥ গোকুল নিবাসী লোক এথা স্নিগ্ধ হয়। গৌরাঙ্গ গোকুলে আসি' এথায় বৈসয়॥ প্রয়াগ হইতে ক্রমে আসি' অগ্রবনে। আইলেন শীঘ্র জমদাগ্নির আশ্রমে॥ তাঁর ভার্য্যা রেণুকা, 'রণুকা' নামে গ্রাম। যথা জন্ম লভিলেন

শ্রীপরশুরাম ॥ রেণুকা হইতে শীঘ্র 'রাজগ্রাম' দিয়া। এই বৃক্ষতলে রহে গোকুলে আসিয়া ॥ এইখানে বৈসে নন্দাদিক গোপগণ। পরস্পর নানা পরামর্শে বিচক্ষণ ॥ এথা মধ্যে মধ্যে নানা উৎপাত দেখিয়া। সবে স্থির কৈল—বৃন্দাবনে রহি গিয়া। গোকুল-রাবল-আদি হৈতে গোপগণ। দেখ, এই পথে সবে গেলা বৃন্দাবন ॥ পথে মহা কৌতুক ভাণ্ডীরবন পাশে। হইলা যমুনা পার পরম উল্লাসে ॥ গোবৎসাদি সবে সঙ্কলয়ে এক ঠাঁই। তেঞি 'সকরৌলী' গ্রাম কহয়ে তথাই ॥ অহে শ্রীনিবাস দেখ এ 'রাবল' গ্রাম। এথা বৃষভানুর বসতি অনুপম ॥ শ্রীরাধিকা প্রকট হইলা এই খানে। যাহার প্রকটে সুখ ব্যাপিল ভুবনে ॥ স্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৯০ম শ্লোকে—"যথায় আনন্দে উৎসুক দেবতা, ঋষি ও নরগণ কর্ত্তৃক বন্দিত কীর্ত্তিদার গর্ভরূপ খণিতে শ্রীরাধার জন্মরূপ মণি উৎপন্ন হইয়াছিল, গো-গোপ-গোপীসমূহে পরিপূর্ণ রাবল-নামক প্রধান বৃষভানুপুরে আমার প্রচুর প্রীতি হউক ॥"

অহে শ্রীনিবাস! গৌরচন্দ্র গণসনে। গোকুল হইতে আসি রহে এইখানে॥ অহে শ্রীনিবাস! এই পমম নির্জ্জন। এথা রাধিকার বাল্যলীলা মনোরম॥ প্রাতঃকালে রাবল হইতে যাত্রা কৈলা। হইয়া যমুনা পার মথুরা আইলা॥ উগ্রসেন, বসুদেব, কংসের আলয়। যথা যশোদার কন্যা কংসে আকর্ষয়॥ দেবকী বধিতে কংস উদ্যত যেখানে। বসুদেব কারাগারে ছিলেন যে-স্থানে॥ বসুদেব পুত্রোৎসর্গ কৈলা যে শিলাতে। কৃষ্ণে লৈয়া বসুদেব চলিলা যে পথে॥ বসুদেব যেখানে যমুনা

পার হৈলা॥ পুত্রে রাখি' গোকুলে যে পথে গৃহে আইলা॥ বিশ্রাম-তীর্থেতে স্নান করি' হর্ষমনে। কৃষ্ণগঙ্গাতীরে আইলা 'অম্বিকাকাননে'॥ শ্রীঅম্বিকাদেবী, গোকর্ণাখ্য শিবে দেখি'। শ্রীনিবাস-নরোত্তম হৈলা মহাসুখী॥ এথা নন্দাদিক গোপ সুসজ্জ হইয়া। আইলেন দেবযাত্রা দর্শন লাগিয়া॥ গোকর্ণাখ্য মহাদেব, অম্বিকা দোঁহারে। পূজিলেন নন্দরায় বিবিধ প্রকারে॥ এই রম্যস্থানে নন্দ শয়নেতে ছিলা। অকস্মাৎ মহাকালসর্পে গ্রস্ত হৈলা॥ পিতা সর্পে গ্রস্ত দেখি' কৃষ্ণ সেইক্ষণে। মন্দ মন্দ হাসি' সর্পে স্পর্শিলা চরণে॥ প্রভুপাদপদ্ম-স্পর্শে উল্লাস অন্তর। সর্প-দেহ গেল, হৈল দিব্যকলেবর॥ পূর্ব্বে সুদর্শন-নামে বিদ্যাধর ছিলা। বিপ্রশাপে সর্পদেহ—প্রভুরে কহিলা॥ করিয়া প্রভুর চারু চরণ বন্দন। নিজস্থানে গমন করিলা সুদর্শন॥ নন্দাদিক গোপগণ মহা হর্ষ হৈলা। সখাসহ রামকৃষ্ণে লৈয়া গৃহে আইলা॥ দেখ 'শ্রীঅক্রূরতীর্থ'—তীর্থ শ্রেষ্ঠ হয়। সর্ব্বত্র বিদিত কৃষ্ণপ্রিয় অতিশয়॥ সূর্য্যগ্রহণেতে এ তীর্থে যে স্নান করে। রাজসূয়-অশ্বমেধ-ফল মিলে তারে॥ যথা সৌরপুরাণে—"অনন্তর শ্রীহরির অতীব প্রিয়, সর্ব্বপাপনাশক অতিশ্রেষ্ঠ অক্রূরতীর্থ বিদ্যমান। যে ব্যক্তি পূর্ণিমা তিথিতে—বিশেষতঃ কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে স্নান করে, সেই সংসার হইতে মুক্ত হয়।"

অহে শ্রীনিবাস! এই অক্রূর-গ্রামেতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু ছিলেন নিভৃতে॥ বৃন্দাবনে লোক-ভিড়—এ হেতু এথায়। ভিক্ষা করি আসি' উল্লাস-হিয়ায়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভুবনপাবন। তাঁ'র মনোবৃত্তি বা বুঝিবে কোন্ জন॥ দেখ শ্রীনিবাস! এ পরম

রম্য স্থানে। করিলেন যজ্ঞ অঙ্গিরাদি মুনিগণে ॥ অন্ন লাগি' কৃষ্ণ এথা সখা পাঠাইলা। গোপ শিশুবাক্যে বিপ্র ক্রোধযুক্ত হৈলা ॥ সখা গিয়া কৃষ্ণেরে সকল নিবেদিল। পুনঃ কৃষ্ণ মুনি-পত্নী আগে পাঠাইল ॥ মুনিপত্নীগণ মহা মনের আনন্দে। এথা অন্ন আনিয়া দিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে ॥ গণসহ কৃষ্ণ অন্ন ভুঞ্জেন এথাই। ভোজনে কৌতুক যত তার অন্ত নাই ॥ হইল সবার অতি আনন্দ হৃদয়। এ'**ভোজন-স্থল'** নাম সকলে জানয় ॥

১২। **শ্রীবৃন্দাবন**—অহে শ্রীনিবাস! দেখ 'বৃন্দাবন'-শোভা। উপমা কি—যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র মনোলোভা ॥ বৃন্দা-নিষেবিত কৃষ্ণপ্রিয় বৃন্দাবন। সর্ব্ব পাপ নাশে এ—দুর্ল্লভ রম্য হন ॥ ব্রহ্মা-রুদ্রাদিক বৃন্দাবন-সেবারত। মুনিগণ বৃন্দাবন ধিয়ায় সতত ॥ লক্ষ্মী প্রিয়তমা ভক্তিপরায়ণা যৈছে। গোবিন্দের প্রিয় বৃন্দাবন হয় তৈছে ॥ বিলসয়ে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত যেখানে। সখাসহ রামকৃষ্ণ রত গোচারণে ॥ জীবমাত্রে মুক্তি দেন সর্ব্বতীর্থময়। সর্ব্ব দুঃখ নাশে বৃন্দাবনা-নন্দালয় ॥ অহে শ্রীনিবাস! সর্ব্বশাস্ত্রে নিরূপণ। কৃষ্ণের পরম প্রিয় ধাম বৃন্দাবন ॥ এথা পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-কীট-নরাদয়। যে বৈসয়ে অন্তে তা'র প্রাপ্তি কৃষ্ণালয় ॥ কৃষ্ণ-দেহরূপ পঞ্চযোজন এ বন। সূক্ষ্মরূপে দেবাদি রহয়ে সর্ব্বক্ষণ ॥ সর্ব্বদেবময় কৃষ্ণ কভু না ছাড়য়। আবির্ভাব-তিরোভাব যুগে যুগে হয় ॥ তেজোময় বৃন্দাবন অতি মনোহর। প্রেমনেত্র বিনা চর্ম্মচক্ষু অগোচর ॥ বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের আলয়। সেবকে বেষ্টিত সদা—অতি শোভাময় ॥ অহে

শ্রীনিবাস! তাহা কি আর কহিতে। যে বারেক দেখে সে কৃতার্থ পৃথিবীতে॥ শ্রীগোবিন্দদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রতনয়। বিগ্রহের ন্যায় লীলা করে ইচ্ছাময়॥ প্রাপঞ্চিক লোকে দেখে প্রতিমা আকার। স্বজন দেখয়ে শ্রীগোবিন্দ সাক্ষাৎকার॥ মৌন-মুদ্রাদিক অঙ্গীকার করি' অঙ্গে। পরিকরে দেন সুখ রসের তরঙ্গে॥ বৃন্দাবনে অষ্টদল পদ্ম-কর্ণিকায়। প্রিয়াসহ বিলসে কি অদ্ভুত শোভায়॥ গোপালতাপনীতে—"গোকুলনামক মথুরা-মণ্ডলের মধ্যে সহস্রদলবিশিষ্ট পদ্মাকার বৃন্দাবনের অষ্টদল কেশর যুক্ত ষোড়শদলের মধ্যস্থানে শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর, নির্গুণ, দ্বিভুজ, সগুণ, নিরাকার, সাকার, নিষ্ক্রিয়, লীলাময় গোবিন্দদেব ময়ূর-পুচ্ছ-শোভিত-শিরে বেণুবেত্রশোভিত হস্তে বিরাজিত। চন্দ্রাবলী ও রাধা তাঁহার দুইপার্শ্বে।" ইত্যাদি॥ পদ্মপুরাণে বৃন্দাবন-মাহাত্ম্যে—পার্ব্বতীর প্রার্থনা মতে মহাদেব বলিলেন—"সুন্দর মন্দারবৃক্ষে শোভিত, যোজনব্যাপি স্থানে উৎপন্ন সেই সকল বৃক্ষের শাখা-পল্লবে সমলঙ্কৃত, পরমানন্দরসের আশ্রয়, বৃন্দাবনের মধ্যস্থলে রমণীয় পরমোজ্জ্বল নবপল্লব-পুষ্পগন্ধে মত্ত অলিকুলসেবিত বিস্তৃত স্থান আছে। তথায় নিম্নস্থলে সিদ্ধ-পীঠে গোবিন্দের আবাস স্থান—যাহা সপ্তাবরণবিশিষ্ট ও শ্রুতিগণের নিত্য প্রার্থনীয়। তথায় মণিময়মণ্ডপশোভিত সুনির্ম্মল হেমপীঠ বিরাজিত। সেই হেমপীঠমধ্যে সুচারুনির্ম্মিত সমুজ্জ্বল যোগপীঠ— যাহা অষ্টকোণে নির্ম্মিত, বিবিধ উজ্জ্বলতায় মনোহর। এবং উপরিভাগে মাণিক্যখচিত স্বর্ণসিংহাসনে উজ্জ্বল। সেই সিংহাসনে অষ্টদল পদ্ম, সেই পদ্মের প্রচুরসুখ-

সমৃদ্ধ কর্ণিকায় গোবিন্দের প্রিয় স্থান। সেই স্থানের মহিমা কি বলিব? এই কর্ণিকায় অবস্থিত, গোপীগণসেবিত, গমন-ভঙ্গি-বয়স-রূপে মধুর, বৃন্দাবননাথ, গোকুলপতি, ঐশ্বর্য্যবিস্তারী ব্রজস্ত্রীগণের একমাত্র প্রিয় যৌবনোদ্ভাসিত বয়সে অদ্ভুত-রূপধারী কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দকে বন্দনা করি।"

বরাহতন্ত্রে পঞ্চমপটলে শ্রীবরাহ উবাচ—"কর্ণিকা গোবিন্দের অত্যুজ্জ্বল অব্যয় স্থান। তথায় উপরে মণিমণ্ডপমণ্ডিত স্বর্ণ-সিংহাসন অবস্থিত। সেই পদ্মের কর্ণিকায় শ্রীকৃষ্ণের মহালীলা হয়। সেই মহালীলা বিষয়ে—তাদৃশ মহালীলারসময় পর্ব্বতে বৃন্দাবনের নিত্য-অধিপতি কৃষ্ণ গোপালত্ব প্রাপ্ত হন। সেই পদ্মের রমণীয় তৃতীয় দল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুসকলের মধ্যে উত্তম অপেক্ষাও উত্তম। সেই কর্ণিকায় অবস্থিত গোপীজনপ্রিয়, মধুরগতি, মধুরবয়স্ক, রমণীয়রূপ, গোপীপ্রীতিবর্দ্ধক, গোকুলনাথ, নিজ ঈশ্বরভাবের সংগোপনকারী, ব্রজবালবল্লভ গোবিন্দকে প্রণাম করি।" "রাধার সহিত স্বর্ণ-সিংহাসনে অবস্থিত পূর্ব্ববর্ণিত রূপলাবণ্যবিশিষ্ট, দিব্য-ভূষণশোভিত পরমসুন্দর, ত্রিভঙ্গমধুর, অতিস্নিগ্ধ, গোপীগণের নয়নমণি গোবিন্দকে প্রণাম করি।" "স্বর্ণসিংহাসনমণ্ডিত যোগপীঠেই প্রত্যেক অঙ্গে পরমাবেশযুক্তা, কৃষ্ণবল্লভা প্রধানা প্রকৃতি ললিতাদি এবং মূলপ্রকৃতি শ্রীরাধিকা অবস্থিতা। সম্মুখে ললিতাদেবী, বায়ুকোণে শ্যামলা, উত্তরে মধুমতী, ঈশানকোণে ধন্যা, পূর্ব্বে কৃষ্ণপ্রিয়া বিশাখা, অগ্নিকোণে শৈব্যা, দক্ষিণে পদ্মা এবং নৈঋর্তে ভদ্রা যথাক্রমে অবস্থিতা। যোগপীঠের

কোণাগ্রে প্রিয়া চারুচন্দ্রাবলীর অবস্থান। প্রধানা কৃষ্ণপ্রিয়া আরও আটজন প্রকৃতি আছেন। কিন্তু রাধিকা কৃষ্ণের সর্ব্বসাধিকা আদ্যা প্রধানা প্রকৃতি। চিত্রবেশা, চন্দ্রা, বৃন্দা, মদনসুন্দরী, সুপ্রিয়া, মধুমতী, শশিরেখা এবং হরিপ্রিয়া সম্মুখাদি-ক্রমে পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে ও অপর চারিকোণে অবস্থিতা। বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা এই ষোড়শ প্রকৃতি মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও মুখ্যা কৃষ্ণবল্লভা। ললিতাও রাধার ন্যায় কৃষ্ণের প্রিয়া।" শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয় লহরীতে ১১১ম শ্লোক—

স্মেরাং ভঙ্গিত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং বংশীন্যস্তাধর-কিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ। গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥ —হে সখে! যদি অপর বন্ধুগণের সঙ্গোপভোগে তোমার কুতূহল থাকে, তাহা হইলে কেশিতীর্থের নিকটে এই স্থানে ঈষদ্ধাস্যযুক্ত ত্রিভঙ্গবিশিষ্ট, বক্রকটাক্ষ, বংশীশোভিতাধর-পল্লবযুক্ত, ময়ূরপিচ্ছে উজ্জ্বল গোবিন্দনামে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ-বিগ্রহকে দর্শন করিও না।

অহে শ্রীনিবাস! শ্রীমধুর বৃন্দাবনে। কেবা না প্রণত এই তিনের চরণে॥ শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন। সবার সর্ব্বস্ব এই তিনের চরণ॥ মদনমোহন কহি মদন-গোপালে। এনাম বিখ্যাত—ইহা জানয়ে সকলে॥

পার্ব্বতীর প্রার্থনায় শ্রীমহাদেব বলিলেন,—"গোপালই গোবিন্দ, তিনি প্রকট ও অপ্রকট এই উভয়লীলাবিশিষ্ট। তিনি বৃন্দাবনে যোগপীঠে নিত্য বিরাজমান। তিনি

চরিযুগেই শ্রীবৃন্দাবনের অধীশ্বর। তিনি নন্দগোপাদিকর্ত্তৃক বাৎসল্যাদিরসে সেবিত। স্বমাধুর্য্যাকৃষ্ট স্বয়ং কৃষ্ণও বিস্ময়ে গোবিন্দের প্রসংসা করিয়া থাকেন। তিনি গোপীগণের বস্ত্রহারী, তাঁহাদের ব্রতের পূর্ণতাবিধায়ক, চিদানন্দবিগ্রহ, সর্ব্বব্রজমণ্ডলব্যাপী কিশোরভাব অতিক্রমপূর্ব্বক নিত্য প্রৌঢ়ত্বে বর্ত্তমান, তাম্বুলরঞ্জিতবদন ও শ্রীরাধিকার প্রাণদেবতা। চারিধারে রত্নমণ্ডিত, হংসপদ্ম-প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ব্রহ্মকুণ্ড নামক এক কুণ্ড আছে। তাহার দক্ষিণদিকে মন্দারবৃক্ষরাজিবেষ্টিত রত্নমণ্ডপ শোভা পাইতেছে। তাহার মধ্যস্থলে যোগপীঠ-নামক উত্তম সার্ব্বভৌমস্থান অবস্থিত। সেই যোগপীঠেই বৃন্দাবনেশ্বরীর প্রচুর প্রেমরসে রঞ্জিত কৃষ্ণ গর্ব্বিতহাস্যময়ী শ্রীরাধার একান্ত বশীভূত। কৃষ্ণের অঙ্গশ্রী বীরনায়িকা সর্ব্বো-পায়কুশলা লীলাবতীনাম্নী বৃন্দাদেবী যোগপীঠের পূর্ব্বভাগে নিত্য অবস্থিতা; উহার দক্ষিণভাগে কৃষ্ণকেলিবিনোদিনী শ্যামার অবস্থিতি; পশ্চিমভাগে ভগিণীনামে দেবী সর্ব্বদা অবস্থিতা এবং উত্তরভাগে সিদ্ধেশীনাম্নী দেবী নিত্য অবস্থান করেন। যোগপীঠের পূর্ব্বদিকে দেব পঞ্চানন, দক্ষিণে দশ-রূপধারী (দশবদন) সঙ্কর্ষণ, পশ্চিমে চতুর্ব্বদন ব্রহ্মা, উত্তরে সহস্রবদন অনন্তদেব অবস্থিত। স্বর্ণবেত্রধারিণী সর্ব্ববিষয়ে শাসনকার্য্যে অধিকারিণী মদনোন্মাদিনী নামে রাধিকার প্রিয়-সখী মানবিহ্বল গোবিন্দকে কল্পতরুমূলে লইয়া যান। সাক্ষাৎ মদনেরও মানবর্দ্ধিনী সেই মদনোন্মাদিনী মদনের দন্তস্থল শ্রীযুগলের এই ধামে (পীঠে) নীলকান্তমণি হরির নিত্যনূতন

নীলকান্তিরাশিদ্বারা প্রতিপদে মদনের সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। প্রথম দুইটী কামবীজ তারপর "শ্রীকৃষ্ণায়"—এই পদ, তারপর "গোবিন্দায়"—এই পদ, তারপর "স্বাহা"—শ্রীগোবিন্দের এই দ্বাদশাক্ষর মহামন্ত্র কালক্রমে সর্ব্বোত্তম-প্রেমানুভূতি প্রদান করিয়া থাকে। তারপর যুগলাত্মক গোবিন্দের মন্ত্র বলিব। প্রথমে লক্ষ্মীবীজ, তারপর কামবীজ তারপর "রাধাগোবিন্দাভ্যাং নমঃ"—এই পদ। এই যুগলমন্ত্রের জ্ঞানমাত্রেই রাধাকৃষ্ণ প্রসন্ন হন। উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের ঋষি—কামদেব, ছন্দ—বিরাট্, দেবতা—নিত্য গোবিন্দ ও রাধা-গোবিন্দ, যোগপীঠেশ্বরী রাধা উহাদের শক্তি, কামবীজসহ ছয়টী অঙ্গ।

গোবিন্দের ধ্যান—নবনীরদবৎ মধুর অপ্রাকৃত-লীলাকারী, মল্লকচ্ছশোভিত। হস্তদ্বয়ে মুরলী ও রত্নদণ্ডধারী, স্কন্ধোপরি স্থাপিত নির্ম্মল পীতবসনের বিস্তৃত অঞ্চলদ্বয়ের গুচ্ছ-দ্বারা মনোহর, সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মোহনকারী, দক্ষিণ-চরণের উপর বামচরণ স্থাপনপূর্ব্বক বিরাজমান পরিপূর্ণতম সেই গোবিন্দদেবকে ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া চারি-লক্ষবার জপ করিবে। তিলসহিত আজ্যহোমের পর চম্পক-অশোক-তুলসী-কহ্লার-পদ্ম-পুষ্পে যোগপীঠদেবতা রাধা-গোবিন্দের পূজা করিবে। ইহাতে রাধাগোবিন্দ-যুগলকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারা যায়। এই বৃন্দবনেই শ্রীমন্ মদন-গোপালও সুপ্রকট আছেন। গোপাল নিত্য কিশোররূপধারী, আর গোবিন্দদেব—প্রৌঢ়বিগ্রহ অর্থাৎ পূর্ণবিকশিতদেহে বিরাজমান। তারতম্যবিচারে এই উভয় অপেক্ষা গোপীনাথ

অধিক সুন্দর। গোপাল—ধীরোদ্ধত নায়ক, গোবিন্দ—ধীরোদাত্ত নায়ক, গোপীনাথ—ধীরললিত নায়ক। গোপাল—সিংহকটি, গোবিন্দ—ত্রিভঙ্গমধুরদেহ, গোপীনাথ—সুপুষ্ট-বক্ষবিশিষ্ট লম্পট। পল্লবাদিদ্বারা বিচিত্ররূপে শোভিত গোবর্দ্ধনের গুহাপ্রান্তে অবস্থিত এবং বাল্য অতিক্রম পূর্ব্বক কৈশোরপ্রাপ্ত গোপীনাথের ত্রিসন্ধ্যা ভিন্ন ভিন্ন মাধুরী প্রকাশিত হয়। কৈশোরের পরের অবস্থাপ্রাপ্ত মদনাবিষ্ট শ্রীগোবিন্দ নানারত্নে মনোহর যোগপীঠে বিরাজ করেন। এই যোগপীঠের ইহাই স্বাভাবিক প্রভাব যে, গোবিন্দদেব অচিরে পরিতুষ্ট হন। অপর সিদ্ধপীঠসকলে যে সিদ্ধি বহুবৎসরে লভ্য হয়, তাহা বৃন্দাবন-যোগপীঠে এক দিনেই উপস্থিত হয়। এই যোগপীঠ প্রাতঃকালে বালসূর্য্যসদৃশ, তারপর তিন মুহূর্ত্তকাল শুভাকান্তিযুক্ত, মধ্যাহ্নে তরুণসূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট, অপরাহ্নে পদ্মপত্রের ন্যায়, সায়ংকালে সিন্দূর-রাশির আভাবিশিষ্ট, জোৎস্নারাত্রিতে শশীর ন্যায় নির্ম্মল, অন্ধকার রজনীতে ইন্দ্রনীলমণিকিরণের শ্যামকান্তিতুল্য, বর্ষাকালে দীপ্তিতে হরিদ্বর্ণ তৃণ ও মণির প্রভাবিশিষ্ট, শরৎকালে চন্দ্রবিম্বতুল্য, হেমন্তে পদ্মরাগমণির ন্যায়, শীতকালে হীরক-সদৃশ, বসন্তে পল্লবের ন্যায় অরুণ, গ্রীষ্মে অমৃতরাশির কান্তি-বিশিষ্ট, সর্ব্বকালেই নানামাধুরীপরিপূর্ণ, অশোকলতিকা-বেষ্টিত, অধঃ ও উর্দ্ধে উত্তম রত্নসকলের কিরণদ্বারা সর্ব্বতো-ভাবে পরিবৃত হইয়া বিরাজিত। হে পার্ব্বতি! এই যোগপীঠের অষ্ট নাম শ্রবণ কর—চন্দ্রাবলী-দুরাধর্ষ, রাধা-

সৌভাগ্যমন্দির, শ্রীরত্নমণ্ডপ, শৃঙ্গারমণ্ডপ, সৌভাগ্যমণ্ডপ, মহামাধুর্য্যমণ্ডপ, সাম্রাজ্যমণ্ডপ ও সুরতমণ্ডপ। যে জন প্রভাতে সর্ব্বোত্তম শ্রীযোগপীঠের নামাষ্টক পাঠ করেন, তিনি তাহাদ্বারা গোবিন্দদেবকে বশ করিতে সমর্থ হন এবং পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম লাভ করেন। ইতি ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে যোগপীঠপ্রকাশ-নামক ঊনবিংশতি পটল ॥

এত কহি' শ্রীপণ্ডিত উল্লাস-অন্তরে। ভোজনের টিলা হৈতে চলে ধীরে ধীরে ॥ কথো দূরে গিয়া কহে সুমধুর কথা। করিলেন তপস্যা সৌভরিমুনি এথা ॥ দেখহ যমুনাতীরে স্থান সুনির্জ্জন। 'মনোরথ, নাম গ্রাম জানে সর্ব্বজন ॥

এই যে কালিয়হ্রদ দেখ শ্রীনিবাস। এথা শ্রীকৃষ্ণের অতি আশ্চর্য্য বিলাস ॥ কালিন্দীর তীরে কেলিকদম্বে চড়িয়া। কালিন্দীর জলে পড়িলেন ঝাঁপ দিয়া ॥ কালিয় দমন করে কালিন্দীর জলে। কালি-সর্পফণে নাচে দেখয়ে সকলে ॥ কালিয় সর্পেরে কৃষ্ণ অনুগ্রহ কৈলা। এথা হইতে রমণকদ্বীপে পাঠাইলা ॥ এ কালিয়হ্রদে স্নানাদিক করে যে। অনায়াসে সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সে ॥ বিষ্ণুলোকে যায় এথা দেহ-ত্যাগ হৈলে। পুরাণে কহয়ে আর নানা ফল মিলে ॥ যথা ভাঃ ১০।১৬।৬১ "যে ব্যক্তি আমার এই ক্রীড়াস্থানে স্নান করিয়া ইহার জলদ্বারা দেবতাদির তর্পণ করে, উপবাস করিয়া আমাকে স্মরণপূর্ব্বক অর্চ্চন করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয় ॥" আদিবরাহে—"এই স্থানেও পণ্ডিতগণ মহা আশ্চর্য্য দর্শন করেন। কালিয়হ্রদের পূর্ব্বদিকে শতশাখাযুক্ত, সুগন্ধবিশিষ্ট, লোকপূজিত,

পুণ্যপ্রদ কদম্ব বৃক্ষ আছে। মনোহর, শুভকারী, শীতল সেই বৃক্ষ দ্বাদশমাসে পুষ্প ধারণ করে। তাহাতে দশদিক্ উদ্ভাবিত হয়।।” সৌরপুরাণে—“কালিয়তীর্থ-নামক পাপনাশন তীর্থ, যথায় ভগবান্ বালকৃষ্ণ কালিয়মস্তকে নৃত্য করিয়াছিলেন। যে এই তীর্থে স্নান করিয়া বাসুদেবের অর্চ্চন করে সে নীচগণের দুর্ল্লভ কৃষ্ণসেবা প্রাপ্ত হয়।”

কালিয়-দমন-লীলার রহস্য ও ভজনোপদেশ :—শ্রীবলরামের মাসিক জন্মনক্ষত্র প্রাপ্তির দিনে শ্রীরোহিণীদেবী পুত্রের মঙ্গল-স্নান বিধানার্থ তাঁহাকে গৃহে রাখিয়াছিলেন, সেদিন গোচারণে যাইতে দেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ সেই দিন কালিয়দমনের ইচ্ছা করিয়া সখাগণসহ সেইদিকে গোচারণে গমন করিলেন। রমণকদ্বীপের অধিবাসী কালিয় গরুড়ের ভয়ে সৌভরিঋষির বাক্যে শ্রীগরুড়ের কালিয়হ্রদে অপ্রবেশের জন্য তথায় যাইয়া রহিল। তাহার বিষের তেজে কোন প্রাণী তথায়, পার্শ্বে ও উর্দ্ধে যাইতেও সক্ষম হইত না। কৃষ্ণেচ্ছায় সেই দিবস গো ও গোপসকল পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই জল পান করিলেন। তাঁহারা অপ্রাকৃত দেহস্বরূপে নিত্যপ্রকাশমান এবং অবিনাশী হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অনিয়োজিত হইয়াও লীলাবশে সেই গো-গোপগণের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমরস ও বিস্ময়রসাদি বর্দ্ধনের নিমিত্ত স্বয়ংই উদ্যত হইল, তাহাতে তাঁহাদের অপ্রাকৃত দেহের যথোচিত স্বভাবত্ব অন্তর্হিত হইয়া গেল, তখন সেই গো-গোপ সকলেই যেন বাস্তবিক এক মহাবিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত

মনোব্যথা প্রাপ্ত হইয়া সহসা অমৃতরস-নিস্যন্দিনয়ন-কমলাপাঙ্গে তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযমুনার হৃদয় শোধনার্থ সেই কালিয়াকে দূরীভূত করিতে যত্নবান হইলেন। ভাবি-ভগবচ্চরণ-স্পর্শ-সৌভাগ্য-প্রভাবে তাদৃশ বিষের জ্বালাতেও যাহার পত্রপল্লব-নিচয় অম্লান অথবা অমৃত আহরণকারী পক্ষীরাজ গরুড়কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার কারণেই সেই কদম্ব-তরুটী কালিয়হ্রদের তীরে থাকিয়াও কালিয়-বিষে শুষ্ক হয় নাই। সেই অপূর্ব্ব কদম্ব-তরুতে আরোহণ করিলেন। গো-গোপগণকে মধুর দৃষ্টি ও বাক্যে হাস্য করিতে করিতে অভয় প্রদান করিয়া সেই কদম্বতরুশাখা হইতে কালিয় হ্রদের জলে ঝম্প প্রদান করিয়া তথায় ভীষণ মহাক্ষোভ উৎপাদন করিলেন। তাহাতে কালিয় ক্রোধে অধীর হইয়া শ্রীকৃষ্ণাঙ্গকে বেষ্টন করিয়া রহিল। ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই ভগবান্ সর্পকর্ত্তৃক বন্ধন লীলা অক্ষুব্ধ চিত্তে স্বীকার করিলেন। এদিকে লীলা-পোষণকারী ইচ্ছাশক্তি ব্রজে নানাপ্রকার অমঙ্গলসূচক দুর্লক্ষণ প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রজবাসীগণকে তথায় শীঘ্র আনয়ন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়গ্রস্ত দেখিয়া সকলেই দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কেবল শ্রীবলদেব নিজ অংশ শ্রীঅনন্তদেবের সুখপ্রদানার্থে কালিয়ে তাঁহার আবেশ হেতু সুস্থভাবে তথায় শ্রীকৃষ্ণকে শায়িত দেখিয়া নিজাংশসম্ভূত-আনন্দ নিজেও অনুভব করিয়া হাসিয়া ব্রজবাসী-গণকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীবলদেবের হাস্যে সকলেই অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার প্রবোধে শান্ত না হইয়া

ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া অস্থিরভাব ধারণ করিলেন। তখন শ্রীবলদেব উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন— "কৃষ্ণ! ইহারা শুদ্ধব্রজবাসী, আমিও ইহাদের রক্ষা করিতে পারিতেছি না। ইহারা রামাদি-লীলার পার্ষদ নহেন, তোমাগত-প্রাণ বিলম্ব করিলে তুমিও দুঃখিত হইবে।" তখন শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র কালিয়ার ফণাতে আরোহণ করিয়া অদ্ভুত নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কালিয়ের সহস্রফণার মধ্যে একশত ফণায় মণি বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ এত দ্রুত নৃত্য করিতে লাগিলেন যে, আকাশে গন্ধর্ব্বাদি তাঁহার সহিত তালে বাদ্য করিতে অক্ষম হইলেন। শেষে কালিয়ের মুখ হইতে রক্তোদ্গম হইতে লাগিল। তাহার মৃত্যু আপন্ন দর্শনে কালিয়নাগের পত্নীগণ নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিলেন এবং বহুমূল্য বস্ত্র লঙ্কারাদি তথা কৌস্তুভ ও মুক্তাহারাদি উপহাররূপে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণপদস্পর্শে সৌভাগ্যবান পতির প্রাণভিক্ষা করিলে শ্রীকৃষ্ণ কৃপান্বিত হইয়া কালিয়কে ত্যাগ করিয়া রমণকদ্বীপে যাইতে আদেশ করিলেন। কালিয়ও বহুবিধ স্তব ও প্রণামাদি করিয়া শরণাগত হইলে, তাহার মস্তকে পদচিহ্নরূপ চারুশোভা চির-সঙ্গিনী হইল। "তাহা অবলোকন করিলে গরুড়ের সম্বন্ধ আর কোন ভয় থাকিবে না" বলিয়া অভয় প্রদান করিয়া কালিয়কে রমণকদ্বীপে প্রেরণ করিলেন। কালিয় সেই হ্রদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইলে হ্রদের জলরাশি তৎক্ষণাৎ পীযূষনির্য্যাসবৎ অতি মধুর স্বাদুরস-বিশিষ্ট হইল। শ্রীকৃষ্ণ

তখন ব্রজাগত নিজ জনগণকে যথাযোগ্য প্রণাম, সম্ভাষণ ও আলিঙ্গনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন।

সেদিন ব্রজবাসীগণ আর গৃহে গমন না করিয়া তথায় রাত্রিযাপন করিলেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল অথচ কুলবধূ বা স্ত্রীজাতি-নিবন্ধন বহু বাধাবিঘ্নাদি-দ্বারা আক্রান্ত, তাঁহাদের আশা পরিপূরণ করিতে এই লীলা। আর কেহ কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন দিতে পারিল না। ব্রজের সকলেই শ্রীকৃষ্ণে প্রেমযুক্ত বিধায় এই কারুণ্য-লীলায় সকলেই নিঃসঙ্কোচে আসিয়া কালিয়-হ্রদ তীরে মিলিত হইবার সুযোগ পাইলেন। সকলের আশাপূর্ণ করিতে সুচতুর সুকৌশলী শ্রীকৃষ্ণ সে রাত্রি মণ্ডলী রচনা করিয়া সকলের মধ্যে অবস্থিতি করিলেন।

শ্রীব্রজরাজের নির্দ্দেশে সকলেই সে রাত্রি তথায় বাস করিতে অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। বিশেষতঃ অনুরাগিণী মুগ্ধা রমণী ও কন্যাগণ অধিক প্রমোদিত হইলেন। যেহেতু কমনীয় শ্রীকৃষ্ণকিশোরের অতিশয় আস্বাদ্য ও অভিলষনীয় দর্শন তাঁহাদের পক্ষে অতীব সুলভ হইবে—কেহই নিষেধ করিবেন না। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যস্থলে অবস্থাপিত করিয়া ব্রজ-রাজাদি তাহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। কোথাও সখীগণ, কোথাও ব্রজেশ্বরী প্রভৃতি, কোথাও মাতার নিকটস্থা কুমারীগণ, আবার কোথাও বা শ্বাশুড়ীর নিকটে বধূগণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। ফলতঃ কুমারী ও বধূগণের প্রথম মণ্ডলে স্থিতি জননী ও শ্বাশুড়ীগণের সঙ্গানুরোধে দৈব-

বশতঃই ঘটিয়া গেল।

ইহার বাহিরে দ্বিতীয় মণ্ডলে—অনুরাগী গোপগণ যাঁহারা নিজেকে পূর্ব্বোক্ত গোপীগণের পতি মনে করেন তাঁহারা অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; উহার বাহিরে তৃতীয় মণ্ডলে—ধনুষ্পাণি রক্ষক সকল রহিলেন। তাহার বাহিরে চতুর্থ মণ্ডলে—ধেনু সকল, তাহার নিকটে পঞ্চম মণ্ডলে—মহা শৌর্য্য-শালী বিবিধ অস্ত্রধারিগণ বিরাজ করিতে লাগিলেন। সকলেই বিবিধ বিচিত্র চরিত্র চারু ও গরীয়ান্ সেই কালিয়-মর্দ্দনের লীলাকথার আলোচনায় অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত করিয়া নিদ্রিত হইলেন। স্ত্রী-পুরুষগণের মধ্যে তখন বধূ ও কুমারিকাগণ সেই দৈবাৎ লব্ধ রসময় সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-মুখচন্দ্র সানুরাগ অনিমেষ নয়নে অবাধে দর্শন করিতে করিতে চাক্ষুষ ও মানস-সম্ভোগ সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহিত করিলেন। এই ব্রজসুন্দরীগণের দর্শন-সাম্য সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে মুখ্যা চন্দ্রাবলী প্রভৃতির অতিশয় প্রেম-তারতম্যে নয়নোৎসবের তারতম্য সূচিত হইল। তাহাতে শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধ প্রেম-মহিমাদ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনো-নেত্রোৎসব অভিব্যঞ্জিত হইল এবং সেই প্রেম-মহিমাবলে শ্রীকৃষ্ণেরও তাদৃশ মনোনেত্রোৎবদায়িত্ব সূচিত হইল। যেহেতু উভয়েরই পূর্ব্ব হইতে অঙ্কুরিত প্রেমের পরস্পর বিষয়ে মনোরথ রহিয়াছে। অধুনা সেই প্রেমাঙ্কুর পল্লবিত ও পুষ্পিত না হইয়া সহসা ফলিত হইয়া পরস্পর দর্শনেচ্ছায় অতিশয় সমুৎকণ্ঠিত হইল। তখন উভয়ের চারিচক্ষু সম্মুখীন মিলিত হইয়া পরস্পর নয়ন-কমলের খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ

শ্রীরাধা অপাঙ্গভঙ্গীতে অবলোকন করিলে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন যুগলের দৃষ্টিপাত আন্দোলিত হইল। আবার শ্রীকৃষ্ণের অবলোকনে সহসা লজ্জা-উপগম হওয়ায় শ্রীরাধার কটাক্ষ মুকুলিত হইল। সেই সময়ে আনন্দমূর্চ্ছায় মনোনয়ন আচ্ছাদিত হওয়ায় অন্ধকার বোধ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ যথাযথ অনুরাগী ভক্তের মনোরথ অন্যের অজ্ঞাতসারে শ্রীলীলা-শক্তির প্রভাবে পরিপূর্ণ করিলেন। আবার কেহ কেহ কৃষ্ণকথা রসাস্বাদনে মত্ত রহিলেন।

অকস্মাৎ চারিদিকে প্রবল দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইল। তাহারা কালিহ্রদ হইতে কিছুদূরে "কুড়ুমার" নামক প্রসিদ্ধ স্থানে অবস্থিতি করাতে কালিহ্রদের জল আনিয়া সেই দাবানল নির্ব্বাপিত করা সম্ভবপর নহে, অথচ কৃষ্ণের অমঙ্গলাশঙ্কায় সকলেই ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। সকলের ব্যাকুলতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'ভয় নাই' বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। দাবানল অন্তর্ব্বর্ত্তী অন্য বনের ন্যায় যদিও এই বৃন্দাবন নহে, তথাপি সর্ব্ব চমৎকারিণী লীলা-শক্তি-প্রভাবে স্বেচ্ছায় সম্পাদিত এই দাবানল-দাহ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন; —সম্প্রতি জলদ-বৃষ্টিদ্বারা বা নদীর জলসেচন দ্বারা ঐ দাবানল প্রশমনের সম্ভাবনা নাই। অন্য চিন্তারও অবসর নাই। এই-রূপ চিন্তা করিতে থাকিলে ভগবানের এক অনির্ব্বচনীয়া ঐশ্বরী-শক্তি স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া সেই দাবানলের শিখাকে কেশ-গুচ্ছের ন্যায় একত্র ধারণ করিয়া নিমেষমধ্যে পান করিয়া

ফেলিলেন। অনন্তর ভগবানের দৃষ্টি-কারুণ্যামৃত বর্ষণে তৃণ-গুল্ম-বৃক্ষাদি সমস্তই (যাহা দাবানলে ভস্মীভূত হইয়াছিল) সহসা পূর্ব্বের ন্যায় শোভমান হইল।

মুঞ্জাটবীতে যে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল,—তাহা শ্রীকৃষ্ণকে অন্যের অলক্ষে পান করিতে হইয়াছিল। তাহা সম্প্রদায় বিরোধরূপ ভজন-প্রতিবন্ধক ব্যাপার। সম্প্রদায় বিরোধক্রমে, নিজ সম্প্রদায়-লিঙ্গ ধারণ ব্যতীত বা নিজ গুরু বা সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কাহাকেও বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে না পারায় যথার্থ সাধুসঙ্গ ও সদ্গুরু প্রাপ্তির ব্যাঘাত হয়। তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অগ্নিপান করাইতে হয়। আর কালীয় হ্রদের নিকট 'কুড়ুমারের' দাবানল অনুরাগী ব্রজবাসিগণের প্রেম-মহারত্নের একটি প্রকার বিশেষ। ইহা লীলা-শক্তির সর্ব্বচমৎকারিণী প্রভাবে স্বেচ্ছায় সম্পাদিত। ভাবী বিরহাশঙ্কায় অনুরাগী ব্রজবাসিগণের এই বিরহ-দাবানল একটী প্রেমের মহামাধুর্য্য-স্বরূপের প্রকাশ। তাহার প্রকাশ-স্বরূপ দাবানল-কুণ্ডরূপে তথায় বিরাজমান। তাহা রমণরেতীর শ্রীকৃষ্ণের রমণ—প্রিয়ত্ব-সম্বলিত প্রত্যেকটী কণ স্বরূপে বালুকণার ন্যায় বিরাজিত প্রেমভূমিকার অভ্যন্তরস্থ দাবানল কুণ্ডরূপে বিপ্রলম্ভ ভাবের প্রকাশ করিয়া তাহাতে স্নানের ব্যবস্থা আছে।

দ্বাদশাদিত্য তীর্থ—অহে শ্রীনিবাস! কৃষ্ণ কালিহ্রদ হৈতে। কালিকে দমন করি' আইলা এ টিলাতে॥ সূর্য্যগণ কৃষ্ণ অতি শীতার্ত্ত জানিয়া। শীত নিবারয়ে উগ্র তাপ প্রকাশিয়া॥ দেখহ

দ্বাদশাদিত্য তীর্থ এই খানে। মিলয়ে বাঞ্ছিত ফল—বিদিত পুরাণে॥ যথা, স্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৮২ম শ্লোক—যথায় অতিশীতার্ত্ত উদারলীলাপরায়ণ পরমসুন্দর মুরারি দ্বাদশ-সূর্য্যকর্ত্তৃক ভক্তিপ্রেমভরে ও আনন্দে প্রবলতাপদানদ্বারা সেবিত হইয়াছিলেন এবং শব্দায়মান স্ত্রীপুরুষপূর্ণ গোসকলদ্বারা স্নেহ বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিয়াছিলেন। এই সেই দ্বাদশ-সূর্য্যনামক তীর্থকে আমি সর্ব্বদা আশ্রয় করি॥

অহে শ্রীনিবাস! মহাপ্রভুর আজ্ঞায়। সনাতন ব্রজে আসি' রহিলা এথায়॥ প্রভু আসিবেন—আজ্ঞা দিল সনাতনে। তাঁর লাগি' স্থান কৈলা দেখ এ নির্জ্জনে॥ সনাতনে উদ্বিগ্ন দেখিয়া গৌরহরি। স্বপ্নচ্ছলে এথা দেখা দিলা কৃপা করি'॥ বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র দিব্যাসনে। সনাতন লোটাইয়া পড়িল চরণে॥ সনাতনে প্রভু করি' দৃঢ় আলিঙ্গন। সর্ব্বমতে সন্তোষিয়া হৈলা অদর্শন॥ অদ্ভুত প্রভুর লীলা কে পারে বুঝিতে। সদা বৃন্দাবনে বিহরহে ইচ্ছামতে॥ দেখ প্রস্কন্দন-ক্ষেত্র স্নানে পাপ যায়। প্রাণত্যাগ হইলেই বিষ্ণুলোক পায়॥ অহে শ্রীনিবাস! সূর্য্যগণের তাপেতে। দূরে গেল শীত ঘর্ম্ম হইল দেহেতে॥ সেই ঘর্ম্মজল সূর্য্যকন্যায় মিলিল। এই হেতু 'প্রস্কন্দন'-নাম তীর্থ হইল॥ প্রস্কন্দনঘাট দেখাইয়া শ্রীনিবাসে। প্রেমাবেশে কহে অতি সুমধুরভাষে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাভিন্ন অদ্বৈত ঈশ্বর। কথোদিন ছিলা এই বনের ভিতর॥ এই বটবৃক্ষতলে কৃষ্ণ আরাধয়। কে বুঝিতে পারে তাঁর দুর্গম আশয়॥ ইহার বিস্তৃত বিবরণ "শ্রীঅদ্বৈতচার্য্যের চরিতসুধা"-

গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ॥ (গ্রন্থকারকৃত।)

লোকভিড়-ভয়ে প্রভু অক্রূরে যাইয়া। তথাই করেন ভিক্ষা নির্জ্জন পাইয়া ॥ মধ্যে মধ্যে বসিয়া 'তিন্তিড়ীবৃক্ষতলে'। নিজানন্দে ভাসে প্রভু নয়নের জলে ॥ এ 'আম্‌লি-তলে' মহা কৌতুক হইল। কৃষ্ণদাস রাজপুতে অতি কৃপা কৈল ॥ অহে শ্রীনিবাস! এ আম্‌লি-তলা হৈতে। নীলাচলে গেলা প্রভু ভক্ত ইচ্ছামতে ॥ এ তিন্তিড়ীবৃক্ষ যে করয়ে দরশন। অবশ্য তাহার হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ দেখ এ অপূর্ব্ব বট যমুনার তীরে। সকলে "শৃঙ্গার-বট" কহয়ে ইহারে ॥ এথা শ্রীকৃষ্ণের নানা বেশাদি-বিলাস। বাঢ়াইল সুবলাদি সখার উল্লাস ॥ ইহারেও 'নিত্যানন্দ-বট' কেহো কয়। যে যাহা কহয়ে তাহা সব সত্য হয় ॥ নিত্যানন্দ এথা যৈছে কৈলা আগমন। সংক্ষেপে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥ যদ্যপি শ্রীনিত্যানন্দ পরম সুধীর। ভ্রমিলেন সর্ব্বত্র, হইতে নারে স্থির ॥ কথোদিনে আসি' প্রভু মথুরা নগরে। বাল্যাবেশে বালক সহিত ক্রীড়া করে ॥ মধ্যে মধ্যে শ্রীগোকুল-মহাবনে যাই। মদনগোপালে দেখি' রহেন তথাই ॥ নন্দের আলয় দেখি কত উঠে মনে। করিয়া রোদন চলে তীর্থ-পর্য্যটনে ॥ দেখিয়া সকল বন আসি' বৃন্দাবনে। খেলয়ে অদ্ভুত খেলা যমুনাপুলিনে ॥ এই যে অপূর্ব্ব বট-বৃক্ষের তলাতে। ক্ষণে বৈসে ক্ষণে উঠে লোটায় ধূলাতে ॥ ক্ষণে নানা পুষ্পে বেশ করে আপনার। ক্ষণে কহে—কোথা প্রাণ কানাই আমার ॥ নিত্যানন্দ ভাবাবেশে করে টলমল। অশ্রুজলে পূর্ণ দীর্ঘ নয়নযুগল ॥ এই প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের

ক্রীড়াস্থান। যে করে দর্শন সে পরম ভাগ্যবান্‌ ॥

অহে শ্রীনিবাস। এই 'চীরঘাট' হয়। কেহ বা 'চয়নঘাট' ইহারে কহয় ॥ একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণসনে। রাসাদি-বিলাস-অন্তে এথা আইলা স্নানে ॥ বস্ত্রাদিক রাখি' এই নীপবৃক্ষতলে। সূক্ষ্ম খর্ব্ব বস্ত্র পরি' নামিলেন জলে ॥ হইয়াছিলেন শ্রান্ত বিবিধ বিলাসে। শ্রমশান্তি হৈল স্নিগ্ধ যমুনা-পরশে ॥ বারি-বিহরণে মহারঙ্গ উপজিল। সকলেই গিয়া পদ্মবনে প্রবেশিল ॥ কৃষ্ণ কোন ছলেতে আসিয়া বৃক্ষতলে। করি' বস্ত্র গোপন প্রবেশে পুনঃ জলে ॥ কতক্ষণ জলকেলি করি' উঠে তীরে। বস্ত্র না দেখিয়া সবে চিন্তিত অন্তরে ॥ কৃষ্ণ সে সময় অদ্ভুত শোভা হেরি'। দিলেন সবারে বস্ত্র পরিহাস করি' ॥ শ্রমশান্তি বস্ত্রচৌর্য্যাদিক এথা হৈল। আর এই স্থানে কৃষ্ণ নানা ক্রীড়া কৈল ॥

অহে শ্রীনিবাস! রাধাকৃষ্ণ সখীসনে। নিধুবন-ক্রীড়া-রত এই নিধুবনে ॥ এই কেশীতীর্থ দেখ অহে শ্রীনিবাস। ইহার মহিমা বহু পুরাণে প্রকাশ ॥ গঙ্গাপেক্ষা শতগুণ মহিমা এথায়। কেশী দৈত্য বধ কৃষ্ণ করিল যথায় ॥ পিতৃলোকে পিণ্ডদান এস্থানে করিলে। গয়াপিণ্ডদান ফল এই স্থানে মিলে ॥ কেশিবধ কৈলা কৃষ্ণ পরম কৌতুকে। যমুনায় হস্ত পাখালিলা মহাসুখে ॥ স্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবে ৮৫ম শ্লোকে—অশ্বাকার কেশিদৈত্য অতিশয় মদগর্ব্বে হ্রেষাধ্বনিতে জগৎকে কম্পিত এবং বিস্তৃত নয়নের ঘূর্ণন দ্বারা সর্ব্বদিক্‌ পূর্ণভাবে দগ্ধ করিতেছিল। বকারি কৃষ্ণ সেই বিদ্বেষী

কেশীকে তখন তৃণের ন্যায় বিদীর্ণ করিয়া যথায় রুধিররঞ্জিত হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়াছিলেন আমি সেই কেশিতীর্থের ভজন করি॥

অহে শ্রীনিবাস! এই শ্রীধীরসমীরে। কৃষ্ণের নিকুঞ্জলীলা অশেষ প্রকারে॥ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের এথা অদ্ভুত মিলন। মহাসুখে আস্বাদয়ে তাঁর প্রিয়গণ॥ শ্রীগীতগোবিন্দের ৫মসর্গে ২য় গীতে—মাধব পূর্ব্বে যে নিকুঞ্জে তোমার সহিত কামাভিলাষ-সকল চরিতার্থ করিয়াছিলেন সেই নিকুঞ্জরূপ মদনের মহাতীর্থেই মাধব সর্ব্বক্ষণ তোমার ধ্যান এবং তোমারই আলাপরূপ মন্ত্রাক্ষর জপ করিয়া তোমার কুচকুম্ভের গাঢ়ালিঙ্গনামৃত পুনরায় অধিকভাবে বাঞ্ছা করিতেছেন। তত্রৈব গীতং রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্। ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥ ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী॥ (শ্রীরাধা প্রতি দূতীবাক্য)

দেখ শ্রীরাধিকা-মানভঞ্জন এখানে। এ-মণিকর্ণিকা—কৃষ্ণ বিলসে এ বনে॥ অহে শ্রীনিবাস! এই যমুনা-নিকট। পরম-অদ্ভুত-শোভাময় 'বংশীবট'॥ বংশীবট-ছায়া জগতের দুঃখ হরে। এথা গোপীনাথ সদা আনন্দে বিহরে॥ ভুবনমোহন বেশে সুচারু ভঙ্গিতে। গোপীগণে আকর্ষয়ে বংশীর স্বনেতে॥ যমুনা-প্লাবিত এই বংশীবট স্থান। বংশীবট যমুনায় হৈলা অন্তর্দ্ধান॥ তা'র এক ডাল আনি' গোস্বামী আপনে। করিলা স্থাপন এ পূর্ব্বের সন্নিধানে॥ দেখ শ্রীনিবাস! এ পরম রম্য স্থল। সদা মন্দ মন্দ বহে সমীর শীতল॥ বংশীরবে সব

ছাড়ি' অধৈর্য্য হিয়ায়। গোপীগণ আসি' কৃষ্ণে মিলয়ে এথায় ॥ গোপীগণ কৃষ্ণ-শোভাসমুদ্রে সাঁতারে। কৃষ্ণ-গোপীগণে দেখি, স্থির হৈতে নারে॥ ধৈর্য্যাবলম্বন করি' মনের উল্লাসে। কে বুঝে মরম—যৈছে কুশল জিজ্ঞাসে॥ কৃষ্ণ এথা কৈলা গোপী-প্রেমের পরীক্ষা। পুনঃ গৃহে যাইতে দিলেন বহু শিক্ষা॥ রাসারম্ভে অসমতা দেখি' গোপীগণে। রাধাসহ অন্তর্হিত হৈতে হৈল মনে॥ এইখানে কৃষ্ণচন্দ্র হৈয়া অদর্শন। গোপিকাবিলাপ সুখে করিলা শ্রবণ॥ কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ এ বৃক্ষ-লতায়। জিজ্ঞাসে কৃষ্ণের কথা ব্যাকুল-হিয়ায়॥ করি' কৃষ্ণ-লীলানুকরণ গোপীগণ। এথা কৈল রাধিকার সৌভাগ্য বর্ণন॥ রাধিকার মনোহিত কৃষ্ণ এথা কৈল। এইখানে তাঁরে রাখি' অদর্শন হৈলা॥ এথা অন্য গোপীগণ দেখি' রাধিকারে। কহিল অনেক অতি অধৈর্য্য অন্তরে॥ সবে এক হৈয়া কৃষ্ণ-দর্শন-লালসে। গাইল কৃষ্ণের গুণ অশেষ বিশেষে॥ এইখানে শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দরশন। পরম আনন্দে মগ্ন হৈলা গোপীগণ॥ যত্নে গোপীগণ কৃষ্ণে বসাইল এথা। এইখানে পরস্পর হৈল বহু কথা॥ শ্রীযমুনা-পুলিন দেখহ শ্রীনিবাস। এইখানে কৃষ্ণ আরম্ভিল মহারাস॥ শত-কোটি অঙ্গনাবেষ্টিত কুতূহলে। বিলসয়ে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাস-মণ্ডলে॥ হৈল ব্রহ্মসম রাত্রি শ্রীরাসবিহারে। বর্ণিলেন ব্যাসাদি কবি বিবিধ প্রকারে॥ স্ত্রীরত্নে বেষ্টিত কৃষ্ণ রসিক-শেখর। সর্ব্বচিত্তাকর্ষে রাসক্রীড়ায় তৎপর॥ ভাঃ ১০।৩৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

শ্রীগোপালচম্পূর পূর্ব্বপ্রবন্ধে ২৬ম পূরণে—বিশিষ্ট অভীষ্ট-পূরণের জন্য ভৌমগোকুলে অবতীর্ণ হে লীলাময় অবতার! হে সদ্‌গুণাধার! আপনি পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মী আপনার সেবা প্রার্থনা করেন। হে দেব! আপনি নিজকান্তা গোপীগণের সহিত বিলাসময় রাসে বিরাজ করেন। আপনি নৃত্যশীল পরিকরগণে শোভিত, অশেষ কলাবিদ্যানিপুণ, পরস্পর আনন্দবিধাতা। গোপীগণ আলিঙ্গনের দ্বারা তাহাদের বিপুল আনন্দ বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়া আপনার মনের ব্যথা দূর করিয়া দেয়। রাসমণ্ডলে আপনার সহিত দৃষ্টিবিনিময়ে সকলে সাত্ত্বিকবিকারে মণ্ডিত হয়। আপনি সেই মণ্ডলে নিজকে বহুমূর্ত্তিতে প্রকাশ করেন। ব্রজের তরুণীগণের নয়নপণ আপনার মনোবাসনাপূরণের সহায়তা করিয়া উহাকে আয়ত্ব করিয়া দেয়। মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের ন্যায় নবনীরদসদৃশ আপনার সঙ্গে গোপীগণের চরণধারণ, বিবিধ করভঙ্গি প্রভৃতি হাবভাবমিশ্রিত বিহার, কটিভঙ্গ, গণ্ডোপরি কুণ্ডলসঞ্চলন, পুলক ও ঘর্ম্মবিকার প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু এই তুলনা আপনাদের অসীমতা ও অতুলনীয়-তার হানি করিতে পারে কি? মধুরকণ্ঠী গোপীগণ রাসনৃত্যে আগ্রহসম্পন্ন, আপনার সুখেই তাঁহাদের প্রীতি, আপনার স্পর্শামৃতের মাদকতায় তাঁহাদের চিত্ত ভরপূর, তাঁহারা প্রেমমূল্যে আপনার নিকট বিক্রীত, তাঁহারা সঙ্গীতজনিত আনন্দ দ্বারা বিশ্বকারণ আপনাকেও আপ্লুত করিয়াছেন। আপনি এইরূপ যুবতীগণমধ্যে বিরাজমান হইয়া রাসসুখ

উপভোগ করিতেছেন। এতাদৃশ প্রভুকে নমস্কার। যে গোপী আপনার বিস্ময় উৎপাদন করিয়া বিবিধ রাগিণী সুবিশুদ্ধভাবে গান করিতেছেন, তিনি নিজসঙ্গীতনৈপুণ্যে নিজ রাগিণীতে অপর সকলের গানের রাগিণী বাঁধিয়া দিয়াছেন। এই যে গোপী গানে তদপেক্ষাও অধিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন, শ্রীরাধাকর্ত্তৃক সম্মানিত ইঁহাকে আপনি আদর প্রদর্শনে সম্মানিত করিতেছেন। এই যে গোপীর রাসনৃত্যে পরিশ্রমহেতু আনন্দে বলয় ও মল্লিকামালা শিথিল হইয়া গিয়াছে তিনি আপনার অবতংসশোভিত স্কন্ধের উপর অতি সুন্দর ভঙ্গীতে নিজ হস্ত স্থাপন করিয়াছেন। অপর এক গোপীর স্কন্ধোপরি আপনার পরিঘতুল্য বাহু ন্যস্ত হইলে তিনি তাহা পরমানন্দে অশেষ চুম্বন করিতেছেন, তিনি আনন্দে দেহস্মৃতিরহিত হইয়াছেন এবং তাঁহার পুলকোদ্গম হইয়াছে। কোন গোপীর লোলকুণ্ডলশোভিত গণ্ডস্থল ছলনাক্রমে স্পর্শ করিয়া চুম্বনদানকালে পরস্পর চর্ব্বিততাম্বুলের বিনিময়ে আপনি বিগলিতভাব প্রাপ্ত হইতেছেন। এই গোপবালার নৃত্যে ও গীতে তাঁহার অঙ্গবলনজনিত ভূষণধ্বনি সুন্দরভাবে তাল রক্ষা করিতেছে। ইনি আপনার অতুলনীয় পদ্মসদৃশ করপদ্ম নিজ বক্ষে ধারণ করিতেছেন। রাসনৃত্যে ক্লান্ত গোপীগণকর্ত্তৃক আপনি পরিবেষ্টিত, নৃত্যে অধিকঘূর্ণনহেতু গোপীগণের শ্রমাধিক্যজনিত ঘর্ম্মবিন্দুদর্শনে আপনি ইঁহাদের প্রতি অতিস্নেহাবিষ্ট হইয়াছেন। সূরিগণ অবধারণপূর্ব্বক আপনার বিমল

যশোরাশির যে মালা রচনা করিয়া থাকেন, আপনি তাদ্দ্বারা শোভিত হন। হে রাসবিহারি! আপনি দশভাবে জয়লাভ করুন॥

অহে শ্রীনিবাস! রাসবিলাস বিস্তার। যমুনাপুলিনে সে শোভার নাহি পার॥ উজ্জ্বল রজনী পূর্ণচন্দ্রের কিরণে। যমুনাসলিলশোভা বর্ণিব কি আনে? এইখানে কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়াগণ সঙ্গে। যমুনায় জলকেলি কৈল নানা রঙ্গে॥ পরমকৌতূকী কৃষ্ণ কুঞ্জক্রীড়ারত। কৈল যৈছে বিশ্রাম তা' বর্ণিবে কে কত? রজনী প্রভাতে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সনে। গৃহে গতি যৈছে তা' বর্ণয়ে বিজ্ঞগণে॥

মহারাসবিলাসে সকল গোপিকার। কৈল মনোরথ পূর্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার॥ শ্রীরাসবিলাসী মহাসুখের আলয়। শুনিলেন এ সব—অভিলাষ পূর্ণ হয়॥ অহে শ্রীনিবাস! কৃষ্ণ ভুবনমোহন। শ্রীরাসবিলাসী রাধিকার প্রাণধন॥ ভুবনমোহিনী রাধা রাসবিলাসিনী। কৃষ্ণপ্রাণপ্রিয় রমণীর শিরোমণি॥ কৃষ্ণসুখ যা'তে তাহা করয়ে সদায়। শ্রীরাধিকা বিনা কৃষ্ণে অন্য নাহি ভায়॥ শ্রীরাধিকা রাধিকার সখীগণ সনে। সদা রাসবিলাসে বিহ্বল বৃন্দাবনে॥

অসংখ্য প্রেয়সী—তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাধা। যেঁহ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ করে সব সাধা॥ লক্ষ লক্ষ অঙ্গনাতে বেষ্টিত হইয়া। বিলসয়ে কৃষ্ণ রাইস্কন্ধে বাহু দিয়া॥ শ্রীরাসবিলাসে শোভা ব্যাপিল ভুবন। হইলেন সঙ্গীতে নিমগ্ন সর্ব্বজন॥ কহিতে কি—সঙ্গীতের রীত চমৎকার। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক—এ সর্ব্বত্র প্রচার॥

সঙ্গীতের সকল বিষয় 'স্ফোটবাদ বিচার' গ্রন্থে বর্ণিত হওয়ায় গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে তাহা এ স্থানে বর্ণিত হইল না।

এ সকল রাগ মূর্ত্তি ধরি, সাক্ষাতে। আপনা মানয়ে ধন্য রাসমণ্ডলেতে॥ নানা রাগ গানে সুখ-সমুদ্র উথলে। কি বলিব শ্রীনিবাস! শ্রীরাসমণ্ডলে॥ গানের তুলনা নাই ভুবন-ভিতর। পরম অদ্ভুত সুধা বর্ষে পরস্পর॥ কৃষ্ণ রাই-মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করি'। প্রকাশয়ে গীতে কত অদ্ভুত চাতুরী॥ সর্ব্বগান্ত-বিশারদ ব্রজেন্দ্রতনয়। প্রেয়সীবেষ্টিত কোটি কন্দর্প মোহয়॥ বাজায়েন বংশী কিবা অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে। ত্রিজগতে শোভার উপমা নাই দিতে॥ মন্দ্র, মধ্য, তারে স্বরালাপ মনোহর। বংশীধ্বনি শ্রবণে বিহ্বল মহেশ্বর॥ গোবিন্দমোহিনী রাধা রসের মূরতি। বাজায়েন অলাবনী-যন্ত্র শুদ্ধরীতি॥ ষড়্‌জ, মধ্যম আর গান্ধার—গ্রামত্রয়। যৈছে গানে ব্যক্ত তৈছে বাদ্যে প্রকাশয়॥ ললিতা কৌতুকে বাজায়েন ব্রহ্মবীণা। শ্রুতি-আদি বাদ্যে প্রকাশিতে যে প্রবীণা॥ বিশাখা-সুন্দরী মহামধুরভঙ্গীতে। বাজায় কচ্ছপী-বীণা নানা ভেদ মতে॥ রুদ্রবীণা বাজায়েন সুচিত্রাসুন্দরী। স্বর-জাতি-প্রভেদ প্রকাশে ভঙ্গি করি'॥ বিপঞ্চী বাজান রঙ্গে চম্পকলতিকা। মূর্চ্ছনা তালাদি প্রকাশেন সর্ব্বাধিকা॥ রঙ্গদেবী বাজায়েন যন্ত্রক বিলাস। তহি কি অদ্ভুত গমকের পরকাশ॥ সুদেবীসুন্দরী রঙ্গে সারঙ্গী বাজায়। নানা রাগ-প্রভেদ, প্রবন্ধ ব্যক্ত তায়॥ বাজান কিন্নরী তুঙ্গবিদ্যা কুতূহলে। করয়ে অমৃতবৃষ্টি শ্রীরাসমণ্ডলে॥ ইন্দুলেখা রঙ্গে স্বরমণ্ডল

বাগায়। স্বরের প্রভেদ ব্যক্ত করয়ে হেলায়॥ শ্রীরাধিকার-সখী সমূহের গণ যত। সবে সর্ব্ব প্রকারে সকল বাদ্যে রত॥ কেহ বায় মর্দ্দল, মৃদঙ্গ সর্ব্বমতে। প্রকাশে অদ্ভুত তাল অশ্রুত জগতে॥ কেহ কেহ মুরজ, উপাঙ্গবাদ্য বায়। যাহার শ্রবণে ধৈর্য্য না রহে হিয়ায়॥ কেহ বায় ডমরু পরম চাতুর্য্যেতে। শিবপ্রিয় ডমরু—এ বিদিত জগতে॥ কেহ কেহ করতালিক বাদ্য বায়। শ্রীরাসমণ্ডল ব্যাপ্ত বাদ্যের ঘটায়॥ শ্রীরাধিকা-সখীসমূহের গণ যত। নানা বাদ্যযুক্তে শোভা কে কহিবে কত॥ সর্ব্ব বাদ্যধ্বনি কি অদ্ভুত এক মেলে। সুধা বৃষ্টি করে যেন শ্রীরাস-মণ্ডলে॥ শ্রীবৃন্দাদেবীর অতি আনন্দ অন্তর। যোগায় অদ্ভুত বাদ্য শাস্ত্র অগোচর॥ রাই-কানু নিমগ্ন হইয়া বাদ্যরসে। করয়ে নর্ত্তন অতি মনের উল্লাসে॥ ললিতাদি সখীর আনন্দ যথোচিত। করয়ে নর্ত্তন—ভেদ জানাই কিঞ্চিৎ। ওহে শ্রীনিবাস! কহিবার সাধ্য নাই। কৃষ্ণ মনোহিত পুষ্পবাটী এই ঠাঁই॥ কি অপূর্ব্ব শোভা এই বনের ভিতর। গুণাতীত লিঙ্গরূপ নাম গোপীশ্বর॥ এই সদাশিব বৃন্দাবিপিন পালয়। ইঁহাকে পূজিলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয়॥ গোপীগণ সদা কৃষ্ণসঙ্গের লাগিয়া। নিরন্তর পূজে যত্নে নানা দ্রব্য দিয়া॥ কহিতে কি পারি যে মহিমা গুরুতর। গোপিকা-পূজিত তেঁই নাম গোপীশ্বর॥ ইন্দ্রাদি দেবতা স্তুতি করয়ে সদায়। বৃন্দাবনে প্রীতি বৃদ্ধি ইঁহার কৃপায়॥ তথাহি—শ্রীমদ্গোপীশ্বরং বন্দে শঙ্করং করুণাময়ম্। সর্ব্বক্লেশহরং দেবং বৃন্দারণ্যরতিপ্রদম্॥ তথাচ স্তবামৃতলহর্য্যাং—বৃন্দাবনাবনিপতে

জয় সোমসোমমৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য। গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে প্রেম প্রযচ্ছ নিরুপাধি নমো নমস্তে॥
—হে বৃন্দাবনক্ষেত্রপাল, হে সুন্দর চন্দ্রশেখর, হে সনন্দন-সনাতন-নারদাদির পূজ্য, হে গোপেশ্বর, তোমার জয় হউক। ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের চরণকমলে নিরুপাধি প্রেম প্রদান কর। তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥

দেখ ব্রহ্মকুণ্ড এই পরম নির্জ্জন। বহু গুল্মলতাবৃত অতি সুশোভন॥ এথা স্নান একরাত্রি উপবাস কৈলে। গন্ধর্ব্বাদি সহ ক্রীড়া করে কুতূহলে॥ প্রাণত্যাগ হৈলে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মাকুণ্ড-মহিমা পুরাণে ব্যক্ত হয়॥ তথা বরাহে—ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরপার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ অশোকবৃক্ষ অবস্থিত আছে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে মধ্যাহ্ন সময়ে আমার ভক্তগণের সুখাবহ সেই তরুর পুষ্পোদ্গম হয়। শুদ্ধ ভাগবত-জন ব্যতীত কেহ তাহা জানে না।

এথা বৃন্দাদেবী মনোবৃত্তি প্রকাশিল। নারদমুনির মনোরথ পূর্ণ কৈল॥ ওহে শ্রীনিবাস! এই 'বেণুকূপ' হয়। এথা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌতুক অতিশয়॥ প্রিয়াগণ তৃষ্ণাযুক্ত কৃষ্ণ তা জানিয়া। ভূমিতলে দিলা দৃষ্টি বেণু করে লৈয়া॥ বেণু ফুকিতেই শব্দ প্রবেশে পাতালে। অকস্মাৎ হৈল কূপ পরিপূর্ণ জলে॥ সবে জল পান করি প্রশংসে কৃষ্ণেরে। বেণুকূপ নাম তেঞি বিদিত সংসারে॥ ওহে শ্রীনিবাস। কালিদমনের দিনে। দাবানল পান কৃষ্ণ কৈলা এইখানে॥ এই দাবানল স্থান যে করে দর্শন। সংসার-দাবাগ্নি হৈতে হয় বিমোচন॥ এই

শ্রীগোবিন্দস্বামি-তীর্থ মহোত্তম। দেখহ অপূর্ব্ব শোভা নাহি যার সম॥ এথা স্নান কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ। এথা গোবিন্দের অতি অদ্ভুত বিলাস॥ তথাহি সৌরপুরাণে—বাসুদেব কৃষ্ণের গোবিন্দস্বামিতীর্থনামে অত্যন্ত দুর্ল্লভ পরমোত্তম তীর্থ আছে। তথায় গোবিন্দস্বামি-নামক অর্চ্চারূপী অচ্যুত বাস করেন। সাধুগণ তথায় স্নান ও তাঁহাকে অর্চ্চন করিয়া মুক্তি (স্বরূপপ্রাপ্তি) ইচ্ছা করেন॥

শ্রীবৃন্দাবনান্তর্গত দ্বাদশ বন—শ্রীবৃন্দাবনে পঞ্চক্রোশীর মধ্যে আবার পৃথগ্‌ভাবে দ্বাদশটী বন বিরাজিত রহিয়াছে। (১) **অটলবন**—শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণভাগে, এখানে অটলবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও অটল-তীর্থ আছেন। ভোজন-স্থলীতে শ্রীকৃষ্ণ যাজ্ঞিক-বিপ্রপত্নীগণের সেবা-প্রবৃত্তি কিরূপ'অটল'তাহা প্রকাশ করেন। (২) **কোবারিবন**—অটলবনের উত্তর-পশ্চিমে ও কালীয়-হ্রদের প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরবর্ত্তী স্থানে, সুপ্ত ব্রজবাসিগণ কংস-ভীতি ও ভাবী-বিরহতাপরূপ—দাবানল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া 'কো নিবারি' ? অর্থাৎ "অগ্নি' কে নিবারণ করিয়াছেন ?" বলিয়াছিলেন বলিয়া এই বনের এই নামকরণ হইয়াছে এবং অগ্নি-নির্ব্বাপণের স্থান 'দাবানল-কুণ্ড' নামে পরিচিত হইয়াছে। (৩) **বিহারবন**—শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিহার স্থান, এখানে 'রাধা-কূপ' আছে। (৪) **গোচারণবন**—(বিহার-বনের পশ্চিম প্রান্তে পুরাতন যমুনা তটে) শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-স্থান। এখানে বরাহদেব ও গৌতমমুনির তপস্যা-স্থান আছে। (৫) **কালীয়বন**—গোচারণের উত্তরে অবস্থিত। পুরাতন

কদম্ব-বৃক্ষ, যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়-হ্রদে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। (৬) গোপালবন (কালীয়বনের উত্তরে) শ্রীনন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলার্থে ব্রাহ্মণগণকে গো-দান করিয়াছিলেন (৭) নিকুঞ্জবন বা সেবাকুঞ্জ—শ্রীরাধা-গোবিন্দের বিহারস্থলী। (৮) নিধুবন—(নিকুঞ্জবনের উত্তরভাগে) শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্য অপ্রাকৃত বিলাস-ক্রীড়ার স্থান। (৯) রাধাবন বা রাধাবাগ—শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ব্বোত্তর-ভাগে যমুনার তটে বিরাজিত। (১০) ঝুলনবন—রাধাবাগের দক্ষিণে শ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলন-লীলা-স্থলী। (১১) গহ্বরবন—ঝুলনবনের দক্ষিণে দান-লীলার স্থান-বিশেষ। (১২) পপরবন—গহ্বরবনের দক্ষিণে, এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপগোপীগণকে বদ্রী-নারায়ণ দর্শন করান।

বৃন্দাবনের তিনটী বট—(১) বংশীবট—বৃন্দাবনের পূর্ব্বে যমুনার তীরে। রাসলীলার রাত্রে এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ বংশীরবে গোপীকাগণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ, মধুপণ্ডিত এখানে গোপীনাথ-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। (২) অদ্বৈতবট—মদন-মোহনের পুরাতন-মন্দিরের পূর্ব্বভাগে প্রাচীন-যমুনার তীরে। কথিত হয় যে,—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু এইস্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন। (৩) শৃঙ্গারবট—অপর নাম 'নিত্যানন্দবট'। যমুনার তীরে অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার শৃঙ্গারের দ্বারা সুবলাদির উল্লাস বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর উপবেশন স্থান। দুইটী পুলিন—(১) যমুনা-পুলিন —রাধাবাগের পূর্ব্বাভিমুখে যমুনার দুইধারার মধ্যস্থ স্থান।

(২) রাস-পুলিন—ধীরসমীর ও রাধাবাগের মধ্যে অবস্থিত।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহ—(১) শ্রীমদনমোহন—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সেব্য। সেই শ্রীমদনমোহনদেব বর্ত্তমানে কারৌলিতে আছেন। (২) শ্রীরাধাগোবিন্দ—শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুর সেব্য বিগ্রহ। বর্ত্তমানে জয়পুরে আছেন। (৩) শ্রীগোপীনাথ—শ্রীমধুপণ্ডিতের সেব্য বিগ্রহ। শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বংশীবটের সন্নিকটস্থ যমুনা-পুলিনে আবিষ্কৃত হন এবং শ্রীমধুপণ্ডিতকে সেবার অধিকারী করেন। রায়সিংহ মন্দির করিয়া দেন। বর্ত্তমানে জয়পুরে আছেন। তিন মন্দিরেই বর্ত্তমানে প্রতিভূ শ্রীবিগ্রহ পরবর্ত্তি-কালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজিত আছেন। (৪) শ্রীরাধা-দামোদর—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর সেব্যবিগ্রহ। শৃঙ্গার-বটের নিকট ও যমুনার সন্নিকটে অবস্থিত। শ্রীল সনাতন গোস্বামী যে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলাটী পরিক্রমা করিতেন, সেই শ্রীশিলাই বর্ত্তমানে এস্থানে পূজিত হইতেছেন। (৫) শ্রীরাধা-রমন—শ্রীগোপালভট্টের সেব্য-বিগ্রহ। শ্রীশালগ্রাম হইতে প্রকটিত শ্রীবিগ্রহ। শ্রীমূর্ত্তির বামভাগে রজতমুকুট শ্রীমতীর শ্রীমূর্ত্তিরূপে বিরাজমান। (৬) শ্রীরাধাবিনোদ—শ্রীল লোকনাথ প্রভুর আবিষ্কৃত ও সেব্য বিগ্রহ। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর ভজনস্থলী ছত্রবনে কিশোরী-কুণ্ড হইতে প্রকটিত হ'ন। বর্ত্তমানে জয়পুরে সেবিত হইতেছেন। (৭) শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শ্রীরাধাকুণ্ডতটে সেবিত শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমানে এস্থানে শ্রীরাধাবিনোদের পুরাতন-মন্দিরের

পার্শ্বে আনীত ও পূজিত হইতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে যে 'শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা' প্রদান করিয়াছিলেন; তাহা এস্থানে সেবিত হইতেছেন। (৮) শ্রীরাধামনোমোহন—শ্রীথানেশ্বরী জগন্নাথের (শ্রীকুরুক্ষেত্রের সন্নিকটস্থ থানেশ্বরের) প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ। শ্রীমদনমোহনের মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে বর্ত্তমানে পূজিত হইতেছেন। (৯) শ্রীরাধামাধব—শ্রীজয়দেবগোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ; ভ্রমর-ঘাটের নিকট। (১০) শ্রীগোপালজী—শূন্য মন্দির, শ্রীবিগ্রহ সাক্ষীগোপাল নামে উড়িষ্যায় সত্যবাদীতে সেবিত হইতেছেন। (১১) শ্রীশ্যামসুন্দর—শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত ও সেবিত শ্রীবিগ্রহ নিকুঞ্জবনের সন্নিকটে শ্রীমন্দিরে অবস্থিত। সমাধি-স্থান—(১) শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সমাধি—শ্রীমদন-মোহনের মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে। (২) শ্রীল রূপ ও শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভুর সমাধি—শ্রীরাধা-দামোদরের শ্রীমন্দিরের সন্নিকট। (৩) শ্রীল মধুপণ্ডিতের সমাধি—শ্রীগোপীনাথজীর মন্দিরের সন্নিকট। (৪) শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর সমাধি—শ্রীরাধারমন ঘেরায়। (৫) শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সমাধি—শ্রীগোকুলানন্দে। (৬) শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর সমাধি; ছয় চক্রবর্ত্তীর সমাধি ও অষ্ট কবিরাজের সমাধি—চৌষট্টিমহান্তের সমাজের নিকট অবস্থিত। (৭) শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর ও রামচন্দ্র কবিরাজের সমাধি—ধীরসমীরে অবস্থিত (৮) শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভুর সমাধি—শ্রীশ্যাম সুন্দরের সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। (৯) শ্রীল প্রবোধা-

নন্দ সরস্বতী ঠাকুরের সমাধি—কালীয়দহে বিরাজিত **দ্বাদশবন**—যমুনার পশ্চিমে—(১) মধুবন, (২) তালবন, (৩) কুমুদবন, (৪) বাহুলাবন, (৫) কাম্যবন, (৬) খদিরবন ও (৭) বৃন্দাবন। পূর্ব্বভাগে—(১) ভদ্রবন, (২) ভাণ্ডীরবন, (৩) বেলবন, (৪) লৌহবন এবং (৫) মহাবন। **চব্বিশ উপবন** (১) গোকুল, (২) গোবর্দ্ধন, (৩) বর্ষান, (৪) সঙ্কেত, (৫) নন্দীশ্বর বা নন্দগ্রাম, (৬) পরমাদরা, (৭) আড়িং, (৮) শেষশায়ী, (৯) মাটবন, (১০) উঁচাগাঁও, (১১) খেলনবন, (১২) শ্রীরাধাকুণ্ড, (১৩) গন্ধর্ব্ব-বন, (১৪) পরাসৌলি, (১৫) বিলছু, (১৬) বাচ্‌বন, (১৭) আদি-বদ্রী, (১৮) করালা, (চন্দ্রাবলীর স্থান) (১৯) আঁজনখ, (২০) কোকিলাবন, এখানে শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের ন্যায় ধ্বনি করিয়া শ্রীমতীর সহিত মিলিয়াছিলেন। (২১) পিয়াসো, (২২) দধিগাঁও, (২৩) কোটবন, (২৪) রাভেল—শ্রীমতীর জন্মস্থান বলিয়া কথিত। **শ্রীব্রজমণ্ডলের পঞ্চ পর্ব্বত**—(১) গোবর্দ্ধন, (২) বর্ষাণ, (৩) নন্দীশ্বর, (৪) বড় চরণপাহাড়ী (বৈঠানে), (৫) ছোট চরণপাহাড়ী। **শ্রীব্রজমণ্ডলের সপ্ত সরোবর**—(১) মানস-সরোবর, (২) কুসুম-সরোবর, (৩) চন্দ্র-সরোবর (পৈঠোগ্রামে) (৪) প্রেম-সরোবর, (৫) নারায়ণ-সরোবর (৬) পাবন-সরোবর, (৭) মান-সরোবর—বেলবনের ৩॥ মাইল পূর্ব্বে। **সপ্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন**—(১) নন্দগ্রামে, (২) সুরভী-কুণ্ডতটে, (৩) শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরির তলদেশে, (৪) গোবর্দ্ধন-গিরির শিখরে, (৫) হস্তিপদ-সমীপে, (৬) বড় চরণপাহাড়ীর উপর ও (৭) ছোট চরণপাহাড়ীর উপর। **সপ্ত বলদেবমূর্ত্তি**—

(১) বিলাসবনে, (২) আড়ীঙ্গে, (৩) নন্দগ্রামে, (৪) উঁচাগাঁওয়ে, (৫) নরীসেমৃরীতে, (৬) জিখিন-গ্রামে ও (৭) ডোঁডাপালে। ছয়টী ঝুলনের স্থান—(১) গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতে, (২) সঙ্কেতে, (৩) শ্রীরাধাকুণ্ডে, (৪) করহলা-গ্রামে, (৫) আঁজনোখে ও (৬) শ্রীবৃন্দাবনে। ছয়টী দানলীলার স্থান—(১) গোবর্দ্ধনে, (২) দানঘাটীতে, (৩) করহলাতে, (৪) কদমখণ্ডীতে, (৫) গহ্বর-বনেও (৬) সকৃরী খোটে। নয়টী ক্ষেত্রপাল-মহাদেব-মূর্ত্তি—(১) গোপেশ্বর, (২) ভূতেশ্বর, (৩) গোকর্ণেশ্বর, (৪) রঙ্গেশ্বর, (৫) কামেশ্বর, (৬) হতরেশ্বর, (৭) নন্দীশ্বর (৮) চকলেশ্বর ও (৯) বৃদ্ধেশ্বর বা বুড়োবাবা (গৌঃ ১১।১৪৫—১৫৪)।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দ্বাদশবন পরিভ্রমণ করিয়া পূর্ব্ব-লীলাস্মরণে মহাপ্রমাবেশে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। যথায় মহাপ্রভু বিজয় করেন অসংখ্যলোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া যায় এবং তাঁহারাও যাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া কৃষ্ণনাম করিতে উপদেশ দেন তাঁহারাও কৃষ্ণনামে মত্ত হইয়া যান। মহাপ্রভু লোক-ভীড় ভয়ে অক্রুরতীর্থে একান্তে রহিলেন। কিছুদিনে তথায়ও লোক-ভীড় হওয়ায় মহাপ্রভু বৃন্দাবনে চীরঘাটে স্নান করিয়া দ্বাপর-যুগের পুরাতন তেঁতুলতলায় আসিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। বর্ত্তমানে তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীপাদ গোস্বামিমহারাজের সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। তৃতায় প্রহরে মহাপ্রভু অসংখ্য লোককে দর্শন দান করিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ করিতেন। একদিন যমুনার অপরপারে

নিবাসী কৃষ্ণদাস রাজপুত স্বপ্ন-দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেন। তিনি গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া মহাপ্রভুর নিকট রহিলেন।

সেই সময়ে তথায় জনরব উঠিল—"কৃষ্ণ প্রকট হইয়া কালিয়দহে কালিয়শিরে নৃত্য করিতেছেন, কালিয়শিরে ফণি-রত্ন জ্বলিতেছে।" বহু লোক বিবর্ত্ত-গর্ত্তে পড়িয়া তাহাই কৃষ্ণ-দর্শন মনে করিতে লাগিল। কিন্তু সত্যসত্যই মহাপ্রভুকে দেখিয়া তাঁহাদের কৃষ্ণদর্শন হইতেছে। সরলবুদ্ধি মহাপ্রভুর সঙ্গী ভট্টেরও সেই বিবর্ত্ত-ভ্রম কবলিত করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে রক্ষা করিয়া বলিলেন—"কৃষ্ণ কলিকালে কেন দর্শন দিবেন? মূর্খলোক ভ্রমক্রমে কোলাহল করিতেছে। তুমি স্থির হইয়া থাক।" তৎপরদিবস সমাগত শিষ্টলোক আসিয়া বলিলেন—"রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকায় চড়িয়া কালিয়দহে মৎস্য মারে,—আলো জ্বালিয়া। দূর হইতে নৌকাতে—কালিয়-জ্ঞান, দীপে—রত্ন-জ্ঞান ও জালিয়ারে—কৃষ্ণ-ভ্রমে মূঢ় লোক বিবর্ত্ত-বুদ্ধিতে উক্ত জনরব উঠাইয়াছে। কিন্তু বৃন্দাবনে "শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন—ইহা সত্য, লোক কৃষ্ণ-দর্শন পাইতেছে তাহাও সত্য কথা।" মহাপ্রভু কহিলেন—"কোথায় লোক সত্য-সত্য কৃষ্ণ-দর্শন পাইল।" তাঁহারা কহিলেন,—"আপনি কৃষ্ণ আপনাকে দর্শন করিয়া লোক নিস্তার পাইল।" "প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' ইহা না কহিবা! জীবধামে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা!!" মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ আপনাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া, মুখে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া থাকেন। স্মার্ত্ত প্রথায়, গৃহস্থ

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই সেই সন্ন্যাসীকে দেখিলে 'নারায়ণ'-জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থাকেন, এই ভ্রম-প্রথা-নিবারণের জন্য মহাপ্রভু কহিলেন,—সন্ন্যাসী জীব বই আর কিছুই নয় ; তিনি কখনই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণসূর্য্য-সম হইতে পারেন না। তিনি চিৎকণ-মাত্র, অতএব জীব কৃষ্ণ-সূর্য্যের কিরণ-কণা-সম, তাঁহাকে কখনও 'নারায়ণ' বলিয়া প্রণাম করা উচিত নয়। জীব, মুক্ত ও বদ্ধ, সর্ব্বাবস্থাতেই—মায়াধীশ পরমেশ্বর নারায়ণের 'নিত্যবশ্য' বলিয়া কখনও নারায়ণ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন না ; যিনি জীবকে বিষ্ণুর সহিত 'সমান' বা 'এক' বলেন বা জ্ঞান করেন, তিনি—মায়াবাদী, অপরাধী। "ঈশ্বর—সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ এবং 'হ্লাদিনী' ও 'সম্বিৎ'-শক্তি দ্বারা আশ্লিষ্ট, কিন্তু জীব সর্ব্বদাই স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যাদ্বারা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশ সমূহের আকর।" ভাঃ ১।৭।৫-৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামী বাক্য। এবং "যিনি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে 'সমান' করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চই 'পাষণ্ডী'। (বৈষ্ণবতন্ত্র বচন)॥

কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাব এত বড় যে—তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীতেও তাঁহাদের চিত্তে মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্তাতে কোন প্রকার সংশয় আসিল না। তাঁহাদের জিহ্বায় তখন শুদ্ধাসরস্বতী শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা-সম্বন্ধে দৃঢ়-বিশ্বাসসূচক স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন,—"লোকে কহে,—তোমাতে কভু নহে 'জীব' মতি। কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি-প্রকৃতি॥ 'আকৃত্যে' তোমারে দেখি

'ব্রজেন্দ্র-নন্দন'। দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন॥ মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধে, তবু না লুকায়। 'ঈশ্বর-স্বভাব' তোমার ঢাকা নাহি যায়॥ অলৌকিক 'প্রকৃতি' তোমার—বুদ্ধি-অগোচর। তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল॥ স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ, আর 'চণ্ডাল', 'যবন'। যেই তোমায় একবার পায় দরশন॥ কৃষ্ণনাম লয় নাচে হঞা উন্মত্ত। 'আচার্য্য' হইল সেই, তারিল জগৎ॥ দর্শনের কার্য্য আছুক, যে তোমার 'নাম' শুনে। সেই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তারে ত্রিভুবনে॥ তোমার নাম শুনি' হয় শ্বপচ 'পাবন'। অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন॥ এইমত মহিমা—তোমার 'তটস্থ'-লক্ষণ। 'স্বরূপ'-লক্ষণে তুমি—'ব্রজেন্দ্রনন্দন'॥ সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল। কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত লোক নিজ-ঘরে গেল॥ চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১৭—১২৭)। (অন্যবস্তুর সহিত তুলনা না করিয়া যে 'স্বতঃসিদ্ধ লক্ষণে' বস্তু পরিচিত হয়, তাহাই তাহার 'স্বরূপ'-'লক্ষণ'; অন্যবস্তুর সহিত তুলনা করিয়া, যে লক্ষণে বস্তুর নিজ-পরিচয় সাধিত হয়, সেই লক্ষণকে 'তটস্থ' বলে।)॥ এই প্রকারে কিছুদিন অক্রূর-তীর্থে থাকিয়া লোকোদ্ধার করিতে লাগিলেন। মথুরার সকল সজ্জন মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। একদা দাক্ষিণাত্যের এক কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ আসিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিলেন।

একদিন মহাপ্রভু অক্রূর-ঘাটে বসিয়া প্রভুর ঐশ্বর্য্য-পূজক অক্রূরের ও মাধুর্য্য-সেবক ব্রজবাসীর স্ব-স্ব অধিকারোচিত ধাম-দর্শনের বিচার করিয়া মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা স্মরণে তথায় জলে ঝাঁপ দিলেন। ভট্টাচার্য্য শীঘ্র মহাপ্রভুকে উঠাইলেন। তখন

ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণদাসের সহিত পরামর্শ করিলেন— জনসঙ্ঘ, ভিক্ষা-দৌরাত্ম্য ও প্রভুর সর্ব্বদা প্রেমাবেশ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; এমতাবস্থায় বৃন্দাবনে বেশীদিন থাকা সমীচীন নহে। তখন ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিয়া যাহাতে 'প্রয়াগে মকরে 'মাঘ-স্নান' করিতে যা'ন তজ্জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। এখানে ভট্টাচার্য্যের বিচারের দুই প্রকার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। (১) স্বয়ং ভগবান্ ঔদার্য্যবিগ্রহ মহা-প্রভুর সাক্ষাৎ সেবা করিয়াও ও তাঁহাকে সেবায় তুষ্ট করিয়াও অজ্ঞলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া কালিয়দহে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে ব্যাকুলতা কেন আসিল? অথচ অন্যলোক যাঁহারা মহাপ্রভুর সাক্ষাৎভাবে কোন প্রকার সেবা করিবার সুযোগ না পাইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুতে শ্রীকৃষ্ণ-বুদ্ধি হইল কি প্রকারে? (২) কর্ম্মনিষ্ঠ-গণের প্রয়াগে মাঘ-স্নানের বিশেষ রুচি দেখা যায়; কিন্তু মহাপ্রভুর সাক্ষাৎসেবা করিয়াও কর্ম্মনিষ্ঠগণের বিচার—মাঘ-স্নান বা প্রয়াগ-ক্ষেত্র বৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান (?) ভট্টাচার্য্যের কি প্রকারে হইল? তদুত্তরে—"সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের তীর্থ-দর্শনাভিনয়—তীর্থকে পবিত্র করিবার জন্য। তাঁহার প্রয়াগে মাঘ-স্নান স্মার্ত্ত-বিচারের অনুগত হইয়া করিবার আদৌ আবশ্যকতা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ-লীলায়ও বিষয়-বিগ্রহস্বরূপে পৃথক্ভাবে এবং শ্রীআশ্রয়-বিগ্রহস্বরূপে যে মাধুর্য্য-লীলা আস্বাদন ও প্রদানের যে অভাব ছিল; সেই বাঞ্ছা-প্রপূরণার্থেই শ্রীগৌরাবতারের মাহাত্ম্য। তাহা আস্বাদন ও মহাবদান্য-লীলায় সেই অনর্পিত-

চর প্রেম-সম্পদ প্রদানার্থে এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলার পরিশিষ্ট-লীলা আস্বাদন ও প্রদানার্থে তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন দর্শন-লীলা। আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত বিপ্রলম্ভময়ী গৌর-লীলা-প্রকটে তাহা পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন ও বিতরণ-বৈশিষ্ট্য। তাঁহার জগৎ-জীবকে সেই অমূল্য মহারত্ন প্রদানে মহাধনী করিবার জন্য এই ভ্রমণ-বিলাস। অচিন্ত্য-অনন্ত-মহাশক্তি-প্রভাবে তাঁহার সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা সকলই সম্ভব। তিনি যেস্থানেই থাকুন সেই স্থানই গোলোক। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি-সম্বর্দ্ধিত শ্রীযোগমায়া তাঁহার ইচ্ছা প্রপূরণার্থে সকল সমাধান ও যোগাযোগ করেন। তাই আজ শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যের উপর ইচ্ছাশক্তির আবেশে তাঁহাকে প্রয়াগে লইবার ইচ্ছা হইল। তাহাতে শ্রীভট্টাচার্য্যের স্বতন্ত্র নিজেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী কোন বাসনা ছিল না। শ্রীগৌর-সুন্দরের জগৎ-উদ্ধার-কার্য্যের জন্য এবং প্রেম-পরাকাষ্ঠা প্রকাশের জন্য আবির্ভাব-লীলা। শ্রীঅক্রূরঘাটে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের সমাবেশরূপ অত্যদ্ভুত সম্মিলন-আস্বাদনস্থানে তটস্থ-বিচার আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-লীলার মাধুর্য্যাস্বাদনসহ শ্রীগৌরাবতারের ঔদার্য্য-ভাব স্ফূরিত হইয়া সেই লীলারসে মগ্ন হইলে শ্রীযোগমায়া ভট্টাচার্য্যের হৃদয়ে প্রেরণা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই করুণ-হৃদয় প্রভুর মহাকারুণ্যময় প্রেম-প্রদান-লীলার ঔদার্য্যময় বিতরণেচ্ছা-সম্ভূত লীলা-প্রকটনার্থে ভট্টাচার্য্যের হৃদয়ে প্রেরণা প্রদান করিয়া ভক্তবৎসল প্রভুর তাহা অঙ্গীকার-চেষ্টা প্রকাশিত হইল। বিশেষতঃ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ-গোস্বামী নিজ অন্তরঙ্গ পার্ষদগণকে নিজাভীষ্ট স্থাপনার্থে শক্তি-

সঞ্চার ও প্রেরণা দান করা তাঁহার এই মহাবদান্য ঔদার্য্য-লীলার মহা-বৈশিষ্ট্য ; যাহা শ্রীবৃন্দাবনে নিজে আস্বাদন করিয়া তাঁহার মহা-মাহাত্ম্যে মগ্ন হইয়া উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন। তাহা জগৎকে সম্প্রদান-ক্ষেত্ররূপ শ্রীসনাতন-রূপ-হৃদয়ে প্রেরণা দ্বারা স্থাপিত করিয়া প্রেমরত্ন-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া নিজেরও শ্রীমূলআশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত থাকিয়াও সর্ব্বশক্তি যেখানে প্রগতিশীলতা-ব্যবহার অপারগের ন্যায় অযোগ্যতা স্ফূর্ত্তির মহা-সৌন্দর্য্য আস্বাদনে স্তব্ধীভূত ও স্তম্ভিত করিয়া প্রেমবৈচিত্ত্য আস্বাদনে মগ্ন করিতেছিল। তাহা নিজ অন্তরঙ্গ পার্ষদপ্রবরের দ্বারা অভিনবভাবে প্রকটন ও বিতরণার্থে তাঁহাদিগকে পতিতপাবনী নিজ পাদোদ্ভবা গঙ্গা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা-সহচরী ও প্রকট বিধায়িত্রী যমুনা এবং গুপ্তাসরস্বতী—সন্ধিনী-হ্লাদিনী-সম্বিদের অপূর্ব্ব মিলনক্ষেত্র ও অপরাধক্ষালনী শক্তি-ধারিণী (ছোট হরিদাসকে অপরাধ হইতে উদ্ধার করিয়া পার্ষদত্বের গতিদায়িণী) মহাশক্তি প্রসারণী নিজ-কৃপাদ্বারা কার্য্যক্ষম করিবার কৌশল বিস্তার। শ্রীরূপানুগ-ভজন-কৌশল ও মহারত্ন—অপরাধী জীবগণেরও অপরাধ-মোচনান্তে সেই মহা-মাহাত্ম্য, মহতাদপিমহৎ প্রেমরত্নালি প্রদানক্ষেত্রে ও আশ্রয়ে সঞ্চারিত ও তাঁহদের রূপানুগত্বের মহাশক্তির ও কৃপা-বিতরণের সুকৌশল। শ্রীরামানন্দ রায়ের হৃদয়ে সঞ্চারিত তাঁহার ভাব-মাধুর্য্যে বিভাবিত মহা-মহারত্নরাজি আবার শ্রীরূপানুগত্বের সনাতনত্বের চরমপরাকাষ্ঠা-ভাবে বিভাবিত করিয়া নিজেরও প্রদান-অক্ষমতা-উপলব্ধিভাবে মহোজ্জ্বল

মহারত্নাবলীর বিতরণ ভার অর্পিত করিবার প্রবল ইচ্ছা সম্পাদনার্থে ভট্টাচার্য্যের হৃদয়ে ঐ প্রকার প্রেরণা প্রদান। ইহা শ্রীভগবানের ইচ্ছাশক্তির আবেশের কার্য্য হওয়ার ভট্টাচার্য্যের কোন দোষ হয় নাই। নচেৎ সর্ব্বাচার্য্য সর্ব্বদোষ-সংশোধক প্রভু বলিলেন—"যে তোমার ইচ্ছা, আমি সেই ত' করিব। যাঁহা লঞা যাহ তুমি, তথায় যাইব॥" এই উক্তির মধ্যে অন্তরে এতগুলি গুপ্ত অভিপ্রায় নিহিত ছিল। শ্রীরূপানুগের মহামহা-মাধুর্য্যরত্ন বিতরণেচ্ছা প্রকটনার্থে তাঁহাকে ব্যাকুলিত করিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-ব্যাপারের মধ্যে "শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ পরিচর্য্যারূপী সুষ্ঠুসেবা করিয়াও প্রসঙ্গরূপীয়-সেবার অত্যাবশ্যকীয়তা ও মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে ভট্টাচার্য্যের কালীয়দহে কৃষ্ণ-দর্শনাগ্রহ (?) ইচ্ছা প্রকাশ। এতদ্দ্বারা জগৎজীবকে উক্ত সেবা-বৈশিষ্ট্য এবং প্রসঙ্গরূপা ও পরিচর্য্যারূপা সেবার ও শ্রী-ভগবানের সঙ্গে থাকিয়াও যেন প্রাকৃত বুদ্ধি না আসে ও তাহার কি কি বাধা-বিঘ্ন আসিতে পারে, তাহা শ্রীরূপানুগ হইবার পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া তবে শ্রীরূপানুগত্যের পরম বিশুদ্ধতা ও পরমোজ্জ্বল মহারত্নের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্য প্রকাশ-লীলা। সাধক জীবের পক্ষে শ্রীভট্টাচার্য্যের বিচারের আনুগত্য-কারীকে শোধিত করিবার এক অভূতপূর্ব্ব ও অত্যাবশ্যকীয় কৌশল বিস্তার।

ব্রজে নানা লীলা শুনি মাধুর্য্যাদি যত। ব্রহ্মাদি-অগম্য আনে জানিব বা কত॥" স্তবাবলি ব্রজবিলাসে ১০৪—ব্রহ্মা, নারদ,

শিব এবং উত্তম প্রেমিকভক্তগণ যাঁহার উচ্ছলিত-মাধুরী শীঘ্র উত্তমরূপে জানিতে পারেন না ; কিন্তু একমাত্র বলদেব এবং তন্মাতা রোহিণীদেবী এবং প্রেমবশতঃ উদ্ধব যাঁহাকে যথার্থ জানেন, আমি সেই বৃন্দাবনের মহিমা কি বর্ণন করিব ?

সর্ব্বচিত্তাকর্ষ এই দ্বাদশ কানন। ভূমিগত হৈয়া ভক্ত বন্দে অনুক্ষণ।' ঐ ৯৮ম শ্লোক—গন্ধোন্মত্ত ভৃঙ্গকুলরূপ সেনাসমূহ-দ্বারা যাহার পুষ্পরাশি সংঘৃষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ শোভমান কল্পলতা ও বৃক্ষগণদ্বারা যাহাদিগের অত্যন্ত শোভা হইতেছে, বিস্তৃত তড়াগ, পর্ব্বত ও নদীগণে যাহারা সুশোভিত সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম দ্বাদশ বনকে আমি বারম্বার বন্দনা করি॥

ঐ ১০৫—আমি প্রেমসমুদ্রে স্নাত হইলেও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ভগবদ্ধামে সজ্জনের সঙ্গেও ক্ষণমাত্র বাস করিব না। কিন্তু, ব্রজবাসিগণের মধ্যে যে-কোন প্রেম-শূন্য ব্যক্তির সহিত যদি বৃথালাপ করিতে হয় তাহা করিয়াও আমার প্রতিক্ষণ আসক্তিপূর্ব্বক নিত্যই ব্রজে বাস হউক॥

ঐ ১০২ শ্লোক—যৎকিঞ্চিত্তৃণগুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরং। শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে।—ব্রহ্মা প্রভৃতি উদ্ধবাদি পর্য্যন্ত সকলেরই প্রার্থনীয় শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র বহু বাক্যদ্বারা যাহা সুস্পষ্টরূপে বারম্বার প্রতিপাদিত করিয়াছেন এবং যাঁহারা কৃষ্ণলীলার অনুকূল, কৃষ্ণপ্রিয় ও সর্ব্বানন্দময়, সেই যৎকিঞ্চিৎ তৃণ-গুল্ম-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি গোষ্ঠস্থ সমস্তকে আমি সাগ্রহে

বন্দনা করি॥

ঐ ১০৩ শ্লোক—"আমি নিরন্তর হে রাধে! হে কৃষ্ণ! এই বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপপূর্ব্বক গোবর্দ্ধনের নিকট পরিভ্রমণ করিতে করিতে এবং কোন কোন স্থানে প্রেমবিবশতা-হেতু-স্খলিত হইতে হইতে কবে আমি ব্যাকুলিতচিত্তে উচ্ছলিত নয়নদ্বয়ের সলিলধারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থান-সকলকে সিঞ্চিত করিব?"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—"দেববাঞ্ছিত অতিদুর্ল্লভ মানুষজন্ম লাভ করিয়াও যে সকল ব্যক্তি গোবিন্দকে আশ্রয় করিল না, তাহারা চিরতরে নিজকে বঞ্চিত (পাতিত) করিল। যাহারা শ্রীগোবিন্দ-পদযুগলে বিমুখ, ত্রিভুবনে অধম সেই ব্যক্তি সকল দর্শন ও আলাপের অযোগ্য॥"

তথাচ—দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং। রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ —"হিন্দোলস্থিত গোবিন্দ, দোলমঞ্চস্থ মধুসূদন এবং রথে বামনদেবকে দর্শন করিলে মানবের পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ তথাহি আদিবারাহে—"যে সকল ব্যক্তি মনোযোগের সহিত মথুরার মাহাত্ম্য শ্রবণ ও পাঠ করেন তাঁহারা পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন এবং মাতৃপিতৃ উভয় পক্ষের দুইশত কুল উদ্ধার করেন॥" শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতী বিরচিত শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত-গ্রন্থ তৎকৃত শ্রীনবদ্বীপ-শতকের ন্যায়ই সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন থাকায় গ্রন্থকারকৃত শ্রীধাম-নবদ্বীপ-দর্শনের শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত পদ্যানুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরে শ্রীধাম বর্ণন। (শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা)

চিৎ ও অচিতের অতীত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার চিচ্ছক্তি হইতে আবিষ্কৃত চিদ্ধামের

নাম বৈকুণ্ঠ, অর্থাৎ দেশকালাতীত চিংস্বরূপগণের নিত্যাবস্থান। তাঁহার জীবশক্তি হইতে চিং-কণ নির্ম্মিত নিত্যসিদ্ধ জীবসকল তাঁহার লীলোপকরণ। সেই নিত্যসিদ্ধগণাশ্রিত বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণচন্দ্র নিত্যলীলাপরায়ণ হইয়া নিত্য বিরাজমান আছেন। সেই কালাতীত তত্ত্বে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কিছুই প্রয়োগ করা যায় না, কিন্তু অবস্থান-ভাবটী বদ্ধজীবের হৃদয়ে ও দেশ-কাল-নিষ্ঠ হওয়ায় আমাদের সমস্ত রচনায় ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান প্রয়োগ নিতান্ত অনিবার্য্য। তিনি সর্ব্বদা চিদ্বিলাসরসে মত্ত, সর্ব্বদা চিৎকণরূপ সিদ্ধ জীবগণের দ্বারা অন্বিত, সর্ব্বদা চিদ্গত বিশেষধর্ম্মপ্রসূত-ভাবসকলে প্রসক্ত এবং সর্ব্বজনের প্রিয়-দর্শন। চিৎকণস্বরূপ নিত্যসিদ্ধ জীবগণ ও সর্ব্বচদাধার কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে পরস্পর বন্ধনসূত্ররূপ একটী পরম চমৎকার চিদন্বয় তত্ত্ব লক্ষিত হয়; তাহার নাম প্রীতি। সেই তত্ত্ব জীব-সৃষ্টির সহিত সহজ থাকায় তাহা অগত্যা স্বীকর্ত্তব্য। ইহাতে স্বাধীনতা না থাকিলে জীবের উচ্চোচ্চ-রস-প্রাপ্ত্যধিকার সম্ভব হয় না। অতএব তাহাদিগকে স্বাধীন-চেষ্টার পুরস্কার-প্রদান-জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে কার্য্যাকার্য্য বিচারে স্বতন্ত্রতারূপ অধিকার দিলেন। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জীবদিগের মধ্যে ভগবদ্দাস্যে যাঁহাদের রুচি প্রবলা রহিল, তাঁহারা নিত্যধামে দাসত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তন্মধ্যে যাঁহারা ঐশ্বর্য্যপর, তাঁহারা সেব্যতত্ত্বকে নারায়ণাত্মক দেখিলেন। মাধুর্য্যপর পুরুষেরা সেব্যতত্ত্বকে কৃষ্ণস্বরূপ দেখিলেন। ঐশ্বর্য্যপর পুরুষদিগের স্বাভাবিক সম্ভ্রম-বশতঃ তাঁহাদের প্রীতিটী প্রেমরূপ প্রাপ্ত হয়; তাহাতে

বিশ্বাসাভাবে প্রণয় থাকে না। মাধুর্য্যভাবসম্পন্ন পুরুষদিগের বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাস অত্যন্ত বলবান্। অতএব তাঁহাদের হৃদয়ে প্রীতিতত্ত্ব মহাভাবাবধি উন্নত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যভাব ব্যতীত অপ্রাকৃতাবস্থায় প্রণয়াভাব ; মহাভাব প্রভৃতি যে সকল অবস্থার বিচার করা যায়, সে সকল মায়িক চিন্তাকে অপ্রাকৃত চিন্তা বলিয়া স্থির করা মাত্র। এই অশুদ্ধ-মত-সম্বন্ধে কথিত হইল যে, নিত্যসিদ্ধ জীবের প্রণয়বিকারসকল জড়গত অবিদ্যা-বিকার নয়, কিন্তু চিদ্গত বিলাস বলিয়া জানিতে হইবে। শুদ্ধ-চিদ্ধাম-রূপ বৈকুণ্ঠে যে সকল বিলাস আছে, সে সমুদয়ই সর্ব্বদোষরহিত আনন্দ-সমুদ্রের তরঙ্গবিশেষ। তাহাদিগের প্রতি বিকার-শব্দ প্রযুক্ত হয় না। কৃষ্ণ-নারায়ণে কিছুমাত্র ভিন্নতা নাই। ঐশ্বর্য্যপর চক্ষে তাঁহাকে নারায়ণ বোধ হয়, মাধুর্য্যপর চক্ষে তাঁহাকে কৃষ্ণস্বরূপে দেখা যায়। বাস্তবিক এ বিষয়ে আলোচ্য-গত ভেদ নাই, কেবল আলোচক ও আলোচনাগত ভেদ আছে। বিলাসানন্দচন্দ্রমা পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়তত্ত্ব ; কেবল রসভেদে তাঁহার স্বরূপভেদ লক্ষ্য হয়। স্বরূপের বাস্তবিক ভেদ নাই, কেননা নিত্যবস্তু ভগবানে আধেয়াধার ভেদ, দেহদেহীর ভেদ ও ধর্ম্মধর্ম্মীর ভেদ নাই। বদ্ধদশায় মানব-শরীরে ঐসকল ভেদ দেহাত্মাভিমানবশতঃ লক্ষিত হয়। প্রাকৃত বস্তুসকলে ঐ প্রকার ভেদ স্বাভাবিক। বৈশেষিকেরা বলেন যে, একজাতীয় বস্তু হইতে অন্য জাতীয় বস্তু যদ্দ্বারা ভিন্ন হয়, তাহার নাম বিশেষ। জলীয় পরমাণু বায়বীয় পরমাণু হইতে এবং বায়বীয়

পরমাণু তৈজস পরমাণু হইতে উক্ত বিশেষকর্তৃক ভিন্ন হইয়া থাকে। বিশেষ পদার্থ অবলম্বননিবন্ধন তাঁহাদের শাস্ত্রের নাম বৈশেষিক বলিয়া প্রোক্ত হইয়াছে। কিন্তু বৈশেষিক পণ্ডিতেরা জড় জগতের বিশেষ ধর্ম্মটীকে আবিষ্কার করিয়াছেন, চিজ্জগতের বিশেষের কোন অনুসন্ধান করেন নাই। জ্ঞানশাস্ত্রেও উক্ত বিশেষ ধর্ম্মের কিছু সন্ধান হয় নাই; তজ্জন্য জ্ঞানিগণ প্রায়ই আত্মার মোক্ষের সহিত ব্রহ্মনির্ব্বাণের সংযোজনা করিয়াছেন। সাত্বতমতে ঐ বিশেষ ধর্ম্ম কেবল জড়ে আছে এমত নয়, চিত্তত্ত্বে ঐ ধর্ম্মটী নিত্যরূপে অনুস্যূত আছে। তজ্জন্যই পরমাত্মা হইতে আত্মা, আত্মগণ জড় জগৎ হইতে এবং আত্মারা পরস্পর ভিন্নরূপে অবস্থান করে। সেই বিশেষ ধর্ম্ম হইতে প্রীতি তরঙ্গরূপিণী হইয়া নানাভাবান্বিতা হন। প্রপঞ্চে আবদ্ধ হইয়া আমাদের বুদ্ধি সম্প্রতি প্রপঞ্চমলের দ্বারা দূষিত থাকায় চিদগত নির্ম্মল বিশেষের উপলব্ধি দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। সেই চিদ্গত বিশেষ ধর্ম্মদ্বারা ভগবান্ ও শুদ্ধ জীবনিচয়ের মধ্যে কেবল নিত্যভেদ স্থাপিত হইয়াছে এমত নয়, কিন্তু একটী নির্ম্মল সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছে। যেমত বদ্ধ জীবদিগের সাংসারিক সম্বন্ধ পঞ্চবিধ, তদ্রূপ জীব ও কৃষ্ণেও পঞ্চবিধ সম্বন্ধ। পঞ্চবিধ সম্বন্ধের নাম শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ভগবৎ-সংসারে বর্ত্তমান শুদ্ধজীবদিগের অধিকার অনুসারে সম্বন্ধভাবগত প্রীতির অষ্টবিধ ভাবাকার উদয় হয়। সেই সকল ভাবই প্রীতির ক্রিয়াপরিচয়। ইহাদের নাম পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ, স্বরভেদ

ও প্রলয়। শুদ্ধজীবে ইহারা শুদ্ধসত্ত্বগত এবং বদ্ধজীবে ইহারা প্রাপঞ্চিকসত্ত্বগত। শান্ত-রসাশ্রিত জীবে চিত্তোল্লাস-বিধায়িনী রতিরূপা হইয়া প্রীতি বিরাজমান থাকেন। দাস্যরসের উদয় হইলে মমতাভাবসঙ্গিনী প্রীতি রতি ও প্রেমা উভয় লক্ষণে লক্ষণান্বিতা হন। সখ্যরসে রতি-প্রেমাও প্রণয়রূপিণী হইয়া প্রীতি ভয়নাশক বিশ্বাস-কর্ত্তৃক দৃঢ়ভূতা মমতা-সংযুক্তা হন। বাৎসল্যরসে স্নেহভাব-পর্য্যন্ত প্রীতির দ্রবময়ী গতি। কিন্তু কান্তভাব উদয় হইলে সে-সমস্ত ভাব—মান, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত একত্র মিলিত হয়। জগতে যেরূপ জীবগণ নিজ নিজ আত্মীয়গণ পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহস্থরূপে দৃশ্যমান হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বৈকুণ্ঠধামে তদ্রূপ কুলপালক গৃহস্থরূপে বর্ত্তমান আছেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসাশ্রিত সমস্ত পার্ষদগণই ভগবৎসেবক। সাধুদিগের প্রিয়বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেব্য। অদ্বয়বস্তু বৈকুণ্ঠের প্রীতিতত্ত্বে সার্ব্বজ্ঞ্য, ধৃতি, সামর্থ্য, বিচার, পাটব ও ক্ষমা প্রভৃতি সমস্ত গুণগণ একাত্মতারূপে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হইয়াছে। জড়জগতে প্রীতির প্রাদুর্ভাব না থাকায় ঐ সকল গুণগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া প্রতীয়মান হয়। সেই বৈকুণ্ঠ-ধামের বহিঃপ্রকোষ্ঠে রজোতীতা বিরজা নদী ও অন্তঃপ্রকোষ্ঠে চিদ্দ্রবস্বরূপা কালিন্দীনদী সদাকাল বর্ত্তমান আছেন। সমস্ত শুদ্ধ চিৎস্বরূপগণের আধার কোন অনির্ব্বচনীয় ভূমি বিরাজমান আছে। তথাকার সমস্ত লতাকুঞ্জ, গৃহদ্বার, প্রাসাদ ও তোরণ প্রভৃতি সকলই চিদ্বিশিষ্ট ও দোষবর্জ্জিত। বর্ণিত বস্তুসকলকে

দেশ ও কালের জড়ভাব কখনই দূষিত করিতে পারে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, "যাঁহারা এইরূপ বৈকুণ্ঠের ভাব প্রথমে বর্ণন করেন, তাঁহারা জড়ভাবসকলকে চিত্তত্ত্বে আরোপ করিয়া পরে কুসংস্কার দ্বারা তাহাতে মুগ্ধ হন। পরে ঐ সকল সংস্কারকে কূটযুক্তিদ্বারা উক্ত প্রকারে স্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক বৈকুণ্ঠ ও ভগবদ্বিলাস-বর্ণন সমস্তই প্রাকৃত।" এইরূপ সিদ্ধান্ত কেবল তত্ত্বজ্ঞানাভাববশতই হয়। যাহারা গাঢ়রূপে চিত্তত্ত্বের আলোচনা করেন নাই, তাহারা কাযে কাযেই এরূপ তর্ক করিবেন, কেননা মধ্যমাধিকারীরা তত্ত্বের পার না পাওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই সংশয়াক্রান্ত হইয়া সংসৃতি ও পরমার্থের মধ্যে দোদুল্যমানচিত্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ যে সকল বিচিত্রতা জড়জগতে পরিদৃশ্য হয়, সে সকল চিজ্জগতের প্রতিফলন মাত্র। চিজ্জগৎ ও জড়জগতে বিভিন্নতা এই যে, চিজ্জগতে সমস্তই আনন্দময় ও নির্দ্দোষ এবং জড়জগতে সমস্তই ক্ষণিক সুখ-দুঃখময় ও দেশকালনির্ম্মিত হেয়ত্বে পরিপূর্ণ। অতএব চিজ্জগৎ সম্বন্ধে বর্ণনসকল জড়ের অনুকৃতি নয়, কিন্তু ইহার অতি বাঞ্ছনীয় আদর্শ। বিশেষধর্ম্মকর্তৃক নিত্যধামের যে বৈচিত্র্য স্থাপন হইয়াছে, তাহা নিত্য হইলেও সমস্ত বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বটী অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ; যেহেতু তাহা প্রকৃতির পর তত্ত্ব অর্থাৎ দেশ-কাল-ভাবদ্বারা প্রাকৃত তত্ত্বসকল খণ্ড খণ্ড হইয়াছে, পরতত্ত্বে সেরূপ সদোষ খণ্ডভাব নাই। নিত্যসিদ্ধ ও সিদ্ধীভূত জীব-দিগের সম্বন্ধে নিত্য শ্রীকৃষ্ণদাস্যই নিত্য সুখ। চিদাত্মার বিমলানন্দবিলাস বর্ণনে জড় সরস্বতী অশক্তা, যেহেতু যে বাক্য-

সকলদ্বারা তাহা বর্ণিত হইবে ঐ সকল বাক্য জড় হইতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। যদিও বাক্যদ্বারা স্পষ্ট বর্ণন করা যায় না, তথাপি আত্মজুট বৃত্তিদ্বারা সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবদ্বার্ত্তা যথাসাধ্য বর্ণিত হইতে পারে। বাক্যসকলে সামান্য অর্থ করিতে গেলে বর্ণিত বিষয় উত্তমরূপে উপলব্ধ হইবে না। এতদ্ধেতুক সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক পাঠকবৃন্দ এতৎতত্ত্বের উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অরুন্ধতী-সন্দর্শনপ্রায় স্থূলবাক্য হইতে তৎসন্নিকর্ষ সূক্ষ্ম তত্ত্বের সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। যুক্তি প্রবৃত্তি ইহাতে অক্ষম, যেহেতু অপ্রাকৃত বিষয়ে তাহার গতি নাই, কিন্তু আত্মার সাক্ষাদ্দর্শনরূপ আর একটী সূক্ষ্মবৃত্তি সহজসমাধি-নামে লক্ষিত হয়, সেই বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক তত্ত্বোপলব্ধি করিতে হইবে। কিন্তু যে সকল উত্তমাধিকারিগণের ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতির উদয় হইয়াছে, তাঁহারাই স্বভাবতঃ আত্মসমাধিতে বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন। কোমলশ্রদ্ধ বা মধ্যমাধিকারীদিগের ইহাতে সামর্থ্য হয় নাই। যেহেতু শাস্ত্র বা যুক্তিদ্বারা এতত্তত্ত্ব গম্য হয় না। কোমলশ্রদ্ধেরা শাস্ত্রকে একমাত্র প্রমাণ জানেন এবং ব্রহ্মচিন্তকাদি যুক্তিবাদীরা যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধগামী হইতে অশক্ত।

শ্রীকৃষ্ণলীলা সাধুসঙ্গে সশ্রদ্ধ আলোচনা করিতে করিতে মানবগণের বিজ্ঞান যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, সেই দ্বাপরান্তকালে মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, ব্রহ্মজ্ঞানবিভাগরূপ মথুরায়, বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ বসুদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। সাত্বতদিগের বংশসম্ভূত বসুদেব নাস্তিক্যরূপ কংসের মনোময়ী ভগিনী দেবকীকে বিবাহ

করিলেন। ভোজাধম কংস ঐ দম্পতী হইতে ভগবদ্ ভাবের উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া স্মৃতিরূপ কারাগারে তাঁহাদিগের আবদ্ধ করিলেন। যদুবংশের মধ্যে সাত্বতকুল ভগবৎপর ছিলেন এবং ভোজবংশ নিতান্ত যুক্তিপর ও ভগবদ্বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, এরূপ বোধ হয়। সেই দম্পতীর যশ, কীর্ত্তি প্রভৃতি ছয়টী পুত্র ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঈশ-বিরোধী কংস তাহা-দিগকে বাল্যকালেই হনন করে। ভগবদ্দাস্যভূষিত বিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব বলদেব তাঁহাদের সপ্তম পুত্র। জ্ঞানাশ্রয়ময় চিত্তরূপ দেবকীতে শুদ্ধ জীবতত্ত্বের প্রথমোদয়, কিন্তু মাতুল কংসের দৌরাত্ম্যকার্য্য আশঙ্কা করিয়া সেই তত্ত্ব ব্রজমন্দিরে গমন করিলেন। তিনি বিশ্বাসময় ধাম ব্রজপুরী প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাময় চিত্ত রোহিণীর গর্ব্ভে প্রবেশ করিলেন; এদিকে দেবকীর গর্ব্ভনাশ বিজ্ঞাপিত হইল। শুদ্ধ জীবভাব আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই ভগবদ্ভাব জীবহৃদয়ে উদিত হয়। অতএব সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্যনামা নারায়ণ-স্বরূপে স্বয়ং ভগবান্ অষ্টম পুত্র হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। নাস্তিক্যনাশরূপ কংসধ্বংস ইচ্ছা করিয়া মহাবীর্য্য ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হইলেন। চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী-নির্ম্মিত ব্রজভূমিতে ভগবান্ স্বস্বরূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে নীত হইলেন। সেই ভূমির ভিত্তিমূল বিশ্বাস। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের যুক্তিবিভাগে বা জ্ঞানবিভাগে ঐ ভূমি থাকে না, কিন্তু বিশ্বাসবিভাগেই তাঁহার অবস্থান হয়। জ্ঞান বা বৈরাগ্য তথায় দৃশ্য হয় না। আনন্দমূর্ত্তি নন্দগোপ তথায় অধিকারী। এতত্তত্ত্বে জাতির উচ্চত্ব বা নীচত্ব বিচার

নাই। এই জন্যই আনন্দমূর্ত্তি গোপত্বে লক্ষিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ গোচারণ ও গোরক্ষণ এবং অনৈশ্বর্য্যাত্মক মাধুর্য্যত্বও লক্ষিত হয়। উল্লাসরূপিণী নন্দপত্নী যশোদা, যে অপকৃষ্টতত্ত্ব মায়াকে প্রসব করেন, তাহা ব্রজ হইতে বাসুদেবকর্ত্তৃক নীত হইলেন। পরানন্দধাম চিন্তায় বদ্ধজীবের পক্ষে যে মায়িক ভাব অনিবার্য্য, তাহা শ্রীকৃষ্ণাগমনে দূরীকৃত হইল। বিশুদ্ধ-প্রেম-সূর্য্যকিরণসমূহ পরিপূরিত গোকুলে শুদ্ধজীবতত্ত্বরূপ রামের সহিত অচিন্ত্য ভগবত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। নাস্তিক্যরূপ কংস শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার বাসনায় বাল-ঘাতিনী পূতনাকে ব্রজে প্রেরণ করিলেন। মাতৃস্নেহ ছলনা করিয়া পূতনা কৃষ্ণকে স্তন্যদান করিয়া কৃষ্ণতেজে নিহত হইল। ভগবদ্‌ভাবের প্রভাবে তর্করূপ তৃণাবর্ত্ত প্রাণত্যাগ করিল। ভারবাহিত্বরূপ শকট ভগবৎকর্ত্তৃক ভগ্ন হইল। মুখব্যাদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জননীকে মুখমধ্যে সমস্ত জগৎ দেখাইলেন। জননী চিচ্ছক্তিগত রতিপোষিকা অবিদ্যা দ্বারা মুগ্ধ থাকায় কৃষ্ণৈশ্বর্য্য মানিলেন না। চিদ্বিলাসগত ভক্তগণ ভগবন্মাধুর্য্যে এতদূর মুগ্ধ থাকেন যে, ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাহা তাঁহাদের নিকট প্রতীত হয় না। এ অবিদ্যা মায়াভাবগত নয়। কৃষ্ণের বালচাপল্য (চিত্ত-নবনীত চৌর্য্য) দেখিয়া উল্লাস-রূপিণী যশোদা রজ্জুদ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য বৃথা যত্ন পাইলেন। যাঁহার মায়িক পরিমাণ নাই, তাঁহাকে কেবল প্রেমসূত্রের দ্বারা যশোদা বন্ধন করিয়াছিলেন। মায়িক রজ্জুদ্বারা তাঁহার বন্ধন সিদ্ধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের

বাললীলাক্রমে দেবপুত্রদ্বয়ের বার্ক্ষভাব হইতে অনায়াসে বন্ধচ্ছেদ হইল। এই যমলার্জ্জুন-মোক্ষ আখ্যায়িকা-দ্বারা দুইটী তত্ত্ব অবগত হওয়া গেল, (১) সাধুসঙ্গে ক্ষণমাত্রেই জীবের বন্ধ-মোক্ষ হয়, (২) অসাধু-সঙ্গে দেবতারাও কুকর্ম্মবশ হইয়া জড়তা-প্রাপ্ত হন। সখাদিগের সহিত বালরূপী কৃষ্ণ-গোবৎস চারণার্থে কাননে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ চিচ্ছক্তিগত আবিদ্যামুগ্ধ শুদ্ধ জীবসকল নিষ্ঠাক্রমে গোবৎসত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাধীন হন। তথায় অর্থাৎ গোচারণস্থলে বালদোষরূপ বৎসাসুর বধ হয়। কংসপালিত ধর্ম্মকাপট্যরূপ বকাসুর, শুদ্ধবুদ্ধ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হন। নৃশংসত্বস্বরূপ অঘ নামা সর্প মর্দ্দিত হইল। তদন্তে ভগবান্ সরলতারূপ একত্র পুলিন ভোজন আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে সমস্ত জগতের বিধাতা চতুর্ব্বেদবক্তা চতুর্ম্মুখ কৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া গোপ-বালক ও গোবৎসসকল চুরি করিলেন। এই আখ্যায়িকা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরমমাধুর্য্যে সম্পূর্ণ প্রভুতা প্রদর্শিত হইল। গোপাল হইয়াও জগদ্বিধাতার উপর পূর্ণপ্রভাব দেখাইলেন। চিজ্জগতের অতিপ্রিয় কৃষ্ণ কোন বিধির বাধ্য নহেন, ইহাও জানা গেল। ব্রহ্মা গোপবালক সকল ও গোবৎস সকল হরণ করিলে ভগবান্ অপহৃত সকলকেই স্বয়ং প্রকাশ করিয়া অনায়াসে চালাইতে লাগিলেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে, চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ সমস্ত বিনষ্ট হইলেও কৃষ্ণৈশ্বর্য্য কখনই কুণ্ঠিত হয় না। যিনি যতদূরই সমর্থ হউন, শ্রীকৃষ্ণসামর্থ্য লঙ্ঘন করিতে কেহই পারেন না। স্থূলবুদ্ধিরূপ গর্দ্দভরূপী

ধেনুকাসুর, শুদ্ধজীব বলদেবকর্ত্তৃক হত হয়। ক্রূরতা-স্বরূপ কালীয় সর্প চিদ্রবাত্মক যমুনাজল দূষিত করিলে ভগবান্ তাহাকে লাঞ্ছনা করিয়া দূরীভূত করিলেন। পরস্পর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিবাদরূপ ভয়ঙ্কর দাবানলকে ব্রজধাম-রক্ষার্থে ভগবান্ ভক্ষণ করিলেন। নাস্তিক্য-রূপ কংসের প্রেরিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত মায়াবাদস্বরূপ জীব-চৌর দুষ্ট প্রলম্বাসুর শুদ্ধ বলদেব কর্ত্তৃক নিহত হইল।

মধুর রসস্থ দ্রবতার আধিক্যপ্রযুক্ত তদ্গত প্রীতিকে প্রাবৃট্কালের সহিত সাম্যবোধে কথিত হইল যে, প্রীতিবর্ষা উপস্থিত হইলে ভাবাত্মিকা হরিপ্রিয়া গোপীগণ হরিগুণগানে প্রমত্তা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীগীতে ব্যাকুলা হইয়া গোপীগণ কৃষ্ণলাভেচ্ছায় ব্রজধামে যোগমায়া মহাদেবীর অর্চ্চনা করিলেন। বৈকুণ্ঠতত্ত্বের মায়িক জগৎস্থিত জীবের চিদ্বিভাগে আবির্ভাবের নাম ব্রজ। ব্রজ-শব্দ গমনার্থসূচক। মায়িক জগতে আত্মার মায়া ত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধগমন অসম্ভব, অতএব মায়িক বস্তুর আনুকূল্য আশ্রয়পূর্ব্বক তন্নির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য॥ এতন্নিবন্ধন গোপিকাভাবপ্রাপ্ত জীবদিগের মহাদেবী যোগমায়া অর্থাৎ মায়াশক্তির বিদ্যারূপ অবস্থায় আশ্রয় পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠলীলার সাহচর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তির কৃষ্ণদাস্যেচ্ছা অত্যন্ত বলবান্ তাঁহাদের স্বগত বা পরগত কিছুই গোপনীয় নাই। এই তত্ত্ব ভক্তদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণ করিলেন। শুদ্ধ-সত্ত্বগত চিত্তই ভগবদ্রতির অনাময় স্থান। তাহার আচ্ছাদন

দূর করত প্রীতির অধিকার দর্শন করিলেন।

গোচারণ করিতে করিতে মথুরার নিকটস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিলেন। জাত্যভিমানবশতঃ ঐ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদি কার্য্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন দিলেন না। ইহার হেতু এই যে, বর্ণীদিগের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই বেদবাদরত, যেহেতু তাহারা বেদের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য বোধ করিতে না পারিয়া সামান্য কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক হয় কর্ম্মজড় হইয়া পড়ে, নয় আত্মজ্ঞানপরায়ণ হইয়া নির্ব্বিশেষ চিন্তায় মগ্ন হয়। তাহারা শাস্ত্র ও পূর্ব্বপুরুষদিগের শাসনাধীনে থাকিয়া বিধিনিষেধের বাহক হইয়া পড়ে। সেই সকল অর্থ শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য যে ভগবদ্রতি তাহা তাহারা বুঝিতে সক্ষম হয় না। অতএব তাহারা কি প্রকারে কৃষ্ণসেবক হইতে পারে? এতদ্দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, সকল ব্রাহ্মণেরাই এইরূপ কর্ম্মজড় বা জ্ঞানপর। অনেক বিপ্রকুলজাত মহাপুরুষগণ ভগবদ্‌ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অতএব এ লীলার তাৎপর্য্য এই যে, বিধিবাহক অর্থাৎ ভারবাহী ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণবিমুখ, কিন্তু সারগ্রাহী বিপ্রগণ কৃষ্ণদাস ও সর্ব্বপূজ্য। ভারবাহী ব্রাহ্মণগণের স্ত্রীগণ অর্থাৎ কোমলশ্রদ্ধ অনুগত লোকেরা বনে শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করত পরমাত্মা কৃষ্ণের মাধুর্য্যবশ হইয়া তাঁহাকে আত্মদান করিল। এই কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরাই সংসারী বৈষ্ণব। এই আখ্যায়িকাদ্বারা জীবগণের সমদর্শনরূপ তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিসম্পন্ন হইবার জন্য

জাতিবুদ্ধির প্রয়োজন নাই। বরং সময়ে সময়ে ঐ বুদ্ধি প্রীতির প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। উত্তমরূপে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আর্য্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ ও আশ্রম-বিভাগরূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে। সমাজ রক্ষিত হইলে সৎসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। এতন্নিবন্ধন বর্ণাশ্রম সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়, যেহেতু তদ্দ্বারা ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিলাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এই সমস্ত অর্থগত ব্যবস্থার একমাত্র মূল তাৎপর্য্য পরমার্থ, যাহার অন্যতম নাম শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি। যদিও এই সকল অর্থাবলম্বন না করিয়াও কাহারও পরমার্থলাভ ঘটে, তথাপি অর্থসকল অনাদৃত হইতে পারে না। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, উপেয় প্রাপ্ত হইলে উপায়ের প্রতি স্বভাবতঃ অনাদর হইয়া উঠে। উপেয়রূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি যাঁহাদের লাভ হয়, তাঁহারা গৌণ উপায়রূপ বর্ণাশ্রমব্যবস্থা ত্যাগ করিলেও দোষী নহেন। অতএব কার্য্যকারীদিগের অধিকার বিচারপূর্ব্বক দোষগুণ নির্ণয় করাই সারসিদ্ধান্ত।

সমাজ-সংরক্ষণ, কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা ভগবদাবির্ভাবের নাম যজ্ঞেশ্বর। তাঁহার জীব-প্রতিনিধির নাম ইন্দ্র। ঐকর্ম্ম দুইপ্রকার, নিত্য ও নৈমিত্তিক। সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা নিত্যকর্ত্তব্য সেই সকল কর্ম্ম নিত্য, তদিতর সকল কর্ম্মই নৈমিত্তিক। বিচার করিয়া দেখিলে কাম্য কর্ম্মসকল নিত্য ও নৈমিত্তিকবিভাগে পর্য্যবসিত হয়। অতএব সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মসকল উদ্দেশ্যক্রমে বিচারিত হওয়ায় নিত্য

নৈমিত্তিক বিভাগেই স্থাপিত হয়, বিভাগান্তরে লক্ষিত হয় না। কেবল শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহকরূপ নিত্যকর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তদিগের সম্বন্ধে সমস্ত কর্ম্ম নিষেধ করিলেন। তাহাতে কর্ম্মপতি ইন্দ্র জগৎ-পুষ্টিকার্য্যসকল অনাদৃত হইল দেখিয়া বৃহদুপদ্রব উপস্থিত করিলেন। গোবর্দ্ধন অর্থাৎ নিরীহ জনের বর্দ্ধনশীল পীঠস্বরূপ ছত্র অবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তদিগের আবশ্যকীয় সমস্ত বিষয় বর্ষণ ও প্লাবন হইতে ভগবান্ রক্ষা করিলেন। ভগবদনুশীলনকার্য্য-নিবন্ধন যদি মানবগণের জগৎ-পুষ্টিকার্য্যসকল কর্ম্মাভাবে নিবৃত্ত হয়, তাহাতে কৃষ্ণভক্তদিগের কিছুমাত্র আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নয়। কৃষ্ণ যাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তা তাঁহাদিগকে কেহই নষ্ট করিতে পারে না, তাঁহাদের উপর কোন বিধির বিক্রম নাই। বিধিবন্ধন দূরে থাকুক, ভক্তদিগের প্রেমবন্ধন ব্যতীত আর কোন প্রকার বন্ধন নাই। বিশ্বাসময় দেশে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে চিদ্‌দ্রবরূপিণী যমুনানদী বহমানা আছেন। নন্দরাজ তাহাতে মগ্ন হওয়ায় ভগবান্ লীলাক্রমে (বরুণ হইতে) তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। তদনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক গোপদিগকে নিজ ঐশ্বর্য্য বৈকুণ্ঠতত্ত্ব দর্শন করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য এত প্রবল যে, ঐশ্বর্য্যসমুদয় তাহাতে লুকায়িতরূপে থাকে, ইহাই প্রদর্শিত হইল।

রাসলীলা—নিত্যসিদ্ধগণ ও তাঁহাদের অনুগত জীবদিগের প্রিয় ভগবান্ প্রীতিতত্ত্বের পরাকাষ্ঠারূপ রাসলীলা সম্পন্ন করিলেন। অন্তর্দ্ধান-বিয়োগদ্বারা গোপিকাদিগের প্রেমাত্মক কাম সম্বর্দ্ধন করিয়া পরম কৃপালু ভগবান্ রাসচক্রে নৃত্য করিতে

লাগিলেন। মায়াবিরচিত জড়াত্মক বিশ্বে একটি মূল ধ্রুবনক্ষত্র আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে সূর্য্যসকল স্ব স্ব গ্রহ-সহকারে ধ্রুবের আকর্ষণবলে নিত্য ভ্রমণ করিতেছে। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, জড় পরমাণুসমূহে আকর্ষণ-নামা একটী শক্তি নিহিত আছে। ঐ শক্তিক্রমে পরমাণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া একত্রিত হইলে বর্ত্তুলাকার মণ্ডল নির্ম্মিত হয়। ঐ সকল মণ্ডল পুনশ্চ কোন বৃহদ্বর্ত্তুলাকার মণ্ডলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তচ্চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। এইটী জড় জগতের নিত্যধর্ম্ম। জড় জগতের মূলীভূত মায়া চিজ্জগতের প্রতিফলন মাত্র। চিজ্জগতে প্রীতিরূপ নিত্যধর্ম্ম দ্বারা অণুচৈতন্যসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া অপেক্ষাকৃত কোন উন্নত চৈতন্যের অনুগমন করে। ঐ সকল উন্নত চৈতন্য পুনরায় অধীন চৈতন্যগণসহকারে, পরমধ্রুব চৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের রাসচক্রে অনুক্ষণ ভ্রমণ করিতেছে। অতএব বৈকুণ্ঠতত্ত্বে পরমরাসলীলা নিত্য বিরাজমান আছে। যে রাগতত্ত্ব চিদ্বস্তুতে নিত্য অবস্থিতি করত মহাভাব পর্য্যন্ত প্রীতির বিস্তার করে, সেই ধর্ম্মের প্রতিফলনরূপ জড়ীভূত কোন অচিন্ত্য ধর্ম্ম আকর্ষণরূপে জড়জগতে বিস্তৃত হইয়া উহার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে। এতন্নিবন্ধন, স্থূল দৃষ্টান্তদ্বারা সূক্ষ্মতত্ত্ব দর্শাইবার অভিপ্রায়ে কহিতেছেন যে, যেমত জড়াত্মক বিশ্বে সসূর্য্য গ্রহমণ্ডলসকল ধ্রুব নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ-শক্তির দ্বারা নিত্য ভ্রমণ করে, তদ্রূপ চিদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ-বলক্রমে শুদ্ধ জীবসকল, শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া নিত্যকাল ভ্রমণ করেন। এই চিদ্গত মহারাসলীলায় কৃষ্ণই একমাত্র

পুরুষ এবং সমস্ত জীবগণই নারী। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র ভোক্তা ও সমস্ত অণুচৈতন্যই ভোগ্য। প্রীতিসূত্রে সমস্ত চিৎস্বরূপের বন্ধন সিদ্ধ হওয়ায়, ভোগ্যতত্ত্বের স্ত্রীত্ব ও ভোক্তৃতত্ত্বের পুরুষত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। জড়দেহগত স্ত্রী-পুরুষত্ব—চিদ্‌গত ভোক্তাভোক্তৃত্বের অসৎ প্রতিফলন। সমস্ত অভিধান অন্বেষণ করিয়া এমত একটী বাক্য পাওয়া যাইবে না, যদ্দারা চিৎস্বরূপদিগের পরম চৈতন্যের সহিত অপ্রাকৃত সংযোগ-লীলা সম্যক্ বর্ণিত হইতে পারে। এতন্নিবন্ধন মায়িক স্ত্রী-পুরুষের সংযোগসম্বন্ধীয় বাক্যসকল তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সম্যক্ ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যবহৃত হইল। ইহাতে অশ্লীল চিন্তার কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই। যদি অশ্লীল বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আর ঐ পরতত্ত্বের আলোচনা সম্ভব হয় না। বাস্তবিক বৈকুণ্ঠগত ভাবনিচয়ের প্রতিফলনরূপ মায়িক ভাবসকল বর্ণন-দ্বারা বৈকুণ্ঠতত্ত্বের বর্ণনে আমরা সমর্থ হই। তদ্বিষয়ে অন্য উপায় নাই। যথা কৃষ্ণ দয়ালু, এই কথা বলিতে হইলে মানব-গণের দয়াকার্য্য লক্ষ্য করিয়া বলিতে হইবে। কোন রূঢ়বাক্যে ঐ ভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। অতএব অশ্লীলতার আশঙ্কা ও লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক, সারগ্রহী আলোচকগণ মহারাসের পরমার্থতত্ত্ব অকুণ্ঠিতভাবে-শ্রবণ, পঠন ও চিন্তন করুন। সেই রাসলীলার সর্ব্বোত্তমভাব এই যে, সমস্ত জীব-নিচয়ের পরমারাধ্যা কৃষ্ণমাধুর্য্য-প্রকাশিনী হ্লাদিনী-স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা ভাবরূপা সখীগণে বেষ্টিতা হইয়া রাসমধ্যে পরম-

শোভমানা হয়েন। রাসলীলার পরে চিদ্‌দ্রবময়ী যমুনায় জল-ক্রীড়া স্বভাবতঃ হইয়া থাকে।

নন্দ-স্বরূপ আনন্দ, নির্ব্বাণমুক্তিরূপ সর্পগ্রস্ত হইলে, ভক্ত-রক্ষক কৃষ্ণ তাঁহার আপদ্ মোচন করেন। যশকে প্রধান করিয়া মানেন যিনি, তিনি যশোমূর্দ্ধা শঙ্খচূড়; তিনি ব্রজভূমিতে উৎপাত করিতে গিয়া বিনষ্ট হন। কংসবৈরী শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে মথুরা-গমনে মানস করিলেন, তৎকালে রাজ্য-মদাসুর ঘোটকরূপী কেশী নিহত হইল। ঘটনীয় বিষয়-সকলের ঘটক অক্রূর, শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ প্রথমে মল্লগণকে নষ্ট করিয়া পরে অনুজ সহিত কংসকে নিপাত করিলেন। নাস্তিক্যরূপ কংস বিগত হইলে তাহার জনক স্বাতন্ত্র্যরূপ উগ্রসেনকে শ্রীকৃষ্ণ রাজসিংহাসন অর্পণ করিলেন। অস্তি-প্রাপ্তিনামা কংসের দুই ভার্য্যা কর্ম্মকাণ্ড-স্বরূপ জরাসন্ধকে আপন আপন বৈধব্যদশা নিবেদন করিলে তচ্ছ্রবনে মগধরাজ সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক মথুরাপুরীতে সপ্তদশবার মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইলেন। জরাসন্ধ পুনরায় মথুরা রোধ করিলে ভগবান্ স্বকীয়া দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন। মূল তাৎপর্য্য এই যে, নিষেকাদি শ্মশানান্ত দশকর্ম্ম, বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রমচতুষ্টয় এই আঠারটী কর্ম্মবিক্রম। তন্মধ্যে অষ্টাদশ বিক্রমরূপ চতুর্থাশ্রমদ্বারা জ্ঞানপীঠ অধিকৃত হইলে মুক্তিস্পৃহাজনিত ভগবত্তিরোভাব লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে মথুরায় ছিলেন, তৎকালে গুরুকুলে বাস করত অনায়াসে সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিলেন ও গুরুদেবের মৃতপুত্রের জীবন দান

করিলেন। স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন নাই, কিন্তু জ্ঞানপীঠরূপ মথুরায় অবস্থিতিকালে নরবুদ্ধির জ্ঞানভাবের ক্রমোন্নতি হয়, ইহা প্রদর্শিত হইল। যাঁহারা কর্ম্মফল আত্মসাৎ করেন, তাঁহারা কামী। সেই কামীদিগের কৃষ্ণরতি মলযুক্ত, কিন্তু অনেক দিবস পর্য্যন্ত ঐ সকাম কৃষ্ণরতি আলোচনা করিতে করিতে সুনির্ম্মল কৃষ্ণভক্তির উদয় হইয়া পড়ে। মথুরায় অবস্থিতিকালে কুব্জার সহিত সাধারণী রতিজনিত যে প্রণয় হয়, তাহা কুব্জার অন্তঃকরণে সকাম ছিল, কিন্তু সকাম প্রীতির চরমফলস্বরূপ শুদ্ধপ্রীতিও পরে উদিত হইয়াছিল। ব্রজভাব সর্ব্বোপরি ভাব; তাহা শিক্ষা করিবার জন্য গোকুলে উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডবগণ ধর্ম্মশাখা ও কৌরবগণ অধর্ম্মশাখা, ইহা স্মৃতিতে কথিত আছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগেরই বান্ধব ও কুলরক্ষক। ধর্ম্মের কুশলস্থাপন এবং পাপীদিগের ত্রাণ অভিপ্রায়ে ভগবান্ অক্রূরকে দূত করিয়া হস্তিনায় প্রেরণ করিলেন।

স্বার্থপর ও পরমার্থপর ভেদে কর্ম্মের গতি দুই প্রকার। পরমার্থপর কর্ম্মসকলকে কর্ম্মযোগ বলে; কারণ জীবন যাত্রায় ঐ সকল কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের পুষ্টি এবং কর্ম্মজ্ঞান উভয়ের যোগক্রমে ভগবদ্রতি পুষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পরস্পর সংযোগকে কেহ কেহ কর্ম্মযোগ, কেহ কেহ জ্ঞানযোগ, কেহ কেহ ভক্তিযোগ ও সারগ্রাহী লোকেরা সমন্বয়যোগ করিয়া থাকেন। যে সকল কর্ম্ম স্বার্থপর তাহাদের নাম কর্ম্মকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড প্রায়ই ঈশ্বর বিষয়ে অস্তিপ্রাপ্তিরূপ

সংশয়কে উৎপন্ন করিয়া নাস্তিকতার সহিত তাহাদের উদ্বাহরূপ সংযোগ করিয়া থাকে। সেই কর্ম্মকাণ্ডরূপ জরাসন্ধ ব্রহ্মজ্ঞান-স্বরূপিণী রম্য মথুরাপুরীকে রোধ করিল। ভক্তসমাজরূপ বান্ধবগণকে শ্রীকৃষ্ণ বৈধভক্তিযোগরূপ দ্বারকাপুরীতে স্বেচ্ছা-ক্রমে লইয়া গেলেন। বর্ণাশ্রমরূপ সাংসারিক বিধিরাহিত্যকে যবন বলা যায়, অবৈধকার্য্যবশতঃ যবন-ধর্ম্ম ম্লেচ্ছতাভাবাপন্ন, ঐ যবন কর্ম্মকাণ্ডের সাহায্যে জ্ঞানের বিরোধী ছিল, মুক্তি-মার্গাধিকাররূপ মুচুকুন্দরাজকে ঐ যবন পদাঘাত করায় তাঁহার তেজে ঐ দুরাচার হত হইল। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী দ্বারকাপুরীতে অবস্থিত হইয়া পরমৈশ্বর্য্যরূপিণী রুক্মিণীদেবীকে ভগবান্ বিবাহ করিলেন। কামরূপ প্রদ্যুম্ন রুক্মিণীর গর্ভজাতমাত্রেই দুরাত্মা মায়ারূপী শম্বর কর্ত্তৃক হৃত হইলেন। পুরাকালে শুষ্ক বৈরাগ্যগত মহাদেব কর্ত্তৃক কামদেবের শরীর ভস্মসাৎ হইয়াছিল তৎকালে রতিদেবী বিষয়-ভোগরূপ আসুরীভাবাশ্রয় করিয়াছিলেন কিন্তু বৈধী ভক্তিমার্গ উদয় হইলে ভস্মীভূত কাম কৃষ্ণপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করত স্বপত্নী রতিদেবীকে আসুরীভাব হইতে উদ্ধার করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, যুক্তবৈরাগ্যে বৈধকাম ও রতির অস্বীকার নাই। স্বপত্নী রতিদেবীর শিক্ষায় অতি বলবান্ কামদেব, বিষয়ভোগরূপ শম্বরকে বধ করত দ্বারকা গমন করিলেন। মানময়ী রাধিকার কলাস্বরূপা সত্যভামাকে মণি উদ্ধার করত কৃষ্ণ বিবাহ করিলেন। মাধুর্য্য-গত হ্লাদিনী শক্তির ঐশ্বর্য্যভাবে প্রতিফলিত রুক্মিণ্যাদি অষ্ট-মহিষী দ্বারকায় কৃষ্ণ-প্রিয়া হইয়াছিলেন। মাধুর্য্যগত ভগবদ্ভাব

যেরূপ অখণ্ড, ঐশ্বর্য্যগত বৈধীভক্ত্যাশ্রয় দ্বারকানাথের ভাব সেরূপ নয়, যেহেতু ফলরূপে ঐ ভাবের সন্তানসন্ততিক্রমে বংশ-বৃদ্ধি হইয়াছিল।

হরধামরূপ কাশীতে অদ্বৈতমতরূপ আসুরিক মতের উদয় হয়, যাহাতে আমি বাসুদেব বলিয়া এক দুষ্ট ব্যক্তি ঐ মত প্রচার করেন। রমাপতি ভগবান্ তাহাকে বধ করিয়া ঐ মতের দুষ্ট পীঠস্বরূপ কাশীধামকে দগ্ধ করেন। ভগবত্তত্ত্বকে ভৌমবুদ্ধি করিয়া নরকাসুরের ভৌমনাম হয়। তাহাকে বধ করিয়া গরুড়াসন ভগবান্ অনেক রমণীবৃন্দকে উদ্ধার করত তাহাদিগকে বিবাহ করিলেন। পৌত্তলিক মত নিতান্ত হেয়; যেহেতু পর-তত্ত্বে সামান্য বুদ্ধি করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম, শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও পৌত্তলিক মতে অনেক ভেদ আছে। পরমার্থতত্ত্বের নির্দ্দেশক শ্রীমূর্ত্তিসেবন দ্বারা পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু নিরাকার-বাদরূপ ভৌমিক তত্ত্বের ব্যতিরেক ভাবকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করা অথবা মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া জানাই পৌত্তলিকতা অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুতে ভগবন্নির্দ্দেশ। এই মতের অনুগামী লোক সকলকে ভগবান্ উদ্ধার করত স্বয়ং স্বীকার করিলেন। ধর্ম্মভ্রাতা ভীমের দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করিয়া অনেকানেক রাজাদিগকে কর্ম্মপাশ হইতে উদ্ধার করিলেন। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে অশেষ পূজা গ্রহণ করত আত্মবিদ্বেষী অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপবিদ্বেষ শিশুপালের শিরশ্ছেদ করিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পৃথিবীর ভার অপনোদন করিয়া ভগবান্ ধর্ম্ম-স্থাপনপূর্ব্বক সমাজ রক্ষা করিলেন। শ্রীনারদ দ্বারকায় আগমন

করিয়া প্রতি মহিষীর গৃহে শ্রীকৃষ্ণকে একই কালে দর্শন করত ভগবত্তত্ত্বের গাম্ভীর্য্যে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সর্ব্বজীবে এবং সর্ব্বত্র ভগবান্ পূর্ণরূপে বিলাসবান্ হইয়া একই কালে অবস্থিত আছেন, ইহা একটী অপূর্ব্ব তত্ত্ব। সর্ব্বব্যাপী ভাবটী এই তত্ত্বের নিকট নিতান্ত সামান্য বোধ হয়। অসভ্যতারূপ দন্তবক্র হত হইল। ধর্ম্মভ্রাতা অর্জ্জুনকে স্বীয় ভগ্নী সুভদ্রা দেবীর পাণি প্রদান করিলেন। যেস্থলে ভোগ্যস্বরূপ জীবের স্ত্রীত্ব সম্পন্ন হয় নাই, সেস্থলে সখ্যভাবগত-হ্লাদিনী-শক্তি-সম্বন্ধ-স্থাপনার্থে ভগবদ্ভাবের সন্নিকৃষ্ট ভগিনীত্বপ্রাপ্ত কোন অচিন্ত্য ভক্তিভাবকে সুভদ্রারূপে কল্পনা করা যায়। ঐ ভাব অর্জ্জুনের ন্যায় ভক্তবিশেষের ভোগ্য হয়। ব্রজভাবের ন্যায় ঐ ভাব উৎকৃষ্ট নয়।

শাল্বমায়া বিনাশ করিয়া ভগবান্ দ্বারকাপুরী রক্ষা করিলেন। বৈজ্ঞানিক শিল্প ভগবৎকার্য্যের নিকট কিছুই নয়। নৃগরাজ অনুচিতকর্ম্মফলে কৃকলাসত্ব ভোগ করিতেছিলেন, ভগবৎকৃপায় তাহা হইতে উদ্ধার পাইলেন। পাষণ্ডদত্ত অতিশয় উপাদেয় দ্রব্যও ভগবদ্গ্রাহ্য নয়, কিন্তু প্রীতিদত্ত অতি সামান্য দ্রব্যও ভগবানের আদরণীয় হয়, ইহা সুদামা ব্রাহ্মণের তণ্ডুলকণ ভক্ষণ করিয়া দেখাইলেন। নিরীশ্বর প্রমোদরূপ দ্বিবিদ-বানর কৃষ্ণ-প্রেমময় শুদ্ধজীব বলদেব কর্ত্তৃক নিহত হইল। জীবসম্বিন্নির্ম্মিতধামে বৃহদ্বনের মধ্যে ভাবরূপা গোপীদিগের সহিত বলদেব প্রেম-লীলা করিলেন। এই সমস্ত লীলা ভক্তগণের হৃদ্দেশবর্ত্তী, কিন্তু ভক্তগণের মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগকালে, রঙ্গস্থিত নটের রঙ্গত্যাগের ন্যায়, অদৃশ্য হয়॥ কালরূপা শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা ভাবরূপ

যাদবদিগকে লীলারঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করিয়া দ্বারকাধামকে বিস্মৃতিসাগরের উর্ম্মিদ্বারা প্লাবিত করিলেন। ভগবানের ইচ্ছা সর্ব্বদা পবিত্র। ইহাতে কিছুমাত্র অমঙ্গল নাই। ভক্তগণকে বৈকুণ্ঠাবস্থা প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে মায়িক শরীর হইতে ভিন্ন করিয়া লন। সেই পরমানন্দদায়িনী কৃষ্ণেচ্ছা ভক্তদিগের জরাক্রান্ত কলেবরসকল ভগবজ্‌জ্ঞানরূপ প্রভাসক্ষেত্রে পরিত্যাগ করাইলেন। শরীরের অপটু অবস্থায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেহ কাহারও শাসনাধীনে না থাকায় পরস্পর বিবাদ করে। বিশেষতঃ দেহত্যাগকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে, কিন্তু ভক্তদিগের চিত্তে ভগবত্তত্ত্ব কখনই নিবৃত্ত হয় না। ভক্তহৃদয়ে যে ভগবদ্ভাব থাকে তাহা ভক্তকলেবর বিচ্ছিন্ন হইলে, ভক্তের শুদ্ধ আত্মার সহিত স্বীয় মহিমা প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠস্থ প্রদেশবিশেষ গোকুলে নিত্য বিরাজমান হইতে থাকে।

চিৎপ্রভাবগত পরাশক্তির সন্ধিনীভাবকৃত বৈকুণ্ঠ। ইহা মাধুর্য্যগত, ঐশ্বর্য্যগত ও নির্ব্বিশেষ বিভাগত্রয়ে বিভক্ত। নির্ব্বিশেষ বিভাগটী বৈকুণ্ঠের আবরণভূমি। বহিঃপ্রকোষ্ঠের নাম নারায়ণধাম এবং অন্তঃপুরের নাম গোলোক। নির্ব্বিশেষ উপাসকেরা ব্রহ্মধামকে প্রাপ্ত হইয়া মায়াজনিত শোক হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। ঐশ্বর্য্যগত ভক্তবৃন্দ নারায়ণধাম প্রাপ্ত হইয়া অভয়লাভ করেন। মাধুর্য্যাস্বাদী ভক্তজন অন্তঃপুরস্থ হইয়া কৃষ্ণামৃত লাভ করেন। অশোক, অভয় ও অমৃত—এই তিনটী শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদ বিভূতি নিত্য বৈকুণ্ঠগত। বিভূতিযোগে পরব্রহ্মের নাম বিভু হইয়াছে। মায়িক জগৎটী শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ

বিভূতি। আবির্ভাব হইতে অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত নানা-সম্বন্ধঘটিত-লীলা গোলোকধামে বর্ত্তমান আছে। বদ্ধজীবে যে গোলোক-ভাব প্রতিভাত আছে, তাহাতেও এই লীলা নিত্যা, যেহেতু অধিকারভেদে কোন ভক্তহৃদয়ে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণজন্ম হইতেছে, কোন ভক্তহৃদয়ে বস্ত্রহরণ, কোন হৃদয়ে মহারাস, কোন হৃদয়ে পূতনাবধ, কোন হৃদয়ে কংসবধ, কোন হৃদয়ে কুব্জাপ্রণয় এবং কোন হৃদয়ে ভক্তের জীবনত্যাগ সময়ে অন্তর্দ্ধান হইতেছে। যেমত জীবসকল অনন্ত, তদ্রূপ জগৎসংখ্যাও অনন্ত, অতএব এক জগতে এক লীলা ও অন্য জগতে অন্য লীলা, এরূপ শশ্বৎ বর্ত্তমান আছে। অতএব ভগবানের সমস্ত লীলাই নিত্যা, কখনই লীলার বিরাম নাই, যেহেতু ভগবচ্ছক্তি সর্ব্বদাই ক্রিয়া-বতী। এই সমস্ত লীলাই স্বরূপভাব-গত অর্থাৎ মায়িকবিকার-গত নয়। যদিও মায়াবশতঃ বদ্ধজীবে ঐ লীলা বিকৃতবৎ বোধ হয়, তথাপি তাহার নিগূঢ়-সত্তা চিদ্রূপবর্ত্তিনী। সেই লীলা গোলোকধামে স্বরূপভাবসম্পন্না আছে, কিন্তু বদ্ধজীবসম্বন্ধে তাহা সাম্বন্ধিকী। বদ্ধজীবসকল দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ লীলা দেশগত, কালগত ও পাত্রগতভেদ অবলম্বনপূর্ব্বক ভিন্ন-ভিন্নাকাররূপে দৃষ্ট হয়। লীলা কখনই সমল হয় নাই, কিন্তু আলোচকদিগের মলযুক্ত বিচারে উহার ভিন্নতা পরিদৃশ্য হয়। চিজ্জগতের ক্রিয়াসকল বদ্ধজীবে স্বরূপভাবে স্পষ্ট পরিদৃশ্য হয় না, কেবল সমাধিদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হয়, তাহাও ঐ স্বরূপভাবের মায়িক প্রতিচ্ছায়াকে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধ হয়। তদ্ধেতুক ব্রজলীলা-

দিতে যে সকল বৃন্দাবন-মথুরাদি স্থানীয়ভূমি দেশ-নিদর্শন ; দ্বাপরাদি কাল-নিদর্শন ও যদুবংশ ও গোপবংশজাত পুরুষগণ ব্যক্তি-নিদর্শন লক্ষিত হয়, ঐ সকল নিদর্শন (যে সত্তা বা কার্য্য কোন অনির্ব্বচনীয় সত্তা বা কার্য্যকে-লক্ষ্য করিয়া দেখায়, তাহার নাম নিদর্শন) পাত্রবিচারক্রমে দুইপ্রকার কার্য্য করে। কোমল-শ্রদ্ধ পুরুষদিগের পক্ষে তাহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের স্থল। সেরূপ স্থূল নির্দ্দেশ ব্যতীত তাঁহাদের ক্রমোন্নতির পন্থান্তর নাই। উত্তম অধিকারীদিগের পক্ষে তাহারা চিদ্গত-বৈচিত্র্য-প্রদর্শকরূপে সম্যক্ আদৃত হইয়াছে। মায়িক সম্বন্ধ দূর হইলে জীবের পক্ষে স্বরূপ-লীলা প্রত্যক্ষ হইবে। বদ্ধজীবে ভগবল্লীলা স্বভাবতঃ সাম্বন্ধিকী। ঐ সাম্বন্ধিকী ভাব ব্যক্তিনিষ্ঠ ও সর্ব্বনিষ্ঠ ভেদে দুই-প্রকার। বিশেষ বিশেষ ভক্তহৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইয়া আসিয়াছে তাহা ব্যক্তিনিষ্ঠ। ঐ ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাবকর্ত্তৃক প্রহ্লাদ, ধ্রুবাদি ভক্তগণের হৃদয় অতি প্রাচীনকালেও ভগবল্লীলার পীঠস্বরূপ হইয়াছিল। যেমত কোন বিশেষ ব্যক্তির জ্ঞানোদয়-ক্রমে ভগবদ্ভাবের উদয় হওয়ায় তাহার হৃদয় পবিত্র করে তদ্রূপ সমস্ত জনসমাজকে এক ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া উহার বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা বিচার করিলে দেখা যায় যে, সাধারণ আলোচনা-ক্রমে কোন সময়ে ভগবদ্ভাব সামাজিক সম্পত্তি হইয়া উঠে এবং সমাজের জ্ঞানবৃদ্ধিক্রমে প্রথমে উহা কর্ম্মবশ, পরে জ্ঞানপর এবং অবশেষে চিদনুশীলনরূপ পরম ধর্ম্মের প্রবলতাক্রমে বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। সেই সর্ব্বনিষ্ঠ লীলাগত ভাব দ্বাপরযুগে নারদ-ব্যাসাদির চিত্তে উদিত হওয়াতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে। সমাজ-জ্ঞান সমৃদ্ধিক্রমে যে কৃষ্ণলীলারূপ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রকাশ হইল তাহা তিনভাগে বিভজ্য। দ্বারকালীলা

প্রথমভাগ এবং ভগবান্ তাহাতে ঐশ্বর্য্যাত্মক বিধিপরায়ণ বিষ্ণু-স্বরূপ উদিত হইয়াছেন।

মধ্যলীলা মাথুর বিভাগে লক্ষিত হয়; তাহাতে ভগবানের ঐশ্বর্য্য ততদূর প্রস্ফুটিত নহে, অতএব অধিকতর মাধুর্য্য তাহাতে নিহিত আছে। কিন্তু তৃতীয় বিভাগে ব্রজলীলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যে লীলাতে যতদূর মাধুর্য্য, সেই লীলা ততদূর উৎকৃষ্ট ও স্বরূপসন্নিকর্ষ। অতএব ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণতম। ঐশ্বর্য্য যদিও বিভূতির অঙ্গবিশেষ, তথাপি কৃষ্ণ-তত্ত্বে তাহার প্রাবল্য সম্ভব হয় না; যেহেতু যেখানে ঐশ্বর্য্যের অধিক প্রভাব, সেইখানেই মাধুর্য্যের লোপ হয়। অতএব গো, গোপ, গোপী, গোপবেশ, গোরসোদ্ভূত নবনীত, বন, কিশলয়, যমুনা, বংশী প্রভৃতি যে স্থানের সম্পত্তি, সেই স্থানই ব্রজগোকুল, অর্থাৎ বৃন্দাবন বলিয়া সমস্ত মাধুর্য্যের আস্পদ হইয়াছে। সেখানে ঐশ্বর্য্য কি করিবে? সেই ব্রজলীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গাররূপ চারিটী সম্বন্ধাশ্রিত পরম রস চিদ্বিলাসের উপকরণস্বরূপ সর্ব্বদা বিরাজমান হইতেছে। সেই সমস্ত রসের মধ্যে গোপীদিগের সহিত ভগবল্লীলারসই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে গোপী-গণের শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার সহিত ভগবল্লীলা সর্ব্বোত্তম ভাবনা বলিয়া লক্ষিত হয়। যাঁহারা এই রসরূপ চিদ্গত ভাবের আস্বাদনপর, তাঁহারাই নিত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।

কোন কোন মধ্যমাধিকারী পুরুষেরা যুক্তির সীমাতিক্রম আশঙ্কা করিয়া বলিয়া থাকেন যে, সামান্য ভাবসূচক বাক্য-সংযোগদ্বারা এইরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হউক, কৃষ্ণলীলাবর্ণন-রূপ নিদর্শনের প্রয়োজন নাই। এরূপ মন্তব্য ভ্রমজনিত, যেহেতু সামান্য বাক্যযোগে বৈকুণ্ঠ-বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হয় না। ইহার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থকারকৃত-'স্ফোটবাদ-বিচার'-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ইতি ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও ভজন-রহস্য গ্রন্থ সমাপ্ত।